দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তোমাকে দেখার জন্যই আমি আসছি। আমি তোমার জন্যই জন্মেছিলাম। তোমার জন্যই বড় হয়েছি। এখন আমি তোমার কাছেই আসছি। এই পাঁচটা মাস আমি এক দিনের জন্যও তোমাকে ভুলিনি। আমি যে সুদীপের কাছে গিয়েছিলাম, সে তো তোমার বিকল্প হিসাবে। তোমাকে না পেয়ে তোমার লুক এলাইকের কাছে গিয়েছিলাম। ওকে যে আমি ভালোবাসার চেষ্টা করলাম, সে তোমাকে ভালোবাসি বলেই।’

আমারও একটা প্রেমকাহিনি আছে আনিসুল হক

ISBN 978 984 90746 1 8
9 789849 074618
Taka 335.00

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও একটা প্রেমকাহিনি আছে। আমিও ভালোবেসেছিলাম একজনকে। একজনকে নাকি দুজনকে! একটা হৃদয় এক জীবনে কয়জনকে ঠাঁই দিতে পারে? আমিও তো চেয়েছিলাম আমার ভালোবাসার মানুষের হৃদয়ের সব কটা চাবিই থাকুক আমার কাছে! তা কি আমি পেয়েছিলাম? একটুখানি ভালোবাসার জন্য তাহলে আমাকে কেন মাধুকরি করতে হলো হৃদয়ান্তরে। আমার ভালোবাসার মানুষটিকে কি আমি পাব না? নাকি পাওয়া বলে কিছু নেই!

ভালোবাসার গল্পই এটি। কিন্তু সরলরৈখিক গল্প নয়। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের উক্তি, আমার হৃদয়ে যতগুলো কুঠুরি আছে, একটা গণিকালয়েও ততগুলো ঘর নেই।

আনিসুল হক তাঁর সংবেদী কলমে লিখলেন আধুনিক কালের প্রেমকাহিনি—যে কাহিনি প্রাপ্তমনস্কের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : কবির হোসেন

আনিসুল হক

জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, নীলফামারী। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে রংপুরে। পড়েছেন পরীক্ষণ বিদ্যালয় রংপুর, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য—সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি সক্রিয়। টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। ২০১২ ও ২০১৩ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রথমা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সে সময়ের রাজনীতিবিদদের নিয়ে লেখা উপন্যাসের দুটি পর্ব *যারা ভোর এনেছিল* ও *উষার দুয়ারে*। পেয়েছেন বাংলা একাডেমিসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও একটা প্রেমকাহিনি আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও একটা প্রেমকাহিনি আছে

আনিসুল হক

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

যে আমাকে এই গল্প বলেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার ভালোবেসে—যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি সেই ভালোবাসা!
আমার এখানে এসে যেতে যদি থামি!—
কিন্তু তুমি চ'লে গেছ, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে!

জীবনানন্দ দাশ

The only regret I will have in dying is if it is not for love.

Gabriel García Márquez

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।

জীবনানন্দ দাশ

আমার কথা

'আমারও একটা প্রেমকাহিনি আছে।'

তরুণীটি বিষণ্ন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

একটা সাদা রঙের শার্ট গায়ে, জিনসের প্যান্ট হাঁটু অবধি প্রায় তোলা, একহারা গড়নের মেয়েটির মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল, নাকটা টিকোলো। গালে একটুখানি টোল পড়ে।

আমি হাসলাম। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললাম, 'আমাদের সবার জীবনে অন্তত একটা করে প্রেমকাহিনি আছে।'

'আমারটা একটু আলাদা।'

আমি মুখে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

মনে মনে বললাম, এ কথা প্রত্যেকেই মনে করে যে তার জীবনের গল্পটাই সবচেয়ে চমকপ্রদ, একেবারে ফাটাফাটি; অনেকে বলে, আমার জীবনকাহিনি নিয়ে ছবি বানান, নাটক বানান, আমার গল্পটা একেবারে সিনেমার মতো।

'আমার কাহিনিটা আপনাকে বলব, শুনবেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, শুনব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকার প্রভিডেন্স শহরের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির বুক স্টোর কাম কফিশপে বসে আছি আমরা। দুটো গোলাকৃতি সোফায়। মুখোমুখি। স্টোরটার নাম ব্রাউন বুক স্টোর।

এই তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ফুটপাতে। যাচ্ছিলাম ব্যাংকের দিকে। লিটেরারি আর্টস ভবনের দোতলায় আমার ঘরটা। নির্জন রাস্তাঘাট, একজন-দুজন শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষককে হাঁটতে দেখা যায় কদাচিৎ। মাঝেমধ্যে গাড়ি ছুটে যায়, দিনের বেলাতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে, যদিও গ্রীষ্মের দুপুর ঝকঝক করছে রোদে। হঠাৎ শুনি, 'এই, এই, আপনি আনিসুল হক না?'

আমি চমকে উঠলাম। এই নির্জন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রীষ্মের অবকাশে, যখন ফাঁকা রাস্তায় মাঝেমধ্যে কেবলই ইংরেজি কথা শোনা যায়, এবং তরুণ-তরুণীদের প্রতি ৫টা বাক্যের একটায় অন্তত একটা 'এফ ওয়ার্ড' থাকে, তখন কে আমাকে খাঁটি বাংলায় আমার নাম ধরে ডাকে।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, একেবারে একটা শ্যামল রং বাঙালি রমণী।

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ। আমি আনিসুল হকই বটে।'

তিনি বললেন, 'আমি আপনার দু-একটা লেখা পড়েছি, আর দু-তিনটা নাটক দেখেছি।'

আমি বললাম, 'বাহ্, আপনি তো ভালোই দেখেছেন-পড়েছেন তাহলে।'

'কত দিন হলো এখানে এসেছেন।'

আমি হাতের জ্যাকেটটা ডান হাত থেকে বাম হাতে এনে বললাম, 'এই তো। এক সপ্তাহও হয়নি।'

'কেন? কোনো প্রোগ্রামে?'

'হ্যাঁ। একটা প্রোগ্রামে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব লিটেরারি আর্টসে একটা রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম। আমি এখানে এক মাস থাকব।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি?'

'আমি তো প্রায় ছয় মাস হলো। আমার যাওয়ার সময় হয়ে এল।'

'কেন এসেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি একটা ওয়ার্কশপে এসেছি। এই যে এখানকার স্কুল অব ডিজাইনের একটা কোর্স।'

'বাহ্। আপনি আর্টিস্ট?'

'ঢাকায় একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে চারুকলা পড়েছি। তবে নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারব না। আর্টিস্ট তো অনেক বড় কথা। তাই না?'

'আচ্ছা। কথাটা খারাপ বলেন নাই।' আমি মাথা নাড়লাম।

'কোথায় যান?' তরুণীটি শুধালেন।

'আমি ব্যাংকে যাব।'

'তারপর?'

'এক কাপ কফি খাব।'

'কোথায় কফি খাবেন?'

'বুক স্টোরটায়। ব্রাউন বুক স্টোর।'

'আচ্ছা, আপনি তাহলে ব্যাংকের কাজ সেরে আসেন। আমি বুক স্টোরে বই দেখি। আপনি এলে একসাথে কফি খাব।'

'আচ্ছা। আপনার নামটাই তো জানা হয়নি।'

'আমার নাম ইভা।'

'ইভা। সুন্দর নাম।' অকপটেই প্রশংসা করলাম। ইভা নামটা আমার মোটেও সুন্দর লাগেনি।

'থ্যাংক ইউ।'

'তাহলে ইভা আপনার সঙ্গে একটু পরে দেখা হচ্ছে।'

'জি। সি ইউ' বলে তিনি চুল দোলাতে দোলাতে চলে গেলেন।

আমি হেঁটে ইউএস ব্যাংকে গেলাম। একটা চেক ভাঙালাম। তিন মিনিট সময় লাগল। তারপর রৌদ্রোজ্জ্বল পথে হেঁটে ঢুকলাম বুক স্টোরটায়। বাইরের রোদটা একটু তীব্রই ছিল। বুক স্টোরের ভেতরের ছায়াটা আরামের স্পর্শ বুলিয়ে দিল যেন। সারি সারি স্যুভেনির টি-শার্ট পেরিয়ে বইয়ের অংশ। বইয়ের র‍্যাকে বই সাজানো। তারপর পত্রপত্রিকা। তারপর কফিশপ। বইয়ের সাম্রাজ্যেই কতগুলো সোফা। তারই একটায় বসে আছেন ইভা। তাঁর সামনে একটা আর্টের পত্রিকা। আমি দূর থেকে মেয়েটাকে একটু ভালোমতো দেখে নিলাম, একটা আকর্ষণ অবশ্যই আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর চেহারায়, আছে একটা সুষমা।

আমি বললাম, 'কফি আনি?'

তিনিও উঠলেন। আমরা কফির কাউন্টারে গেলাম। আমি বললাম, 'দুটো কফি। আমারটা আমেরিকানো। ওনারটা'...আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'ক্যাপাচিনো।'

আমি দাম দিতে উদ্যত হতেই তিনি এগিয়ে এলেন, বললেন, 'আমেরিকায় যার দাম সেই দিয়ে দেয়। এটাই নিয়ম। হিজ হিজ হুজ হুজ।'

আমি বললাম, 'আমি আমেরিকান না। আশা করি আপনিও না।'

তরুণী হেসে বললেন, 'বাঙালির এই জিনিসটা দারুণ। রেস্টুরেন্টে খেয়ে ৫ বন্ধুর সবাই মানিব্যাগ বের করবে। সবাই বিল দিতে চাইবে। আমেরিকানরাও সবাই মানিব্যাগ বের করবে। ক্রেডিট কার্ড। কিন্তু প্রত্যেকেই শুধু নিজেরটার দাম দিয়ে দেবে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ওরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তো। আর আমরা জড়িয়ে পেঁচিয়ে মিলেমিশে থাকা পছন্দ করি।'

কফি নিয়ে আমরা বসলাম মুখোমুখি।

তিনি বললেন, 'আপনাকে পেয়ে আমার ভালো হলো। আপনি তো গল্প লেখেন। নাটক-টাটকও লেখেন।'

আমি বললাম, 'টাটক লিখি না।'

তিনি হেসে বললেন, 'সিনেমাও লেখেন।'

'এই আর কী!' আমি হাসলাম।

বললেন, 'আমার জীবনের একটা গল্প আছে। শুনবেন?'

আমি বললাম, 'কিসের গল্প।'

তিনি বললেন, 'আমার জীবনেও একটা প্রেমকাহিনি আছে।'

আমার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির সময়গুলো খুবই একঘেয়ে। এখানে একটা হোটেল কাম রেস্ট হাউসে আমি থাকি। কোনো কাজ নাই। নিজের লেখা লিখব, ওরা আমাকে দেবে থাকার জায়গা, অফুরন্ত অবসর, এই রকমই কথা।

কিন্তু কোনো গদ্য লেখা হচ্ছে না। সরয়ার ফারুকীর স্ক্রিপ্টে কারেকশন ছিল, মেইলে পেয়ে সেটা করে দিয়েছি। নিয়মিত *প্রথম আলোয়* কলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠাই। ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিই। ইউটিউবে রবীন্দ্রসংগীত শুনি। এমনকি হাবিব কিংবা অর্ণবের গানও শুনতে ভালো লাগে। মনে হয় দেশে আছি। বাসার সঙ্গে স্কাইপে কথা বলি। আর কবিতা লিখি। কিন্তু একটা উপন্যাস লিখে ফিরব, এই প্ল্যান কিছুতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

এখন একটা বাঙালি মেয়ের কাছে যদি এমন কোনো গল্প পাই, যা আমাকে উদ্দীপিত করবে, তাহলে তো ভালোই হয়।

সব নারী যেমন আপনাকে উদ্দীপিত করে না, সব গল্পও তেমনি আপনাকে প্রাণিত করবে না।

কোনো কোনো নারী করে।

কোনো কোনো গল্প আপনাকে দিয়ে নিজেকে লিখিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আমি বলি, 'আচ্ছা শুনব একদিন আপনার গল্পটা।'

'কবে শুনবেন?'

'কাল?'

'আচ্ছা কাল। কখন?'

'সকাল ১১টার দিকে।'

'কোথায়?' তাঁর চোখে প্রশ্ন আর আগ্রহ।

'এখানেই আসেন। তারপর দেখা যাক।'

AMARBOI.COM

পরের দিন সকাল ১১টায় আমি ব্রাউন বুক স্টোরে এলাম।

মেয়েটিকে দেখলাম, আগেই এসে বসে আছেন।

তিনি বললেন, 'এখানে বইয়ের দোকানে কথা বলা যাবে না। দেখেন না অনেকেই বই পড়ছে। বাইরে চলেন। রোদটা মিষ্টি। আমরা মাঠে বসে গল্প করি।'

'চলেন।'

বাইরে ক্যাম্পাসের মাঠে একটা-দুটো ছেলে কি মেয়ে বসে আছে। বই পড়ছে।

আমরা একটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে গিয়ে বসলাম। একপাশে কতগুলো ভাস্কর্য।

ইভা তাঁর কাহিনি বলতে লাগলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে?
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়, তাই না হারায়—
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইভার কথা

AMARBOI.COM

তাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ যে শুভ। শুভ এখানে? কী করে সে এখানে আসবে? আসতে পারে বটে। দুনিয়াটা একটা ছোট্ট জায়গা। যে কেউ যেকোনো জায়গায় চলে যেতে পারে। তাহলে কি এটা শুভই!

সেই লম্বাটে মুখ, ৬ ফুট লম্বা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, হাসিভরা চোখ, জোড়া ভুরু, খাড়া নাক। চোখে চশমা। সোনালি ফ্রেমের। ডান গালের তিলটাও কি আছে?

আড়চোখে দেখে নিই তাকে। ডান গালটা আড়াল করা। আমাকে তার ডান পাশে যেতে হবে, যদি আমি নিশ্চিত হতে চাই তিলটা আছে কি না। সেটা করব? তার দিকে আবার তাকাব?

আমার মতো একটা মেয়ে, যার বয়স ২৩, বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে, ডাকনাম ইভা, ভালো নাম নাসরিন চৌধুরী, যে কিনা এই আমেরিকায় এসেছে তিন মাস হলো, সে কি একটা ছেলের দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বসে আছি একটা বাসস্ট্যান্ডে। এইটা একটা শপিং মল। শপিং মলের সামনে বিশাল পার্কিং চত্বর। সেখান থেকেই বাস ছাড়ে। এই বাস যাবে প্রভিডেন্স শহরে। আমি ধরব ৯টা ৪০-এর বাস। এখন বাজে ৯টা ৩৫।

এপ্রিল মাসের সকালটা রোদ্দুরে ঝকঝক করছে।

যদিও ঠান্ডা ঠান্ডাই লাগছে। আমি তো আমার টি-শার্টের ওপরে একটা কালো রঙের সোয়েটারও চাপিয়েছি। এখানকার মানুষগুলো হাফপ্যান্ট পরে হালকা টি-শার্ট গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকের হাতে ছাতাও আছে। আজকের আবহাওয়ায় বৃষ্টি দেখাচ্ছে দুপুর ১২টায়। এখানে সবাই নেটে ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখেই বের হয়। সেই রকম প্রস্তুতিও নেয়।

রোড আইল্যান্ডের শীত বিখ্যাত। শীতকালে তুষার পড়ে। এখন সামার। রোদ ওঠে। শীতটা আমাদের দেশের মাঘ মাসের মতো। তবু ওরা খুশি। সকালবেলা রোদ দেখলেই বলে, বিউটিফুল ডে। ওরা বেরিয়ে পড়ে দিনটা উদ্‌যাপনের জন্য। সাইকেল চালায়। পার্কে শুয়ে থাকে।

আমি যাচ্ছি রিসডি। রোড আইল্যান্ড ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন। আমাদের দেশের আর্ট কলেজের মতো। এখানে আমি এসেছি ছয় মাসের একটা সার্টিফিকেট কোর্স করতে গ্রাফিকস ডিজাইনের ওপর। প্রথম যখন আসি, তখনো ভয়াবহ শীত।

আমি নিজের অজান্তেই বেঞ্চে বসে থাকা ছেলেটার ডান পাশে গেলাম। একটু দূরে দাঁড়ালাম, অন্যমনস্কের ভঙ্গিতে। চোখে সানগ্লাস পরে নিলাম। এবার তাকানো যায়। রোদ এসে পড়েছে ছেলেটার মুখে। আমার বুক কাঁপছে। পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে। তিলটা কি আছে? না। তিল নাই। তার মানে এই ছেলে শুভ নয়। হওয়ার কথাও নয়। শুভ হলে কি সে আমাকে দেখে এগিয়ে আসত না? কথা বলত না? হাই হ্যালো কিছুই বলত না?

আমার বুকের কাঁপুনি তবু থামে না। এই নির্জন ব্যারিংটন শহরে ঠিক শুভর মতো দেখতে একটা শ্যামলা গড়নের ছেলে এল কোত্থেকে? সে কি বাংলাদেশি? সে কি ইন্ডিয়ান?

বাস আসে। দাঁড়ায়। অটোমেটিক দরজা খুলে যায়। আমি উঠি। হাতে মান্থলি কার্ডটা ছিলই। ঢোকার মুখের টাকা দেওয়ার জায়গায় সেটা ধরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রাইভার গ্রিট করে। বলে, নাইস ডে, ইজন্ট ইট।

আমি হাসি। মাথা নাড়ি। বাসের পেছনের দিকে বসি। সামনের দিকটা প্রবীণদের জন্য। প্রতিবন্ধীদের জন্য। তাঁরা এখানে বসবেন। এই শহরে মানুষজন নাই। বাস খালি পড়ে থাকে। বাসে লোক তোলার জন্য মাঝেমধ্যে ফ্রি করে দেয়। তবু লোকে বাসে ওঠে না। যার যার গাড়ি নিয়ে ছুটে চলে।

শুভও ওঠে। আরে ওকে আমি শুভ বলছি কেন? সে তো শুভ নয়। লুক অ্যালাইক। লুক অ্যালাইক শুভ আমার পেছনে গিয়ে বসে। এদের বাসে আমাদের দেশের বাসের মতো চাপাচাপি গাদাগাদি করে আসন বসানো নয়।

আশ্চর্য। ছেলেটা কি সেই পারফিউমই দেয়, যা শুভ দিত? আমার শরীরের প্রতিটা রোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। শুভ কোত্থেকে এল এখানে? এলই যদি ওর ডান গালের তিলটা গেল কই? আর ও আমাকে দেখেও না দেখার ভান করছে কেন?

বাস চলছে। ফাঁকা রাস্তার ডান দিক দিয়ে। স্থানে স্থানে থামছে। লোক উঠছে। একজন উঠলেন হাতে আঁকা যিশুর একটা ছবি নিয়ে। প্রতিদিন তিনি এই সময় ওঠেন। তিনটা স্টপেজ পরে নেমে যান।

আমি সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে শুভর মতো দেখতে ছেলেটাকে আরেকবার পরখ করে নিলাম।

হুবহু শুভর মতো দেখতে কিন্তু সে শুভ নয়। কানে এয়ারফোন। গান শুনছে। একবার মোবাইলে কল এল। সে কথা বলল। তার কণ্ঠস্বর শুনলাম। না। শুভর গলার স্বর এই রকম নয়। এটা শুভ নয়।

আমার আজ কেবল শুভর কথা মনে পড়ছে। আজ সারাটা দিন আমার কেবল শুভর কথাই মনে পড়বে। আমি শুভকে ভুলতে চাই। কিন্তু আল্লাহতালার কী খেয়াল। তিনি কেন আমাকে এই রকম রহস্যের ভেতরে ফেলছেন?

কেন অবিকল শুভর মতো দেখতে একটা ছেলে এই আমেরিকায় আমার বাসে এসে বসে আছে!

প্রভিডেন্স শহরের সেন্ট্রাল বাস টার্মিনালে নামি। লুক অ্যালাইক আগেই নেমে গেছে। আমার বুকের কাঁপুনিটা কমেছে। এখন আমি একটুখানি হাঁটব। আমাদের ইনস্টিটিউটে যাব। এক কাপ কফি খেতে হবে। এদের ক্যাফেটেরিয়ার কফিটা ভালো। বেশ ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হেঁটে ব্রিজের ওপর দিয়ে নদীটা পার হই। রোদেলা সকালে নদীর ধারের লোহা আর কাঠের বেঞ্চিতে বসি। আমার মন কেমন করে। আমার কিছু ভালো লাগে না। একটা ক্লাস আছে একটু পরে। আমি আজ ক্লাস করব না। আমি আজ কোথাও যাব না।

আকাশ ঘন নীল। মেঘ সাদা। নদীর পানিও নীল। গাছগাছালি দিয়ে জায়গাটা ভরা। কদিন আগেও এসব গাছে পাতা ছিল না। বসন্তে উঠতে শুরু করেছে।

সামারে এই জায়গাটা এত সুন্দর। এমন সুন্দর জায়গায় সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিসের নাম একাকিত্ব। যেকোনো সুন্দর জিনিস দেখলেই খারাপ লাগে। এই যে ঝকঝকে নদীতীরে বসে আছি, পার্কে বেঞ্চিতে, গাছের ডালে ঘাসে কাঠবিড়ালি খেলা করছে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এই রকম সুন্দর দৃশ্য একা একা দেখতে নাই। একজন অন্তত সঙ্গী লাগে।

আমার কোনো সঙ্গী নাই।

আমার বুকের ভেতরে চিনচিনে একটা ব্যথা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুঃখকে প্রশ্রয় দিতে নাই। একাকিত্বকে লাই দিতে নাই। লাই দিলেই সে পেয়ে বসবে।

এখন আমার কর্তব্য হলো ভিড়ের মধ্যে যাওয়া। কিন্তু যে একা, ভিড়ের মধ্যেও সে একা। জনতার মধ্যেও নির্জনতাই তাকে পেয়ে বসে।

আমি উঠি। ক্যাফেটেরিয়াতে যাই। নিচতলায় নানা ছোটখাটো উপহারের দোকান। রিসডি লেখা টি-শার্ট, মগ, চাবির রিং এসব পাওয়া যায়। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় দোতলায়। কফিশপ। নানা ধরনের স্যান্ডউইচ পাওয়া যায়। আমি কফি খাব। শুধু কফি। ক্রিম সুগার সবকিছু দিয়ে।

আচ্ছা, শুভ কি আমাকে ভুলে গেছে? শুভর সঙ্গে কত দিন যোগাযোগ নাই। শুভকে মেইলও করা হয় না। আমি যে শুভর নাম শুনলেই এখনো স্তব্ধ হয়ে যাই, শুভ সকাল বা শুভ নববর্ষ পর্যন্ত শোনামাত্রই আমার বুকের কাঁপুনি বাড়ে, শুভর কি সে রকম কিছু হয়!

কফি রেডি। নিয়ে যাচ্ছি। কাপের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। কফিতে দুধ দিয়ে লেখা উঠেছে, এস। এস মানে শুভ। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে। কী যন্ত্রণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো এক প্রণয়ীর তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে

জীবনানন্দ দাশ

আমার কথা

ঘণ্টা খানেক শোনা হলো ইভার গল্প। তিনি বললেন, 'আজকে তো অনেকটাই বললাম। আগামীকাল আপনার সময় হবে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কালকে তাহলে কখন কোথায়?'

'আপনি লিটেরারি আর্টস বিল্ডিংয়ের দোতলায় আসেন। ২০৩ নম্বর রুমে। আমি ১১টা থেকে ৪টা-৫টা পর্যন্ত ওই রুমে থাকি।'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে।'

পরের দিন সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে ইভা এসে হাজির।

১২টার দিকে আমার খিদে পেয়ে যায়। আমি বললাম, 'চলেন, লাঞ্চ করি।'

ইভা বললেন, 'চলেন।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বললাম, 'একটা থাই রেস্টুরেন্টে অরিজিনাল থাই খাবার পাওয়া যায়। থাই লোকেরাই চালায়। চলেন, সেটাতে যাই।'

তিনি আমার সঙ্গে চললেন।

আমরা মুখোমুখি বসে স্যুপের বাটিতে চামচ ডোবালাম।

খেতে খেতেই তিনি তাঁর গল্প বলে চললেন...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি ব'লে
হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে

জয় গোস্বামী

ইভার কথা

AMARBOI.COM

মা বললেন, 'শোন, আজ একটা ছেলে আসবে বাসায়। গল্পটল্প করিস একটু।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'তুই না একটু আগে বললি আজকে আর বাইরে যাবি না।'

'হ্যাঁ। বলেছি।'

'এখন কী হলো?'

'আমি কোনো ছেলের সাথে গল্পটল্প করতে পারব না।'

'আচ্ছা গল্প করতে হবে না। বাসায় থাক।'

আমি আমার ঘরে। ছোট্ট ঘর। কলাবাগানের একটা ফ্ল্যাটে আমার এই ঘরটা যখন ডিজাইন করা হয়, তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। ছোট্ট একটা বাচ্চা। তাই আমার ঘরে গোলাপি রং করা হয়। ফার্নিচারেও গোলাপি রঙের প্রাধান্য। এখন আমি আর ছোটটি নাই। ঢাকার একটা বেসরকারি ইউনিভার্সিটি থেকে ফাইন আর্টসে অনার্স করছি। আমি মেয়েটা ভীষণ শুকনো। খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করি না। এত যদি শুকনা না হতাম, লোকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো আমাকে সুন্দরীই বলত। জানি না। আমার কিছু যায় আসে না। আমাদের ডিপার্টমেন্টে অবশ্য ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। ফলে আমার মতো অনেকেই আছে, যারা এখনো জুটি গড়ে তোলেনি। কিংবা জুটি হওয়া যাদের কপালে জোটেনি।

ঘরে ছবি আঁকার সরঞ্জাম ছড়ানো-ছিটানো। টেবিলে কম্পিউটার। একটা ল্যাপটপও পড়ে আছে বিছানায়। আমার পরনে জিনস। গায়ে টি-শার্ট। আমি বিছানায় পা তুলে বসে আছি। এর মধ্যে মা এসে এই সব বলছেন।

আমি মার দিকে তাকিয়ে একটা কৃত্রিম হাসি দিলাম। আমার ধারণা সেটা দেখাল ভেংচির মতো। মা বিদায় হলেন।

তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগল, আচ্ছা কে আসবে বাসায়। ছেলেটা কে? মা কেন তার সঙ্গে গল্পটল্প করতে বললেন। আমি নতুন আর অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি না। মা সেটা জানেন। বাসায় মেহমান এলে আমি গর্তে লুকোই। আমার গর্ত অবশ্য এই ঘরটাই। দরজা বন্ধ থাকে। নক না করে এই ঘরে ঢোকা বারণ।

সে কারণেই মা বললেন একটু গল্পটল্প করতে। আর সে কারণেই আমার প্রশ্ন কে এমন লাটসাহেব আসছেন যে আমাকে এগিয়ে গল্প করতে হবে।

AMARBOI.COM

আমার ভেতরে কিন্তু একটু কৌতূহল হচ্ছে। অবশ্য বাইরে থেকে এমন একটা ভাব দেখাই যে আমি ছেলেদের পাত্তাই দিই না। আসলে কিন্তু দিই। কিন্তু পাত্তা জিনিসটা ঠিক কী জিনিস আর কীভাবে তা ছেলেদের দিতে হয় আমার জানা নাই।

আমার অস্থির লাগছে। সময় কাটছে না।

সময় কাটানোর কতগুলো সোজা উপায় আছে। একটা হলো ফেসবুক খোলা। হোম পেজে গিয়ে দেখা কে কী লিখল। আমি তা-ই করি। ওদিকে গান চলছে আইপডে। হেডফোন কানে গোঁজা।

আমি ফেসবুকে মন দিই। আমার কানে গান। তবু আমি দোরঘণ্টি বাজার শব্দ পাই। আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে।

ফেসবুকেই একটা পোস্ট পড়ছিলাম। এই সময় দরজায় শব্দ। মা। বললেন, 'মা, একটু আয় ওই ঘরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি, 'তোমরা তো জ্বালায়া মারতেছ দেখি।'

'আয় না!'

আমি মুখে এমন ভঙ্গি করি যেন যেতে চাই না। তবে ভেতরে কৌতূহল প্রবল। উঠি। বিছানা ছাড়ি। স্যান্ডেল খুঁজি।

'এই ড্রেসে? ড্রেসটা একটু বদলা। একটা জামা পরে নে।'

'এই ড্রেসে আবার অসুবিধা কী? ড্রেস কোড মেনে দেখা করতে হবে। কে সে মা?'

'তোর নতুন ড্রেসটা পর।'

'নতুন কোনটা?'

'আড়ং থেকে যেটা কিনলি। নীল রঙেরটা।'

'ওইটা ইস্ত্রি করা নাই তো।'

'রোজিকে বলি ইস্ত্রি করে দিক।'

'তুমি মা খালি ঝামেলা করো। বলো।'

আমি বাথরুমে গেলাম। মুখে পানি দিলাম। বেসিনের আয়নায় চেহারাটা একবার দেখে নিতেই হয়। আমি কি দেখতে খারাপ?

জামা পাল্টে চিরুনি দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম। তার দিকে তাকাই। ২৫-২৬ বছরের এক তরুণ। লম্বা। ফরসাই। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে চশমা। সোনালি ফ্রেমের। সে পরেছে টি-শার্ট আর জিনস।

মা ছিলেন ওখানে। বললেন, 'আয় ইভু। তোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ও শুভ।'

আমি শুভর দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলাম। ভেংচি টাইপের না। যথাসম্ভব সুন্দর করেই হাসার চেষ্টা করলাম।

আমি বিপরীত দিকের সোফায় বসলাম। কোলের ওপরে তুলে নিলাম কুশন।

'শুভকে তুই ছোটবেলায় দেখেছিস। ওই যে আমরা একবার সিলেট গেলাম মনে আছে? তখন ওদের বাসায় ছিলাম। ওর বাবা শ্রীমঙ্গল টি-বোর্ডের ডিরেক্টর ছিল। তুই তো তখন ছোট। মনে নাই?'

'আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি?' বললাম।

মা বললেন, 'হ্যাঁ। ওই যে...'

শুভ মুখ খুলল, 'আমি তখন সিক্সে। আমাদের অ্যালবামে ছবি আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আমার মনে পড়ছে। হাসনাত আংকেলের ছেলে শুভ। পড়তে গিয়েছিল আইআইটিতে। কানপুরে বোধ হয়। ইন্ডিয়ায়। ছোটবেলায় তাকে দেখেছি। বড় হয়ে আর যোগাযোগ নাই। এ কোত্থেকে এল?

মা বললেন, 'কত দিন পরে শুভর সাথে দেখা হয়েছে! তোর বাবার ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই অনুষ্ঠানে। তোকে কত বললাম, চল। গেলি না। তখনই শুভকে বললাম, বাসায় এসো। ইভুর সাথে গল্প করতে পারবে।'

শুভ বলল, 'আশ্চর্য। আমার মনে হয়েছে, যাই আন্টির বাসায়। ইভাকে দেখতে পাব। কিন্তু আমার ইমাজিনেশনে ইভা সেই ক্লাস থ্রিতে পড়া মেয়েটিই রয়ে গেছে। কী আশ্চর্য না!'

আমার একটু রাগমতো হচ্ছে। বেটা আমাকে দেখতে এসেছে ক্লাস থ্রির মেয়ে ভেবে। এই রকম গবেট কেন? না হওয়ার কোনোই কারণ নাই। আইআইটির ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ারগুলোই গাধা প্রকৃতির হয়।

মা বললেন, 'বাবা, তুমি চা খাবে নাকি কফি!'

শুভ বলল, 'আমি চা-কফি কিছুই খাই না।'

(গাধা তো বটেই। গাধা নম্বর ওয়ান। চা-কফি তিনি কিছুই খান না!)

মা বললেন, 'খুব ভালো ছেলে। আজকালকার দিনে এই রকম ভালো ছেলে পাওয়াই মুশকিল।'

আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই ইয়াবা খায়। ইয়াবা গাঞ্জা খাওয়া ছেলেরাই চা-কফি খেতে চায় না। তাদের কিছুই ভালো লাগে না।

মা উঠলেন। হাঁকলেন, 'রোজি রোজি...'

একেবারে নাটক-সিনেমার মতো। তোমরা গল্প করো, আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। তবে এই গাধাটা যেহেতু চা খায় না, এই ডায়লগ চলবে না।

শুভ বলল, 'তোমার জন্য চকলেট এনেছিলাম। জানি না তুমি চকলেট খাও কি না।'

সে একগাদা ক্যাডবেরি চকলেট ভরা একটা শপিং ব্যাগ বের করল তার ব্যাকপ্যাক থেকে।

আমি বললাম, 'থ্যাংক ইউ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি চকলেট খাও?'

আমি মনে মনে বললাম, আমার শুকনা রোগা পটকা ফিগারটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে আমি চকলেট খাই না? তবে না খেলে কি। আমার তো বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের দিতে পারব না?

আমি হেসে বললাম, 'না খেলে কি ফেরত নিয়ে যাবেন?' আমার পা দুটো নেচে উঠল কেন যেন।

শুভ বলল, 'না। তাহলে আরেক দিন এলে অন্য কিছু আনব।'

আমি মনে মনে বললাম, আরেক দিন আসার প্ল্যানও এখনই করা শেষ। ভালো মুশকিলে পড়া গেল তো!

মুখে বললাম, 'না না। আমি চকলেট খুব পছন্দ করি। ক্যাডবেরি তো আমার ফেভারিট।'

মিথ্যা কথা বললাম। কেন বললাম কে জানে। আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে, যা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমি আমাকে চালাচ্ছি না। আমার নিয়তি আমাকে চালিত করছে।

নারী-পুরুষের মধ্যে একটা অদৃশ্য টানের ব্যাপার আছে। মনে হয় দুটো চুম্বকের দুটো বিপরীত মেরুর মতো নারী-পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে।

AMARBOI.COM

শুভ খুশি হয়েছে। তার মুখটা একটা প্রশান্ত হাসিতে ভরে গেল। আমার হঠাৎ করেই যেন তাকে ভীষণ ভালো লেগে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'আপনি চকলেট খান?'

সে বলল, 'না। তেমন না। আমি ছেলেটা একটু অদ্ভুত। আমি আইসক্রিম, চকলেট আর কেক খাই, তবে খুব বেশি পছন্দ করি না।'

ঠিক সেই সময়ে মা কেক নিয়েই ঢুকলেন। 'বাবা, তুমি কেক পছন্দ করো তো। চকলেট কেক?'

আমি কাশি দিলাম। শুভ মুখে হাসি এনে বলল, 'আন্টি, আপনি যা দেবেন আমি তা-ই অনেক মজা করে খাব।'

আমি তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে খানিকটা মুগ্ধ হলাম বটে। আর তার হাসিটা আসলেই সুন্দর। ডান গালে আবার একটা তিলও আছে।

মা কেক কেটে পিরিচে তুলে দিলেন তার হাতে। আমার হাতেও। আমি বললাম, 'মা, ঝাল কিছু নাই বাসায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন, 'রোজি আনছে।'

শুভ কেক মুখে দিয়ে বলল, 'দারুণ তো। খুব টেস্টি। দারুণ।'

আমি হেসে ফেললাম। মুখে কিছু বললাম না। মা খুশি হয়ে বললেন, 'চকলেট কেক। নাও আরেকটু নাও...'

আমি বললাম, 'মা, দেখো তো যাও তোমার ঝাল আইটেম কত দূর হলো!'

মা উঠলেন। আমি বললাম, 'আমার মা'টা খুব সরল।'

শুভ বলল, 'আন্টি খুব ভালো। একেবারে নিজের মায়ের মতো।'

(তরে কইসে। নিজের মায়ের মতো? তোর মা আমার মায়ের মতো হইতে যাইব কোন দুঃখে। আমার মা-ই বা তোর মায়ের মতোন হবে কেন?)

রোজি ট্রে নিয়ে আসে। টিক্কা কাবাব আর রোল। সঙ্গে সসের বাটি।

আমি ওকে বাটি সাজিয়ে দিই। আমি সাধারণত এই কাজ করি না। কিন্তু আজকে যে কেন করছি। জানি না, জানি না। আমাদের সব কাজের ব্যাখ্যা থাকে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমায় আমি দেখেছি ঘুরেফিরে
দেয়াসিনীর মতন শরীরে
খুঁজছ এসে নিজের মনের মানে
কাকে ভালোবেসে যেন—ভালোবাসার টানে।

জীবনানন্দ দাশ

আমার কথা

AMARBOI.COM

আমি আমার নির্জন কক্ষে একা। সাত দিন হলো এই ঘরে আমি থাকছি। একটা ডাবল বেড। একটা বড় টেবিল। একটা আলমারি। একটা বইয়ের র‍্যাক। ইস্ত্রি করার টেবিল। একটা মাইক্রোওভেন। ছোট্ট একটা ফ্রিজ। দুটো চেয়ার। এই আমার দুনিয়া।

আর তিন সপ্তাহের বেশি এখানেই থাকতে হবে। একটু আগে ঢাকার সঙ্গে স্কাইপে কথা বলেছি। বিকেল চারটা হলে ইন্টারনেটে ঢাকার কাগজ খুলি। সবার আগেই বোধ হয় আমি দেশের সব খবর পড়ে ফেলি। দেশের বাইরে থাকলে দেশকে এত অনুভব করি যে কী বলব।

ইউটিউবে গান ছাড়লাম, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

শুনতে শুনতে চোখে জল এল। মনে হচ্ছে দূর ছাই, দেশে ফিরে যাই না কেন? কী হয় এইসব করে। আমাকে ওরা ভিজিটিং রাইটারের মর্যাদা দিয়েছে। থাকার জায়গা দিয়েছে। আর দিচ্ছে ডলার। কিন্তু আমার মন বসে না। অগত্যা একটা কবিতা লিখেই ফেলি। ঠিক কবিতা যে হয় নাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা বুঝি। কিন্তু নিজের মনের কথাটা তো লিখে ফেলা গেল :

কোথাও না গেলে কী হয়?
সারা দিন যদি থাকি জড়াজড়ি করে,
আমি, তুমি, আমাদের কন্যাটি—
কিছুই করলাম না,
শুধুই ছুটির দুপুর কাটালাম
অলস দুপুর, জড়াজড়ি করে, আলসেমি করে,
দুপুরে নাশতা আর বিকেলে ভাত
সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলাম কিংবা গেলামই না,
বসে বসে সিনেমা দেখলাম,
বই পড়লাম যে যার ঘরে বসে,
না হয় ফেসবুকই করলাম

তিনজন তিনঘরে
তবু একেবারে একই ছাদের নিচে...
এইভাবে যদি কাটিয়ে দিতে পারতাম
পুরোটা জীবন...

AMARBOI.COM

এখন আমি কই
তুমি কই
আর পদ্যই বা কই

আমাদের কত কাজ
তোমার উদয়াস্ত অফিস
আমার আমেরিকার দাওয়াত
পদ্যর পড়াশোনা
তিনজন তিন দেশে

এত কাজ করে কী হয়?
একটুখানি তিনজনে একসঙ্গে বসে একদিন মুড়িমাখা খাই...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নির্জন নিস্তরঙ্গ প্রবাসে একটা কাজ পাওয়া গেছে। ইভা মেয়েটার প্রেমকাহিনি শোনা। আগামীকালও তিনি আসবেন। তাঁর গল্প শুনব। ভালোই লাগে গল্প শুনতে। আর মেয়েটা গপ্পু আছে। সুন্দর করে নাটকীয়ভাবে বলতে পারে।

তাঁর গল্পে এখনো উত্তেজনা আসেনি। দেখা হয়েছে, কিন্তু হৃদয়-বিনিময় ঠিক ঘটেনি। এর পরের অধ্যায়টাই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। দেখি, এরপর তিনি কী বলেন।

AMARBOI.COM

আশ্চর্য। আমি মেয়েটার গল্প শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। মেয়েটার কাহিনি আমাকে আস্তে আস্তে দখল করে নিতে চাইছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকোচে জানাই আজ; একবার মুগ্ধ হতে চাই।
তাকিয়েছি দূর থেকে। এতদিন প্রকাশ্যে বলিনি।
এতদিন সাহস ছিল না কোনো ঝর্ণাজলে লুণ্ঠিত হবার...

জয় গোস্বামী

ইভার কথা

বাবা বললেন, 'মা, শুভ ছেলেটাকে তোর কেমন লাগল বল তো।'

'কেমন লাগল মানে?'

'মানে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'তুমি কোথায় দেখলে আবার?'

'ওই তো আমাদের ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই প্রোগ্রামে।'

'ওখানে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল?'

'দেখে। শুনে। সবচেয়ে ভালো লাগল নামটা। শুভ। মানুষের নামের একটা প্রভাব তার ওপরে পড়ে। শুভ নামের লোকজন তো শুভ হতে বাধ্য।'

'মানুষের ওপরে তার নামের প্রভাব নিয়ে একটা কলাম লিখে ফেলো। পত্রিকায় দিতে পারবা।'

আমার বাবা মোটামুটি ব্যর্থ একজন লেখক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স। জীবনে নানা কিছু চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে আছে অ্যাড ফার্মের ব্যবসা, কন্ট্রাক্টরি, চাকরি। কিন্তু কোনোটাই যে খুব ভালোভাবে করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছেন তা নয়। তবে মানুষটা ভালো। এখন তাঁর অ্যাড এজেন্সি আছে। তাঁর এজেন্সির মাধ্যমে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। সেখান থেকে তাঁর আয় আসে। খুব ভালো না। খারাপও না হয়তো। তিনি সাহিত্য পড়তে পছন্দ করেন। পত্রিকায় কলাম লিখে পাঠান। কেউ ছাপে। কেউ ছাপে না। আবুল হাসান চৌধুরী নামে যে লেখকের লেখা আপনারা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় দেখে থাকেন, তিনিই আমার পিতা।

আমার বাবার ওপর আমার রাগ আছে। এই রাগটা অবশ্য আমার বয়স যখন ১২-১৩, তখন থেকে। তার আগে বাবার ওপরে কোনো রাগ ছিল না। রাগ নাকি অভিমান? অভিমানটা এখনো আছে। কম কম। বাবা জানেন সেই অভিমানের খবর। তাই বাবা আমাকে একটু বেশিই আদর করেন।

বাবা বিয়ে করেছিলেন বেশি বয়সে। তারপর তাঁদের একটা ছেলে হয়। আমার বড় ভাই। তার নাম ছিল ইভান। আড়াই বছর বয়সে ইভান মারা যায়। তারপর মা গর্ভবতী হলেন। বাবা ভেবে রেখেছেন, ইভানই আবার জন্ম নিচ্ছে।

মা ক্লিনিকে। সন্ধ্যা। গোধূলির হলদে আলো এসে পড়েছে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের বারান্দায়। মাকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে, ডেলিভারির জন্য। হঠাৎ একটা কাক ডেকে উঠল। বাবার মনে তখনই কু ডাক। তার মানে কি ছেলে হবে না?

একটু পরে খবর এল ভেতর থেকে। মেয়ে হয়েছে। বাবা প্রস্তুত ছিলেন ছেলে হবে। তিনি আজান দেবেন। মেয়ে হয়েছে শুনে তিনি দোতলার লম্বা করিডর ধরে হাঁটতে লাগলেন। তিনি লেবার রুমে গেলেন না। তিনি সিঁড়ি ধরে নামতে লাগলেন। তিনি বেরিয়ে এলেন পথে। কাক ডাকছে। তিনি নবজাতিকাকে দেখলেন না।

তিনি হাঁটছেন। দূরে চলে যাচ্ছেন। তিনি নবজাতিকাকে দেখবেন না।

ওই নবজাতিকাটিই হলাম আমি।

আমার ১২-১৩ বছর বয়সে আমি সেই গল্প শুনি। আমার সেজো খালা আমাকে এই গল্প শোনান। এর পর থেকে আমি আর বাবার সঙ্গে সহজ হতে পারি না।

কিন্তু বাবা আমাকে আগেও আদর করেছেন। আমার অভিমান দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদরের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে কী!

পরে আমার একটা ছোট ভাই হয়েছে। ইরশান। ও থাকে ক্যাডেট কলেজের হোস্টেলে। ও হয়েছে বিদ্রোহী টাইপ। বাবা-মার আদর-টাদর তার ভালো লাগে না। ক্লাস সিক্সে থাকতেই সিগারেট ধরে ফেলেছিল। মাদক না ধরে ফেলে ভয়ে তাকে ক্যাডেটে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার তুলনায় আমি একটু লক্ষ্মী টাইপই আছি। ছবি আঁকতে পছন্দ করি। বাবা চেয়েছিলেন আর্কিটেকচার পড়ি। চান্স পাইনি। তারপর চারুকলা ইনস্টিটিউট। সেখানেও হলো না। হলো একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভালোই আছি। নিরিবিলি ক্যাম্পাস। অল্প ছাত্রছাত্রী। বেশি হইহল্লা নাই। ভালোই লাগে।

বাবা আর আমি বসে আছি আমাদের ফ্যামিলি লিভিং রুমে। সামনে টেলিভিশন।

বাবা বোধ হয় আমার কথায় একটুখানি দুঃখ পেলেন। আমি তাঁকে কলাম লেখার খোঁটা দিলাম! তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ছেলেটাকে তোর পছন্দ হয়নি?'

'আরে কী খালি পছন্দ হয়নি, অপছন্দ হয়নি করছ, আমি কি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি নাকি?'

বাবা বললেন, 'পছন্দ না হলে আর বিয়ের কথা আসবে কোত্থেকে? পছন্দ হলে না হয় একটা কথা ছিল।'

'পছন্দ হলে বিয়ের কথা আসবে নাকি?'

'হ্যাঁ। তোর যাকে পছন্দ হবে, তার সাথেই তো তোর বিয়ে দেব।'

'আরি কী আশ্চর্য ঘটনা। আমার বিয়ের বয়স হয়েছে নাকি।'

'হয়নি বলছিস। আচ্ছা হয়নি। কিন্তু যখন হবে তখন তো বিয়ে করবিই নাকি।'

আমি ভ্রু কুঁচকে তীব্র চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোকের মতলবটা কী!

মা এলেন এই সময়। বললেন, 'টেলিভিশনে কী দেখছ তোমরা? আমি সিরিয়াল দেখব।'

আমি বললাম, 'যা খুশি দেখো। আমরা টিভি দেখছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব ভালো।' মা টেলিভিশনের রিমোটটা হাতে নিলেন।

বাবা বললেন, 'ইভার বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম।'

মা টেলিভিশন অফ করে দিলেন। চোখেমুখে কৌতূহল ফুটিয়ে বললেন, 'কী কথা হলো?'

বাবা বললেন, 'তেমন কিছু না। ওই শুভ ছেলেটাকে তোমার মেয়ের কেমন লাগল, সেটা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

মা বললেন, 'কী বলল।'

বাবা বললেন, 'আমাকে কিছু বলে নাই। তোমাকে নিশ্চয়ই বলবে।'

আমি বললাম, 'তোমরা গল্প করো। আমি আমার ঘরে যাই।'

মা বললেন, 'না না, তোরা গল্প করছিলি কর।'

আমি বললাম, 'না না। গল্প করছিলাম না। এমনিতেই বসে ছিলাম।'

বাবা বললেন, 'শুভর বাবা তো এত মেরিটোরিয়াস ছিল না। তার ছেলে এত মেরিটোরিয়াস হয়ে গেল কীভাবে? একেবারে আইআইটিতে স্কলারশিপ পেল।'

মা বললেন, 'না না। হাসনাত ভাইকে তো আমার ইন্টেলিজেন্টই লাগে।'

বাবা বললেন, 'শুভ ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো। পড়াশোনায় ভালো ছেলেদের সুবিধা হলো, তারা খারাপ ছেলেদের সাথে মেশে না। এদের স্বভাবচরিত্রও ভালো হয়।'

আমি বললাম, 'শোনো, এত কায়দা করে না জানিয়ে তোমরা একটা ক্যারাক্টার সার্টিফিকেট একবারে দিয়ে দাও।'

মা বললেন, 'না না, আজকাল চারদিকে নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে। কত কী শুনি। আজকালকার দিনে একটা ভালো ছেলে পাওয়া যা-তা কথা না। আমার বান্ধবীগুলানের কত জনের ছেলেমেয়েদের যে ডিভোর্স হয়ে গেল। কত ধুমধাম করে বিয়ে হয়, তারপর শুনি, না, আলাদা থাকে। অ্যাডজাস্ট হয় নাই। কাজেই সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমার মেয়েটার যেন একটা ভালো ছেলে জোটে।'

আমি বললাম, 'মা, তোমার কি কোনো কাজ নাই? সব সময় এই একটা দোয়াই করছ যেন তোমার মেয়ের একটা ভালো ছেলে জোটে। ঘরে কি তোমার মেয়ের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। বুঝলাম ছেলে চেয়েছিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাও নাই। তাই মেয়েটাকে বিদায় করে দেবার জন্য একেবারে উঠেপড়ে লেগেছ।'

মা বললেন, 'কিসের ভিতরে কী। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো অ্যাফেয়ার করবেই। ভুল জায়গায় ভুল মানুষের হাতে পড়ার চেয়ে একটা ভালো ছেলে দেখেশুনে বেছে নিলেই তো হয়। তাই না?'

'সেটাকে অ্যাফেয়ার বলে না। সেটাকে বলে সেটল ম্যারেজ।' বলে আমি উঠে চলে গেলাম আমার রুমে। শব্দ করে দরজার কবাট দিলাম ভেজিয়ে।

একটু পরে দেখি, মোবাইল ফোন ফেলে এসেছি। উঠতে হলো ফের। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম মা-বাবার কথোপকথন :

বাবা : তোমার কি মনে হয়, ইভার কোনো অ্যাফেয়ার আছে?

মা : না। আমার মনে হয় না। থাকলে আমি জানতাম।

বাবা : কীভাবে জানতে।

মা : মুখ দেখলেই বুঝতাম।

বাবা : ও তোমাকে মুখ দেখতে দিলে তো। ও তো সারাক্ষণ ওর ওই গোস্বাঘরে নিজের মুখটা লুকিয়ে রাখে।

মা : তবু। মা-মেয়ের একটা আলাদা ব্যাপার থাকে। সেটা তুমি বুঝবে না।

বাবা : শুভ ছেলেটা এত ভালো। ইভু যদি ছেলেটাকে পছন্দ করে এগিয়ে যেত, ভালোই হতো। কী বলো।

বাবা-মার এই উদ্দেশ্যটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। তাঁরা এই ছেলেটাকে কোত্থেকে কীভাবে ধরে এনে আমার সামনে ছেড়ে দিতে চাইছেন?

আমি কাশি দিলাম। স্যান্ডেল দিয়ে মেঝেতে শব্দ করলাম। তারপর বললাম, 'আমার মোবাইল ফোনটা যে কই রাখলাম। ধেত্তেরি।'

আমার মুখ দেখে মা আসলে কচু বুঝবেন। আমি তো আসলে ওই শুভ ছেলেটার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি। আমার মনে হয়, আরেকটু কথাবার্তা হলেই আমি ওর প্রেমে পড়ে যাব। মা আমার মুখ দেখে এইটা বুঝতে পারলেন না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়।
সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কী সুখেরই তরে এমন দুখের আশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

AMARBOI.COM

ইভার কথা

প্রেম সম্পর্কে আমারও একটা কৌতূহল আছে। আগ্রহ আছে। আমার ধারণা, দুনিয়ার সবাই ভালোবাসাকে ভালোবাসে। দুনিয়ার সবাই প্রেমের গল্প শুনতে পছন্দ করে। আর প্রেমের গল্পে যখন একটা ছেলে আর একটা মেয়ের প্রসঙ্গ চলে আসে, সবাই প্রত্যাশা করে, ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক হোক। সবার প্রত্যাশা থাকে, ওদের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধ গড়ে উঠুক। প্রেমের গল্পে যখন প্রেমিক-প্রেমিকার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সবাই তাদের ভিলেইন মনে করে। তাদের নিজেদেরই পথের কাঁটা বলে মনে হয়।

আমিও প্রেমের গল্প পছন্দ করি। নিজের জীবনে সেই রকমভাবে প্রেম আসেনি বটে, এবং প্রেমের কথা শুনলেই আমি ঠোঁট ওল্টাই, কাঁধ ঝাঁকাই, এসবই সত্য, কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে আমিও প্রেমেরই কাঙাল। আমিও অপেক্ষা করি আমার প্রিন্স চার্মিংয়ের জন্য। ঠিক যাকে বলে প্রেম করা, তা হয়তো আমার কল্পনাতে আসে না। একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন সারাক্ষণ আলাদা হয়ে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে, কী তাদের এত কথা, আমার সেটাকে খুব একটা রহস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু কেউ একজন আমার কথা ভাবছে, আমিও কোনো একটা বিশেষ মানুষের জন্য বিশেষ মুহূর্তগুলো তুলে রাখছি, ভাবতে ভালোই লাগে। হয়তো আকাশ থেকে বৃষ্টি নামছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়, টবের অলকানন্দা ফুলটা দুলছে, আমার মনে হতেই পারে যে এই সময় পাশে যদি কেউ একজন থাকত। হয়তো বৃষ্টির পরে আকাশে উঠল রংধনু, মনে হতেই পারে, এই রংধনু একা একা দেখতে হয় না, দেখতে হয় দুজনে মিলে।

এই জীবনে প্রপোজাল দুই-চারটা আমিও পেয়েছি। কিন্তু সেসব গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার মতো কিছু ছিল না। আমিও দু-চারবার প্রেমে পড়েছি। কিন্তু সেসব প্রকাশ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। নিজের ভালো লাগা নিজের ভেতরেই চাপা থেকেছে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই মরে গেছে। আবার হয়তো নতুন কাউকে দেখে কারও কথা শুনে একটুখানি দুর্বলতা জমেছে। কিন্তু সেই দুর্বলতা আমাকে আমার খোলস থেকে বের করে আনতে পারেনি।

এর মধ্যে আবার আছে বিরক্তিকর একতরফা প্রেমিকের উৎপাত। আপনি তাকে পছন্দ করেন না, কোনো দিনও করবেন না, কিন্তু সে আপনার পেছনে লেগে আছে। এই রকমও হয়। এই দুনিয়ার নিয়মই এই। যা চাই, তা পাই না। যা পাই, তা ভুল করে পাই।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমার পেছনে লেগেছিলেন একজন শিক্ষক। বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক। আমাদের ক্লাসে এসেছিলেন ওরিয়েন্টেশন ক্লাস নিতে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি গল্পের বই পড়ো। ক্লাসের সবাই বলল, জি।

আচ্ছা গতকাল কে কী পড়েছ?

কেউ হাত তোলে না। পুরো ক্লাসের প্রেস্টিজ পাংচার হওয়ার জোগাড়। অগত্যা আমিই হাত তুললাম। কী বই পড়েছ?

স্কুলে পড়ার সময় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচিতে কিছু বই পড়তে হয়েছিল। একটা বই ছিল তারাশঙ্করের *কবি*। সেইটাই মনে এল আর সেটার নামই বলে দিলাম।

স্যার তো একেবারে ইম্প্রেসড। তিনি বললেন, বাহ্ বাহ্। এই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনকে পাওয়া গেছে। আহা, কী বই! হায় জীবন এত ছোট কেনে? ভালোবেসে মিটল না সাধ এই জীবনে।

এর পরে তাঁর সাথে আমাদের ক্লাস আর বেশি দিন ছিল না। কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়েন না। বলেন, এই তোমার জন্য বই এনেছি। নিয়ে যেয়ো। ফোন নম্বর চান। তাঁকে ফেলাও যায় না, গেলাও যায় না। এই অবস্থা।

ফেসবুকেও নানা ধরনের ইনবক্স মেসেজ আসে। কিন্তু ফেসবুক হলো পৃথিবীর সবচেয়ে অনির্ভরযোগ্য জায়গা। নিজের পরিচয় গোপন করে অন্যের ছবি প্রোফাইল পিকচার হিসেবে লাগিয়ে কে যে তোমাকে কী লিখে ফেলবে, মাথামুণ্ডু আছে নাকি?

আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে অবশ্য ফেসবুকে আমার সবকিছুতে লাইক দিয়ে যাচ্ছে ইদানীং। কিন্তু ওর সাথে কখনো কথা হয় না। ছেলেটা একটু মোটাসোটা। সে তো খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। এই গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে হঠাৎ আমার প্রতি কেন এত আগ্রহ দেখাচ্ছে, কে জানে।

এই অবস্থায় এই শুভ নামের ভাইরাসটির আগমন। ভাইরাস জিনিসটা আপনি পছন্দ করেন বা না করেন, সে আপনাকে পেয়ে বসবে।

এখন শুভ ভাইরাসটা নানাভাবে ছোবল দিচ্ছে।

যেমন সে আমাকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। এখন এটাকে না করি কীভাবে? অ্যাকসেপ্ট করতেই হলো। তারপর তার প্রোফাইলে ঢুকে পড়া গেল। বাপরে। কত ছবি। স্ট্যাটাস সব সায়েন্টিফিক টার্ম দিয়ে। ফেসবুকের এইটা একটা সুবিধা আছে। একজনকে না জানিয়েও তাকে অনুসরণ করা যায়।

তারপর এসে গেল সেই বার্তা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাকসেপ্টিং মি অ্যাজ ইয়োর ফ্রেন্ড।

তখন তো বলতেই হবে, ওয়েলকাম। অ্যান্ড মেনি মেনি থ্যাংকস ফর দি ইনভাইট।

এইভাবে কথা বলা শুরু হলো।

তারপর আমি নিজের অজান্তেই তার বার্তার জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করি। ঘন ঘন ফেসবুক চেক করি। মেসেজ কি এল?

মেসেজ আসে।

'আজ কিন্তু পয়লা ভাদ্র। শরতের প্রথম দিন। আমাদের বাসার সামনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিউলিগাছটা কী করে জানল যে আজ শরৎ। ক্যালেন্ডার দেখল কীভাবে? দিব্যি ফুটে আছে আর ঝরে পড়ে আছে আঙিনাজুড়ে।'

পড়ে আমি তো থ। এই কাঠখোট্টা ইঞ্জিনিয়ার তথা মিস্ত্রি বেটা এত কাব্য করতে জানে! আজ যে শরৎ সেইটাও তার জানা!

আমি কী করব। ফেসবুকে হোমে দেখি এক বন্ধু শিউলি ফুলের ছবি দিয়েছে। সেটা ডাউনলোড করে পাঠিয়ে দিই শুভর ইনবক্সে। লিখি, শরতের শিউলি ফুলের শুভেচ্ছা।

তারপর বারবার ফেসবুক চেক করি। ল্যাপটপে করি। মোবাইলে করি। নতুন মেসেজ কি এল? আসে না কেন।

হা খোদা। সকালবেলা দিলাম শিউলি ফুলের শুভেচ্ছা। জবাব এল বিকেলে।

'ধন্যবাদ।'

জবাব আসে। এক শব্দের জবাব। তবু ওই একটা শব্দও বুকের পুকুরে তরঙ্গ তোলে যেন। পেটে গুড়গুড় শব্দ হয়। আমি লাফিয়ে যাই ল্যাপটপে। ফেসবুকে। ইনবক্স মেসেজে। এসেছে এসেছে। এক শব্দের মেসেজ নয়, যেন রাজার চিঠি। লাল রঙের টুপি পরা খাকি রঙের ইউনিফর্ম পরা ডাকপিয়ন নিয়ে এল দরজায়। নক করছে। চিঠি এসেছে চিঠি...

আমি লিখলাম, 'সকালবেলার শিউলি এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। শিশির গেছে উবে। তবু শুভেচ্ছাটা যে পৌঁছাল এই বেশি। ধন্যবাদ দেবার জন্য ধন্যবাদ।'

পাঠিয়ে দিলাম কথাগুলো। দিয়েই মনে হলো, আদেখলাপনা হয়ে গেল। এখনই ডিলিট করতে হবে। কিন্তু ফেসবুকের নিয়মটা পচা...একবার সেন্ড করা হয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না।

কিছু করার নাই। এখন অপেক্ষা উত্তর আসে কি আসে না তা দেখার জন্য।

আহা রে, আমি যেন একজন মৎস্যশিকারি, ছিপ ফেলে বসে আছি, যদি মাছ এসে ঠোকর দেয়।

আসে। জবাব আসে। তার মানে সেও এখন অনলাইন।

'শিউলি ঝরে যাবে। শিশির উবে যাবে। শুভেচ্ছাটাই তো আসল। রয়ে যাবে।'

এখন আমি কী জবাব দেব। একটা স্মাইলি দিলাম :)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর জবাব কী আসবে?

কোনো জবাব আসে না। হায় হায় হাসিমাখা মুখখানার ছবি দিতে গিয়ে আমি কি কথা বন্ধ করে দিলাম। কথা চালিয়ে যাওয়ার উপায় হলো প্রশ্ন করা। আমি একটা প্রশ্ন করলেই পারতাম।

নাহ্। প্রশ্ন করেই ফেলি।

লিখি, 'কেমন আছেন?'

'এই তো চলে যাচ্ছে। তুমি?'

আমারে তুমি বলে রে। আচ্ছা বলুক। আমি ছোট। তুমিই তো বলবে। তাড়াতাড়ি লিখি : 'আমি ভালো। বিকেলে কী করছেন?'

'এই তো। বাসায় বসে আছি।'

'বিকেলে কেউ বাসায় বসে থাকে?'

'তুমি কই?'

'আমি বাসায় :)'

'বিকেলে কেউ বাসায় থাকে?'

'উমম, আমি থাকি।'

'আমিও থাকি।'

'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেক মিল।' লিখেই জিবে কামড় দিই। এইটাও আমি বলতে চাইনি। কথার স্রোতে বলে ফেললাম।

'আমি বাসায় থাকি, কারণ ঢাকায় আমার বন্ধুবান্ধব নাই বললেই চলে। আমি তো ইন্ডিয়াতে পড়েছি। আর আমার স্কুল-কলেজের বন্ধুবান্ধব যারা ছিল, তারা সবাই প্রায় দেশের বাইরে। ফলে করার কিছু পাই না। তোমার তো তা হওয়ার কথা না।'

'আমার আসলে বন্ধুবান্ধবই তেমন নাই। আমি ইন্ট্রোভার্ট টাইপের মানুষ। হইহল্লা তেমন পছন্দ করি না।'

'আমিও তেমন পছন্দ করি না। তবে আইআইটিতে আমাদের একটা ব্যান্ড ছিল। আমি লিড ভোকালিস্ট ছিলাম। কাজেই একেবারে একা একা থাকতে পছন্দ করি, সেটা বোধ হয় বলা যাবে না।'

'ও আচ্ছা, আপনি গান করেন। আপনি গায়ক?'

'না না, তেমন কিছু না। এই একটু আধটু আর কী!'

'বাবা। সবার এত প্রতিভা। আমার না গুণই নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে তুমি তো ছবি আঁকো। তুমি তো আর্টিস্ট।'

'না না, আমি আর্টিস্ট না।'

'তুমি ফাইন আর্টসে পড়ো না?'

'পড়ি। ফাইন আর্টসে পড়লেই কেউ আর্টিস্ট হয় না। আর্টিস্ট অনেক বড় শব্দ। আবার ফাইন আর্টস না পড়েও আর্টিস্ট হওয়া যায়।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আপনি কী ধরনের গান করেন।'

'আমাদেরটা তো ব্যান্ড। ইন্ডিয়াতে তো ইংরেজি গানই করতাম।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা মানে কী?'

'আমি ইংরেজি গান কম শুনি।'

'কী শোনো? রবীন্দ্রসংগীত?'

'শুনি। সব ধরনের গানই শুনি।'

'গান করো?'

'না না, আমার গলায় একদম সুর নাই। আপনার গান একদিন শুনতে হবে।'

'আচ্ছা শোনাব।'

এত সহজে রাজি হয়ে যাবে গান শোনাতে, ধারণা করতে পারিনি। শিল্পীরা না কত রকমের গা-মোচড়ামুচড়ি করে। আজ গলা খারাপ, তো কাল হারমোনিয়ামটা টিউন করা নাই। এই লোককে বলামাত্রই রাজি। ব্যাপার কী?

' :)' স্মাইলি দিলাম আবার।

'তোমার ছবি দেখিয়ো। তোমার ছবি দেখতে চাই।'

'আমার ছবি মানে। ফেসবুকে তো আমার ফটো আছে।'

'ফটো তো আছেই। দেখতে ইচ্ছা হলে দেখে নেব। তোমার আঁকা ছবির কথা হচ্ছে।'

'ও আচ্ছা। আমারও আবার ছবি।'

'কেন এইভাবে বলছ কেন?'

'আরে বাদ দিন তো আমার কথা। আপনার কথা বলেন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃশব্দ চরণে প্রেম এসেছিলো দুয়ার মাড়িয়ে—
ঘরে ও ঘরের বাইরে তখন ছিলো না অন্ধকার
আলো ছিলো, ভালো ছিলো—ছিলো তা, যা থাকে না কখনো
একটি মানুষ ছিলো সুন্দরের অপেক্ষায় বসে—

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ইভার কথা

AMARBOI.COM

শুভ পরের দিনই হাজির বাসায়। হাতে গিটার। মাকে বলল, 'ইভা গান শুনতে চেয়েছে, তাই ওকে গান শোনাতে এসেছি। আমি লিভিং রুমে টিভির সামনে বসে দিব্যি শুনতে পেলাম।'

মা হাসি হাসি মুখে ওকে ভেতরে নিয়ে এলেন, 'ইভু, তুই গান শুনতে চেয়েছিস। শুভ তোর জন্য গিটার নিয়ে চলে এসেছে।'

আমি বিব্রত। 'না মানে ঠিক মানে...' এই রকম করে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলাম।

মা বললেন, 'শোনাও দেখি তোমার গান।' তিনি কোলে কুশন তুলে নিয়ে বসে পড়লেন।

আমিও ভাবটা এমন করলাম যে হয়ে যাক গান...

শুভ গিটারে টুংটাং করে একটা ইংরেজি গান শুরু করল। মা বললেন, 'ইভু, তুই গান শোন। আমি দেখি রোজি কী করে...'

আমারও উঠে যেতেই ইচ্ছা করছে। তবে তা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। শুভ গান খারাপ গাইছে, তা আমি বলব না। কিন্তু সব আর্টেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপভোগের জন্য প্রস্তুতি লাগে। খাবারের বেলায়ও হয়তো কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন বিদেশি লোককে শুঁটকি খেতে দিলে সে পালাবে। আমরাও চট করে সাপ বা ব্যাঙ খেতে পারব না। আমাদের ধ্রুপদি সংগীত শুনলে পশ্চিমারা বলবে, বিড়ালের মিউমিউ। ওদেরটা আমাদের কানে হঠাৎ ঘেউ ঘেউ বলে মনে হতেই পারে।

না। শুভ ভালোই গাইছে। প্রেমের গান। গানের কথা বোঝা যায়, আবার যায় না। শুধু আই লাভ ইউ কথাটা না বোঝার উপায় নাই।

শুভ গান গেয়ে চলেছে। আমি ভাবছি, আমার গান শোনার দিগন্তটা একটু বিস্তৃত করা দরকার। পশ্চিমের গান, আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে ধরনের গান শোনে, শোনা দরকার।

গান শেষ করে শুভ আমার মুখের দিকে চাইল। সে জানতে চাইছে কেমন হলো! আমার খুব যে ভালো লেগেছে, তা না। কিন্তু একজন যদি আপনাকে গান শোনানোর জন্য বাসায় এসে হাজির হয় আর আপনি যদি তাকে এড়াতে না চান, একেবারে ঘাড়ে ধরে বিদায় করে দিতে না চান, আপনাকে তো বলতেই হবে গানটা ভালো লেগেছে। আমি বললাম, 'খুব ভালো লাগল। এই, আপনি বাংলা গান জানেন।'

'আগে তো গাইতাম', বলে শুভ 'আবার এল যে সন্ধ্যা' গাইতে লাগল।

এইবার আমি গুনগুন করে শুভর সঙ্গে গাইতে লাগলাম :

আবার এল যে সন্ধ্যা

শুধু দুজনের...

আসলেই সন্ধ্যা নামছে বাইরে। শুধু দুজনের জন্য একটি সন্ধ্যা কি কখনো নামে এই পৃথিবীতে। দুজন মানুষ কখন এই রকম করে ভাবতে পারে যে এই সন্ধ্যাটিতে আর কারও ভাগ নাই। এটা শুধুই দুজনের। আমি কি এইভাবে ভাবতে পারব কোনো দিনও। ধরা যাক, শুভকে নিয়েই দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করবে। অনেক দূরে যেখানে নদী এসে মিশে গেছে।

আমার চোখে জল চলে আসছে। কোনোই কারণ নাই। আমি এখনো এই ছেলের প্রেমে পড়ি নাই। কী মুশকিল।

গান শেষ করে শুভ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল বোধ করি তার চোখে পড়ে থাকবে। সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ইভা, তোমার আঁকা ছবি কি আমি দেখতে পারি?'

আমি বললাম, 'আমার ছবি কিছুই হয় না। ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আমি দুই-চারটা ছবি এঁকেছি, কিন্তু সেসব একেবারেই ছবি না। বলার মতোনও না, দেখানোর মতোনও না।'

'আছে তো? নাকি?'

আমি বললাম, 'মানে?'

'বাসায় কি তোমার আঁকা ছবি নাই?'

মা এলেন। বললেন, 'এই তোমরা ডাইনিংয়ে আসো। ইভুর ছবি আছে তো ওর ঘরে। সুন্দর আঁকে। ইভু তোর যে ছবিটা ক্লাসে পুরস্কার পেয়েছিল সেটা দেখা।'

আমি মহা বিব্রত। মা যে কী করে না। বললাম, 'মা আমি পুরস্কার পাই নাই। টিচার আমাকে এক সেট ব্রাশ প্রেজেন্ট করেছিলেন। এইটা কোনো অ্যাওয়ার্ড না, মা।'

'ছেলেটা দেখতে চাচ্ছে, তুই দেখা।'

দেখাতেই হয়। চা খাওয়া হয়ে গেলে সেই কাজ। সে আমার আঁকা জলরং দেখে, তেলরং দেখে, ভাবখানা বোদ্ধার মতো। ওই বেটা মিস্ত্রির মিস্ত্রি, তুই পেইন্টিংসের কী বুঝস? আমি তিন বছর পড়েও কিছুই বুঝছি না। আর তুমি মিস্ত্রিগিরি করে নাকের ওপরে চশমা পরে ভাব লও।

সে বলে, 'ভালো তো খুব। খুব ভালো। তুমি সিরিয়াসলি ছবি এঁকো, ইভা।'

আরে বাপ। বিজ্ঞের মতো কথা বলে। আমি তাতে পটছি না। টলছি না।

কিন্তু ভালোও লাগছে কথাগুলো। আমার ভেতরে এত স্ববিরোধিতা কেন।

আমি বলি, 'আমার পেইন্টিংস কিছু হয় না। আমার মধ্যে আর্টের কোনো ব্যাপারস্যাপারই নাই। আর্টিস্ট তো তৈরি হয় না। আর্টিস্ট হয়ে জন্মাতে হয়। আমার মধ্যে কোনো প্রতিভা নাই। কপি করে ছবি যে কেউ আঁকতে পারে। কিন্তু আর্টিস্ট একটা অন্য জিনিস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ বলে, 'ছবি আঁকার হাত সবার থাকে না। ছবি আঁকার হাতটাও একটা গিফট। তারপর কে বড় আর্টিস্ট হবে, কে ছোট আর্টিস্ট এটা তো আগে থেকে বলা যায় না। তাই না।'

কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে এসে লাগে। ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে—রবীন্দ্রসংগীতের লাইনটির মতো—মনে হচ্ছে শুভ ছেলেটার এই কথাগুলো আমাকে বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

আমার শুভর হাত ধরতে ইচ্ছা করছে। কী মুশকিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো এক প্রেমিকের তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে;—

জীবনানন্দ দাশ

আমার কথা

আমি একটু গিয়েছিলাম হেড অব ডিপার্টমেন্টসের রুমে। শ্মশ্রুমণ্ডিত লম্বাটে ভদ্রলোক। আমি আমার জীবনে তাঁর চেয়ে ভালো লোক খুব কমই দেখেছি। তাঁর নাম গেইল। রিচার্ড গেইল। তিনি বললেন, 'আনিসুল, তুমি যদি চাও আমরা তোমাকে এক বছর রেখে দিতে পারি। এখান থেকে আরেক ইউনিভার্সিটিতেও যেতে পারো।'

আমেরিকায় এই একটা জিনিস আছে। লেখক বা শিল্পীদের জন্য রেসিডেন্সির ব্যবস্থা। এটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করে, কোনো ফাউন্ডেশন করে। লেখকেরা যেন নিরিবিলিতে বসে নিজের লেখার কাজটা করতে পারেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'আমি খুব ঘরকুনো মানুষ। নিজের ঘরের বাইরে বসে আমি আসলে লিখতে পারি না। এখানে কোনো গদ্য লেখা হচ্ছে না। শুধু কবিতা। তবে একটা কাজ হচ্ছে।'

তিনি কৌতূহল ভরে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'একটা দেশি আর্টিস্ট মেয়ের দেখা পেয়েছি। তিনি তাঁর প্রেমকাহিনি আমাকে শোনাচ্ছেন। আশা করি, সেই গল্পটা একদিন লিখতে পারব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেইল হেসে বললেন, 'তাহলে তো তোমার এই প্রবাসজীবন ফলপ্রসূই হতে যাচ্ছে।'

আমিও হাসলাম, 'দেখা যাক।'

সেই সময় আমার হাতের মোবাইল বেজে উঠল। ইভা।

আমি বললাম, 'মেয়েটা বাঁচবে বহুদিন। দেখো ফোন করেছে।'

গেইলের রুম থেকে বেরিয়ে ইভাকে ফোন করলাম।

'এই কই আপনি?'

'এই তো ডিপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায়।'

'আচ্ছা। আপনি থাকেন। আমি আসছি।' ইভা বললেন। উল্টো দিকেই ইউনিভার্সিটির কার্ড ডিপার্টমেন্ট। সেটার কাচের দরজা ভেদ করে ইভা বেরিয়ে এলেন।

আমরা সেই ভবনের পেছনের মাঠটায় গিয়ে বসলাম।

তীব্র উজ্জ্বল মেরুন রঙের একটা সোয়েটার ধরনের টপসে তাঁকে সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে, সবুজ খামে এক টুকরা উজ্জ্বল ডাকটিকিট।

তিনি বললেন, 'কোন পর্যন্ত যেন বলেছি আপনাকে?'

আমি বললাম, 'শুভ আপনার ছবি দেখতে চাইছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু ভালো কথা। আপনার বাস স্টপেজে দেখা ছেলেটার কী হলো। ওই প্রসঙ্গ তো হারিয়ে যাচ্ছে।'

ইভা বললেন, 'আচ্ছা, এবার তার কথাই বলি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন।
আগে ওকে বারবার দেখেছি...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইভার কথা

তাকে দেখামাত্র আমার বুকটা টেবিল টেনিস বলের মতো লাফাতে শুরু করে দিল।

লুক অ্যালাইক শুভ আজকেও এসেছে। আমাদের ডেইলি লাইফের মধ্যে বোধ হয় মিল আছে। আমিও প্রতিদিন সকালে ব্যারিংটনের শপিং মলের সামনে আসি নয়টা চল্লিশের বাস ধরতে। সেও আসে। আমি একটা খেলাই পেয়ে গেছি। যদি আমি আগে আসি, তার জন্য অপেক্ষা করি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকে খুঁজি। আর যদি সে আগে আসে, তাহলে তো কথাই নাই।

আজ আমি একটু আগেই এসেছি। শপিং মলের ভেতরে ঢুকে, কিছুই কেনার নাই, অকারণেই দুটো চকলেট কিনলাম। চকলেট আমার প্রিয় নয়। তবু চকলেটের গুরুত্ব আছে। শুভ আমার জন্য প্রথম দিন চকলেট নিয়ে এসেছিল।

আজকের দিনটা বেশ মেঘলা। আমিও বৃষ্টির প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। সঙ্গে ছাতা আছে। আমার লাল রঙের জ্যাকেটটাও ওয়াটার প্রুফ।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি বাসের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুক অ্যালাইক শুভ হুডি পরা। জিনস। কেডস। চোখে চশমা। একদম শুভ। মানুষের চেহারায় এত মিল থাকতে পারে!

বাস আসতে দেরি হচ্ছে। ৯টা ৪০ বাজে। অথচ বাসের কোনো লক্ষণ নাই। সাধারণত বাস আগেভাগে এসে ওই দূরে, পিজার দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ৯টা ৪০ বাজলেই এই পয়েন্টটায় আসে। এখন পিজার সামনের জায়গাটাতে কোনো বাস দেখা যাচ্ছে না।

দুজন বয়স্কা মহিলা শপিং ট্রলিসহ বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে বাসের দেরি করা নিয়ে।

যাদের গাড়ি আছে, তারা আসছে, গাড়ি পার্ক করছে, শপিং মলে ঢুকছে। কেউ বা তার শপিং সেরে চলে যাচ্ছে গাড়ির কাছে। সওদাপাতি গাড়িতে রেখে ট্রলিটা জায়গামতো রেখে গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে।

কারও বা ড্রাইভিং সিটের পাশে কুকুর।

আমাদের বাস আসছে না কেন?

আমি ঘড়ি দেখি। মোবাইল ফোনে গুগল করে বাসের টাইমটেবল চেক করার চেষ্টা করি। এই সময় শুভর মতো দেখতে ছেলেটা আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং। কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে নিশ্চয়।

ঠিক এই সময়ে একটা বাস দেখা দিল।

আমি ওকে সেদিকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, হেয়ার ইট কামস।

বাস এলে আমি আগে উঠলাম। একটা ফাঁকা সিটে বসলাম। নকল শুভ আমার পেছনে ছিল। সে এসে আমার পাশেই বসল। আমার সমস্ত অস্তিত্বেই যেন একটা কাঁপন দেখা দিল। আমি খুব চেষ্টা করতে লাগলাম, যেন আমার ব্যবহারের এই অস্বাভাবিকতা বাইরে থেকে বোঝা না যায়। সে কানে এয়ারফোন দিয়ে গান শুনছে।

আমি ভাবলাম, এইটাই তো সুযোগ। আর কি সে কোনো দিনও আমার পাশে বসবে? কথা বলার এখনই সময়।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'এক্সকিউজ মি।'

সে তাড়াতাড়ি কান থেকে গান শোনার যন্ত্র খুলে ফেলল। বলল, 'সরি...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'আমাকে মাফ করবে। তুমি দেখতে হুবহু আমার এক বন্ধুর মতো। তোমার দেশ কোথায়?'

'আমি অরিজিনালি নেপালি।'

'ও আচ্ছা। আমার নাম ইভা। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ ইভা। মাই নেম ইজ সুদীপ।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ সুদীপ।'

'কী হয়েছিল শুনলে তো। বাসের দরজা বন্ধ হচ্ছিল না। অটোমেটিক দরজা। সুইচ টিপলেই বন্ধ হওয়ার কথা। বন্ধ হচ্ছিল না বলে ড্রাইভার এটা চালাতে পারছিল না। এই দেশে দরজা খুলে বাস চালানোর নিয়ম নাই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ড্রাইভার মহিলা বকবক করছে। শুনছিলাম। আমাদের দেশে নিয়ম তো উল্টো। বাসের দরজা সাধারণত বন্ধই করা হয় না।'

সুদীপ বলল, 'অনেক বাসের আবার দরজাই থাকে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের দেশেও।' আমি বললাম।

'তোমাদের দেশ আর আমাদের দেশ তো প্রায় একই তাহলে?'

'আমি বললাম, আমাদের দেশ তো সমভূমি। তোমাদের দেশ তো পাহাড়ি।'

'হ্যাঁ। হিমালয়ের দেশ হলো নেপাল।'

'আমি জানি। কিন্তু একটা জিনিস আমার আশ্চর্য লাগছে, তোমার মতো দেখতে আমার একটা বন্ধু ছিল। সেটা কী করে সম্ভব?'

'মানে।'

'মানে আমার একটা বন্ধু। নাম শুভ। সে দেখতে একেবারেই তোমার মতো। আমি প্রথম দিন তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, সুদীপ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আমি ভাবলাম শুভ কীভাবে এল। তারপর মনে হলো আসতেই পারে। আমেরিকায় আসা তো কঠিন কিছু না। তারপর ভাবলাম তুমি যদি শুভ হতে নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে আমার সাথে কথা বলতে।'

'আচ্ছা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনেক সময় আমার মনে হয় তুমি আর শুভ যমজ ভাই। সুদীপ, তোমার কোনো টুইন ভাই নাই তো?'

'না না, তা নাই।'

'আশ্চর্য। আচ্ছা শুনেছি পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই নাকি অবিকল কপি একটা করে থাকে। কিন্তু তোমার কপিটা বাংলাদেশে থাকল কী করে?'

'সেটা আমার চেয়ে তুমি ভালো বলতে পারবে। আমার কোনো ধারণা নাই।'

'সেই তো।'

'আচ্ছা তুমি এখানে কী করো।'

'আমি গ্রাফিকস ডিজাইনের ওপর একটা কোর্স করতে এসেছি। তুমি?'

'আমি তো এই দেশে এসেছি দুই বছর। একটা নাইট কোর্সে পড়ি। আর দিনের বেলা কাজ করি। একটা রেস্টুরেন্টে। পিজার রেস্টুরেন্ট।'

'আচ্ছা। বেশ ভালো।'

'তোমার ছুটি হয় কখন?'

'আমি ফিরব না। রাত ১০টা পর্যন্ত আমার কাজ। তারপর যাব আমার নাইট ক্লাস করতে।'

'ওহ। তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়।'

'হ্যাঁ। রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করে আমি ফিরি।'

'তখন বাস চলে।'

'লাস্ট বাস একটা আছে দুইটা চল্লিশে। ওটায় উঠি।'

'তারপর আবার সকালের এই বাসটা ধরো।'

'ঠিক তাই।'

'সে তুলনায় আমার কাজ খুবই কম। আমি তো ৫টার সময় ঘরে ফিরে আসি।'

'রাত ৫টা।'

'না না, এই তো কয়েক ঘণ্টা পরে।'

'লাকি ইউ আর। এই আমার উঠতে হবে। আমি এখানে নামব।'

'ঠিক আছে। আবার তো কালকে দেখা হবেই।'

সুদীপ নেমে গেল। কথা বলার পর নিজেকে অনেকটাই হালকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগছে। এত দিন কথা না বলে বলে ব্যাপারটা বেশি শ্বাসরোধী হয়ে উঠেছিল। এখন কথা বলায় মনে হলো, ভার অনেকটা কমে গেল।

পরের দিন বৃহস্পতিবার। আবার দেখা। বাস স্টপেজেই। হেসে এগিয়ে গেলাম। 'হ্যালো, সুদীপ।'

'হ্যালো, ইভা।'

'কাল কেমন কাটল?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ভালো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে দিনটা ভালোই গেছে। অনেক টাকা টিপস পেয়েছি।'

'বাহ্। খুব ভালো।' আমি হাসলাম। বাস এসে গেল। আমি আর সুদীপ পাশাপাশি বসলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিন তবু কাটে
সন্ধ্যা ঠেকে যায়
ভালোবাসাহীন তবু বাঁচি
ভালোবাসা পেলে মরে যাই

নির্মলেন্দু গুণ

ইভার কথা

AMARBOI.COM

শুভর সঙ্গে আমার প্রেমটা হয়েই গেল। বাবা-মা শুভকে পছন্দ করে রেখেছিলেন। তার মানে এই নয় যে শুভ আমাকে পছন্দ করে রেখেছিল। ব্যাপারটা বেশ জটিলই বলতে হবে। ইটস কমপ্লিকেটেড।

মায়ের কাছে শুনতে পেলাম ঘটনাটা। শুভর বাবা আর আমার বাবা অনেক দিনের বন্ধু। ছোটবেলায় নাকি একটা পিকনিকে গিয়ে আমরা দুজন হারিয়ে গিয়েছিলাম। দুই পরিবারই কান্নাকাটি করছিল। তারপর খুঁজে পাওয়া গেল। আমরা দুজন একটা গাছের নিচে মাদুরে ঘুমিয়ে আছি। তখন নাকি আমি তিন। ওর ছয়।

দুই মা কাঁদছেন। আবার ছেলেমেয়েকে ফিরে পেয়ে সেই অশ্রুমাখা মুখে হাসিও ফুটে উঠেছে। তখনই বাবা দুজন হাসতে হাসতে বলে ফেললেন, 'ওরা এখনই এই রকমভাবে লুকিয়ে একসাথে ঘুমায়, ওদের বড় হলে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।'

আমার বাবা-মা সেটা মনে রেখেছেন। শুভর বাবা-মা সেটা মনে রেখেছেন কি না, আমার জানা নাই। শুভরও না। কারণ শুভ তার বাবা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকে কোনো দিনও এই নিয়ে কিছু বলতে শোনেনি। যদিও ছয় বছর বয়সে পিকনিক করতে গিয়ে সে হারিয়ে গিয়েছিল আরেকটা বাচ্চার সঙ্গে, এটা তার আবছা আবছা মনে পড়ে।

আমি তাকে বললাম, 'আপনার মনে আছে আপনি আর আমি ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে পড়ে। আমার হাতে একটা খেলনা বাঁশি ছিল। সেটা হাতে নিয়ে আমি কাঁদছি।'

'বাঁশির কথা মনে আছে। আমার কথা কিছু মনে নাই?'

'সত্যি কথা বলতে কী। মনে নাই।'

'আমার কিন্তু মনে আছে। আমরা একটা গাছের নিচে মাদুরের নিচে শুয়ে আছি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। আমি কোথায়? আমি কাঁদছি। আপনারও ঘুম ভেঙে গেল। আপনিও কাঁদছেন। একটা কাক এসে মাদুরের কাছে বসেছে। মাদুরের ওপরে খাবার ছড়ানো ছিল। সেই কাক দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।'

'যাহ। এসব তোমার মনে আছে? তোমার বয়স তখন কত ছিল?'

'আমার বয়স তখন তিন। আপনার ছয়।'

'এত অল্প বয়সের কথা কারও মনে থাকে?'

'হ্যাঁ। আমার মনে আছে, আপনার গায়ে ছিল হাতে বোনা একটা হলুদ সোয়েটার।'

'কীভাবে মনে রাখা সম্ভব?'

'আসলে আমারও মনে নাই। মা-বাবার কাছে গল্প শুনে শুনে আমার মনে একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে।'

'তুমি তো আর্টিস্ট। ইমেজ নিয়েই তো তোমার কাজ।'

ফেসবুকে তার সঙ্গে নিয়মিত চ্যাট হতে লাগল। তার মেসেজ দেখার জন্য সারাক্ষণ অনলাইন থাকি। ফেসবুকে তার প্রোফাইলে গিয়ে ফটো দেখি। তার আইআইটির ছবি।

কথা বলতে বলতেই আমরা বুঝে গেলাম, আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেছি। অন্য সব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা প্রেম করে, পরস্পরকে জানে, তারপর পারিবারিক পর্যায়ে কথা হয়, আমাদের ক্ষেত্রে হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্টো। আমাদের আগে পারিবারিক পর্যায়ে কথা হলো। তারপর আমরা প্রেমে পড়লাম।

বাবা নাকি শুভর বাবাকে বলেছেন, 'শোনো, তোমার ছেলে তো আমার বাসায় নিয়মিত আসতে শুরু করেছে।'

শুভর বাবা বলেছেন, 'ইভা মার কাছে তো। ভালোই তো। ইভার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা তো সেই কবে থেকেই পাকা করা আছে।'

বাবা বলেছেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি বাবা-মার পাকা কথা কাঁচা কথার ওপরে নির্ভর করে?'

'তা করে না। সে জন্যই আমি খুশি যে আমার ছেলে তোমার বাসায় যায়। ইভার সাথে গল্পগুজব করে। ওরা দুজন দুজনকে যদি পছন্দ করেই ফেলে, তাহলে তো আর আমাদের কোনো বাড়তি ইফোরট দিতে হবে না। শুধু কাজি ডেকে...ছিলাম বন্ধু হলাম বেয়াই...হা হা হা...'

বাবার সঙ্গে আংকেলের এই সব কথাবার্তা আমি শুনি নাই। মা আমাকে শুনিয়েছেন। মা যখন কোনো গল্প করেন, সংলাপগুলো অভিনয় করে যতটা সম্ভব চরিত্রানুগ করে দেখান। মা বড় হলে অভিনেত্রী হবেন :)

AMARBOI.COM

আমি আমার রুমে। রাত ১২টা। শুভ অনলাইনে এল।

আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললাম। 'এই এতক্ষণে অনলাইন হওয়ার সময় হলো?'

'একটু বাইরে গিয়েছিলাম।'

'বাইরে মানে? ঢাকায় না আপনার কোনো বন্ধুবান্ধব নাই?'

'না, নাই তো। আমেরিকা থেকে এসেছে একজন। বাবলু। ওর সঙ্গে ওর বাসায় আড্ডা দিতে গিয়েই ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

'আপনার কোনো মেয়েবন্ধু নাই। তারা যায় নাই?'

'না না, নটর ডেম থেকে পড়েছিলাম। মেয়ে সহপাঠী পাই নাই তো কখনো। তার আগে ছিলাম সেন্ট যোসেফে।'

'আচ্ছা, আপনাদের আইআইটিতে না অনেক মেয়ে পড়ে?'

'হ্যাঁ পড়ে। অনেক না। মোটামুটি ভালোই আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাদের কারও সাথে আপনার যোগাযোগ নাই?'

'থাকবে না কেন। ক্লাসমেটদের সাথে যোগাযোগ আছে।'

'তাদের মধ্যে কাকে আপনার বেশি পছন্দ? আনুশকাকে?'

'হা হা হা। তুমি আনুশকাকেও চেনো।'

'হ্যাঁ।'

'কী করে চিনলে?'

'ফেসবুকে। আপনাকে সারাক্ষণ লাইক দেয়।'

'তুমি আমার ফেসবুকে গোয়েন্দাগিরি করছ নাকি?'

'খানিকটা।'

'কেন?'

'দেখি আপনার খোঁজখবর নিয়ে।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'আছে। একটা বিয়ের প্রস্তাব আছে। পাত্রী আমার পরিচিত। তারা আমাকে বলেছে, আপনার কেসটা ইনভেস্টিগেট করতে। আপনি কেমন পাত্র?'

'হা হা হা। কেমন পাত্র? কী বুঝছ?'

'বোঝা যাচ্ছে না।'

'কী বুঝতে চাও?'

'আগে থেকেই কোনো রিলেশন আছে কি না।'

'হা হা হা। ওদের জানিয়ে দাও নাই।'

'আচ্ছা জানিয়ে দেব। শোনেন, আপনি তো ওয়েস্টার্ন মিউজিক পছন্দ করেন। একটা জ্যাজদল আসছে আমেরিকা থেকে। কনসার্ট করবে শিল্পকলায়। দেখতে যাবেন?'

'টিকিট আছে?'

'হ্যাঁ। আছে।'

'চলো তাহলে। কবে শো।'

'কাল।'

'আচ্ছা, দুটো টিকিট জোগাড় করে রেখো।'

'দুটো কেন?'

'ও মা, তুমি যাবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি জ্যাজের কী বুঝব?'

'বুঝতে হবে না। আমার সাথে যাবে। ব্যস। কালকে কখন?'

'সন্ধ্যা ৭টায়।'

'ঠিক আছে। পারফেক্ট। তুমি বাসায় রেডি থেকো। তোমাকে ৬টার মধ্যে তুলে নেব।'

'ঠিক আছে।'

ঠিক আছে বলা সহজ। ঠিক আছে করা কঠিন। ঠিক আছে ঠিক আছে? কিছু কি ঠিক আছে। আমি যাব তার সঙ্গে। আজ আমি শুভর সঙ্গে জ্যাজ দেখতে যাচ্ছি। শিল্পকলায়। কী পরে যাব? শাড়ি? জ্যাজ দেখতে কেউ শাড়ি পরে যায়? সালোয়ার-কামিজ? জিনস ফতুয়া। আমার হাত-পাগুলো কী বিচ্ছিরি। আমার মুখের ত্বক তেলতেলে। আমার একবার পারলারে যাওয়া দরকার। আমি পারলারে যাই না। নিজের রূপ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নাই। এত দিন ছিল না। আমি পাখির পালকের মতো হালকা। পেনসিলের মতো হিলহিলে। এখন আমার নিজের দিকে চোখ পড়ছে। আমার চোখ দুটো তো সুন্দর। আমার চেহারার মধ্যে তো এক ধরনের মায়া আছে। আমার পেছনে যারা লেগেছিল, তারা আমাকে সুন্দর বলত।

আজকে আমি পারলারে যাব।

আজকে আমি ফেসিয়াল করব। ম্যানিকিওর পেডিকিওর। হোক না জ্যাজ সন্ধ্যা, আজকে আমি শাড়িই পরব। শাড়িতেই আমাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। আমি জানি। আমাকে মামুন বলেছিল।

আহা মামুন। মামুন প্রেম করে জুঁইয়ের সঙ্গে। সেই ক্লাস ফাইভ থেকে। দুজন একই স্কুলের। আমাদের ক্লাসে ওরা দুজন ভর্তি হলো। দুজনে একসঙ্গে ঘোরে, একসঙ্গে খায়। মামুন আর্টিস্ট। ওর ছবি আঁকার হাত আসলেই ভালো। আমাদের ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্টে সামনে মডেল রেখে ছবি আঁকার পালা এল। মামুনের মডেল হলাম আমি। ও বলল, 'ইভা, তোকে সবচেয়ে ভালো লাগে শাড়িতে। তুই শাড়ি পরে আমার মডেল হবি।'

আমি শাড়ি পরে মামুনের মডেল হয়েছিলাম। কিন্তু জুঁই রাকিবের মডেল হলো, ন্যুড পোজ দিল। সেই ছবি রাকিব এঁকেছে কি না আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না। কিন্তু মোবাইল ফোনে সেই ন্যুড সেশনের ফটো দেখা যেতে লাগল। তাই নিয়ে ক্যাম্পাসে কী হইচই। মামুন বলল, 'আমি রাকিবকে খুন করব।' আমি বললাম, 'মামুন, তুই না শিল্পী। তুই কেন মানুষ খুন করবি।'

মামুন আর জুঁইয়ের সম্পর্কটা ভেঙে গেল। রাকিবকেই বিয়ে করল জুঁই। বেচারা মামুন।

মামুন আমাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রস্তাব করেছিল। আমি রাজি হইনি। কেন হব। তুই তো আমাকে আগে থেকে পছন্দ করিসনি। জুঁই চলে গেছে। তার বদলে আমাকে পেতে চাস। আমি তো কারও রিপ্লেসমেন্ট হব না। আমি কোনো বদলি খেলোয়াড় নই। যে আমার জন্য আসবে, আমাকে তার এক নম্বর তালিকাতেই রাখতে হবে।

আমি আজ শাড়ি পরছি। টাঙ্গাইল সুতির শাড়ি। সবুজ রঙের শাড়ি। আজ আমি যত্ন করে সাজছি। নীল পাড়। নীল রঙের ব্লাউজ। আগে নীল আর সবুজের বিন্যাসটাকে ভালো মনে করা হতো না। এখন ভালো মনে করা হয়। আমার অবশ্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের লোগোর মতো লাগত প্রথম প্রথম। এখন এইটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের কম্বিনেশন।

ম্যাচ করে শাড়ি-ব্লাউজ। ম্যাচ করে চুড়ি। ম্যাচ করে কানের দুল। কপালের টিপ। গলায় একটা অলংকার, নারকেলের মালাইয়ের মধ্যে পেইন্ট করে বানানো।

ভেবেছিলাম ছটার আগেই রেডি হয়ে থাকতে পারব। কিন্তু তা হলো না। শুভ এল। নিচ থেকে ফোন করল মোবাইলে। বলল, 'নেমে এসো।'

আমি বললাম, 'ওপরে এসে এক কাপ চা খান।'

'না, গাড়ি পার্কিং পাচ্ছি না। তুমি নামো তাড়াতাড়ি।'

তাড়াতাড়ি করে নামতে গিয়ে স্যান্ডেল পাল্টাতে ভুলে গেলাম। গাড়িতে উঠে মনে হলো স্যান্ডেলের কথা। তখন আর উপায় নাই।

ক্রিম কালারের গাড়ি। কী গাড়ি, আমি জানি না। গাড়ি বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, ঔৎসুক্য নাই। বাসার সামনে গাড়িটা। জানালার কাচ নামিয়ে শুভ বলল, 'এই এসো। ওঠো।'

আমি ওর পাশে উঠে বসলাম। আমার খুব ভালো লাগছে ওর পাশে বসতে। আমি একটা মিষ্টি পারফিউম দিয়ে এসেছি। কিন্তু শুভর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারফিউমের গন্ধ আমাকে আচ্ছন্ন করছে। ভয়াবহ ব্যাপার। শুভ আমার সাজটা কি দেখছে? আমরা দুজন বেশি কাছাকাছি। এত কাছ থেকে দেখা যায় না। যেমন পেইন্টিংসের বেলায়, আপনি একবার পেছনে যাবেন, দূরে যাবেন, পুরো ছবিটা দেখবেন, তারপর কাছে আসবেন, কোনো একটা ডিটেইল দেখবেন, মেয়েদের সাজও সেইভাবে দেখতে হয়। শুভ দূরত্বটাই তো পেল না!

রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। কলাবাগান থেকে শিল্পকলা যেতে ৫০ মিনিট লেগে গেল।

লাগুক। আমার ভালোই লাগছে শুভর পাশে বসে থাকাটা।

শুভ বলল, 'শিল্পকলায় পার্কিং পাওয়া যাবে না?'

আমি বললাম, 'যাওয়া উচিত।' বেটা কি খালি পার্কিং ইত্যাদি নিয়েই কথা বলবে। 'আমাকে কেমন লাগছে বলেন তো। শাড়ি পরেছি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি। শাড়িটা সুন্দর।'

'শাড়িটা সুন্দর? আমাকে ভালো লাগছে না?'

'শাড়ি নিজে থেকে সুন্দর হয় না, যে পরে, তার কারণেই সুন্দর হয়।'

'কেমন লাগছে আমাকে?'

'পরির মতোন।'

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, 'পরিরা কি শাড়ি পরে?'

'বাঙালি পরিরা পরে।'

'ইন্ডিয়ান পরিরা?'

'ইন্ডিয়ানরাও অনেকেই পরে। তবে অনেকে আছে ধুতির মতো শাড়ি পরে।'

'কী রকম?'

'নেংটির মতো করে? দেখো নাই, হিন্দি সিনেমায় মাঝেমধ্যে দেখায়।'

আমি খিক খিক করে হাসতে লাগলাম। হাসতে হাসতে আমার সিট থেকে পড়ে যাওয়ার জোগাড়।

'কী হলো?' শুভও হাসে।

'উফ, আপনি এত মজার করে কথা বলতে পারেন?'

'এই কথার মধ্যে মজাটা কোথায়? লেংটিতে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবারও।' বলে আমি আরও জোরে জোরে হাসছি। হাসিতে আমার চোখে পানি চলে আসছে। হাসির চোটে বিষম খেলাম। শুভ আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'আস্তে আস্তে।'

আমার তখন কী যে ভালো লাগল। পিঠে সামান্যই তো চাপড়। এমন না যে আমার গায়ে কোনো দিন কোনো পুরুষ মানুষের স্পর্শ লাগেনি। আমরা ক্লাসমেটরা তো হইহল্লা করি সারা দিনই। এ ওর পিঠে কিল মারছে, ও ওর পিঠে চড়ে বসছে, এই রকম হিহি ডিডি তো হতেই থাকে। কিন্তু শুভর হাতে কি জাদু আছে? নাকি আছে বিদ্যুতের আবেশ। আমি তো আবিষ্ট হয়ে গেলাম। কেমন যেন লাগছে।

গাড়ি শিল্পকলা একাডেমীর ভেতরে ঢুকে গেল। জায়গাটা এখন অনেক সুন্দর হয়েছে। গাড়ি রাখার পর্যাপ্ত জায়গা আছে। গাড়িটা পার্ক করল শুভ। আমরা নেমে এলাম।

সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠে হলে ঢুকে পড়লাম। অনুষ্ঠান এখনো শুরু হয়নি। দর্শকসংখ্যা কম নয়। অনেক সাদা রঙের মানুষও দেখা গেল এসেছে জ্যাজ শুনতে। ঢাকায় তো অনেক বিদেশি থাকে দেখা যাচ্ছে।

আমি ভেবেছিলাম জ্যাজ আমার ভালো লাগবে না। কিন্তু ভালো লাগছে। আমেরিকান পারফরমাররা খুবই প্রাণবন্তভাবে নিজেদের মেলে ধরছেন, পারফরম করছেন, কথা বলছেন। রসিকতা করছেন। দর্শকেরা হাসছে। তবে আমার মনে হলো, আমার পাশে বসা শুভ যেভাবে সংগীতগুলো উপভোগ করছে, আমি সেটা পারছি না। কারণ সে নিজেই গান করে। কানপুরে আইআইটিতে তার গানের দল ছিল।

হঠাৎ আমাদের অবাক করে দিয়ে ওরা বাংলা গান ধরল। পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়...

আমি আমার গান পেয়ে গেলাম।

হায় মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়
আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণের মাঝে আয়

আমার মনে হলো, হায় হায়, এ যে আমাদের নিয়ে লেখা গান। আমরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো আর জনমে হংসমিথুন ছিলাম। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আবার দেখা হলো। দেখা যদি হলোই তবে, প্রাণের ভেতরেই তো যেতে হবে। নিতে হবে।

আমি শুভর হাত ধরলাম।

শেষে তারা ধনধান্য গাইল। আমরাও সবাই তাদের সঙ্গে গাইলাম গলা ছেড়ে। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।

গান শেষে বেরিয়ে এলাম।

শুভ বলল, 'চলো কোথাও খেতে যাই। খিদে পেয়েছে।'

আমরা বেইলি রোডে গেলাম। খাবার দোকান প্রচুর। আবার মানুষও গিজগিজ করছে। আমি বললাম, 'একটা জায়গায় নিয়ে চলেন, যেখানে ভিড় কম। ভিড় ভালো লাগছে না।'

শুভ বলল, 'আমি তো ঢাকা শহরের খাবারের দোকান তেমন চিনিটিনি না। তুমিই সাজেস্ট করো কই যেতে চাও।'

'আপনার খিদে পেয়েছে। আগে চলেন কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিই।'

আমরা একটা ধাবায় ঢুকলাম। দোসা ইদলি পাওয়া যায়। তেমন ভিড় নাই।

অর্ডার দিলাম।

বললাম, 'আপনি কি কানপুরে এই সব অনেক খেয়েছেন?'

শুভ বলল, 'না। এই সব সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার। কানপুর তো ইউপিতে। তবে ওখানেও পাওয়া যায়। যেমন এখন ঢাকাতে পাওয়া যাচ্ছে।'

মসলা দোসা এল। গরম গরম। খাচ্ছি।

আমি ওর পাতে চাটনি তুলে দিলাম। নারকেল বাটা।

ও আমার চোখে তাকিয়ে বলল, 'থ্যাংকস।'

আমরা বসেছি মুখোমুখি।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে, একটা দেবদূত। কী সুন্দর চোখ। কী সুন্দর জোড়া ভুরু। এত সুন্দর একটা ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার, স্মার্ট, গান করে, গাড়ি চালায়, সে কেন আমার সামনে বসে আছে। আমি তো তার যোগ্য নই। কিন্তু আমি যে তার প্রেমে পড়ে গেছি। আমার এখন কী হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চোখে জল আসতে চাইছে।

আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে।

আমাকে কাঁদতে হবে। আজ ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে আমি কাঁদব। আমাকে অনেক কাঁদতে হবে।

খাওয়া হয়ে গেলে ওয়েটার বিল নিয়ে এল। শুভ বিল দিল। টিপস দিল।

বলল, 'চলো উঠি।'

উঠলাম। হেঁটে গেলাম গাড়ি পর্যন্ত।

আমি তার পাশে বসলাম।

সে বলল, 'গান খুব ভালো লেগেছে। আমি এখনো চার্জড হয়ে আছি।'

আরে আমি কী কই, আমার সারিন্দা কী কয়।

আমি বললাম, 'হুম, খুব ভালো লেগেছে। অনেক সময় কী হয় জানেন, কোনো একটা জায়গায় আপনি গেছেন, আপনার খুব ভালো লাগল জায়গাটা, সেটা কিন্তু ওই জায়গাটার গুণে নয়। আপনার সঙ্গগুণে। কে আপনার সঙ্গে ছিল। আমি তো জ্যান্ত বুঝি না। কিন্তু আপনার পাশে বসে গান শুনতে আমার খুব ভালো লেগেছে।'

'তাই?' সে আমার দিকে মায়াভরা চোখে তাকাল। রাস্তার আলো এসে পড়েছে গাড়িতে। সেই আলো-আঁধারিতে আমার মনে হলো যে তার দুচোখ ভরা শুধুই মায়া।

শুভ গাড়ির চাবি ঘোরাল। স্টার্ট নিল গাড়ি। হেডলাইট জ্বালাল। এসি ছাড়ল। বলল, 'কই যাবে? বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসব?'

আমি দ্বিধা-সংকোচের মাথা খেয়ে বললাম, 'আমার বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে পারলে ভালো লাগত। লং ড্রাইভ বলে না?'

ও বলল, 'চলো...'

শখ মিটে গেল আধা ঘণ্টাতেই। বেইলি রোড পার হওয়া যাচ্ছে না, এমন যানজট। রাত দশটাতেও একটা সড়কে এত ভিড় লেগে থাকতে পারে!

ও বলল, 'উফ, ঢাকা শহরটার কি কোনো বাবা-মা নাই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'নগরপিতা আছেন একজন। তবে তিনি হয়তো শহরটাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছেন।'

ও বলল, 'তাই হবে।'

আমরা অনেক কষ্টে গেলাম বিজয় সরণি।

ও বলল, 'এক কাজ করি। চলো, আগারগাঁওয়ের ওই দিকটায় যাই। ও দিকটাতে ন্যাম সম্মেলন কেন্দ্রের পেছনের দিকটা নির্জন।'

'চলেন।'

সত্যি একটা নির্জন রাস্তা পাওয়া গেল।

ও গাড়িটা পার্ক করল একটা মাঠে। হেডলাইট অফ করল।

আমরা দুজন গাড়ি থেকে নামলাম। আকাশে একটা চাঁদ। আধখানা চাঁদ।

আমরা গাড়ির বনেট ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

আমি তার পাশাপাশি। ও আমার হাত নিজের হাতে নিল।

আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। আমার নিজের ওপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ নাই। আমি তাকে বললাম, 'আমাকে চুমু দাও।'

সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার ঘাড়ের পেছনে তার দুহাত। আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। সে তার ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটে নামিয়ে এনে গভীরভাবে চুমু খেল।

AMARBOI.COM

একটি কথার দ্বিধা থর থর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চির চঞ্চল গতি

আরেকটা গাড়ির হেডলাইটের রশ্মি এদিকে পড়ল। আমরা গাড়িতে এসে উঠলাম।

ও গাড়ি স্টার্ট দিল। আমরা বাসার দিকে যাচ্ছি। ও সিডির ব্যাগটা হাতে নিল। খুঁজে একটা সিডি বের করল। তারপর সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে রিমোট দিয়ে একটা গান চালু করল। গান বেজে উঠল :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Settle down with me
Cover me up
Cuddle me in

Lie down with me
And hold me in your arms

And your heart's against my chest, your lips pressed to my neck
I'm falling for your eyes, but they don't know me yet
And with a feeling I'll forget, I'm in love now

AMARBOI.COM

Kiss me like you wanna be loved
You wanna be loved
You wanna be loved
This feels like falling in love
Falling in love
We're falling in love

গান চলছে। গাড়ি মিরপুর রোডে পড়ল। আড়ং ক্রস করে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর মোড়। আমি তার কাঁধে হেলান দিয়ে আছি। আমার জীবনে এত সুখের মুহূর্ত আর কোনো দিনও আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে দামি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা

ইভাকে একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়ানো উচিত। ব্রাউন তো আমাকে কম পরিমাণে ডলার দিচ্ছে না। একটা আমেরিকান রেস্টুরেন্ট আছে। বেশ খানিকটা দূরে। আমি চিনব না পথটা। এই শহরে ট্যাক্সি তেমন নাই। গুগল করি। এর আগে প্রফেসর গেইল আর লরি বেকার আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে খাইয়েছিল। ওটায় কীভাবে যাওয়া যায়!

বাসেই যাওয়া যাবে। সামান্য হাঁটতে হবে। প্রভিডেন্স শহরের মধ্যে আমাদের বাসের টিকিট লাগে না। আমাদের আইডি কার্ড দেখালেই চলে। এক দুপুরে দুজনে উঠে পড়ি বাসে।

বাস থেকে নেমে দু ব্লক হেঁটে একটা গেট পেরিয়ে উঠোন। তার এক পাশে রেস্তোরাঁটা। ভেতরটা অন্ধকার করে সাজানো। পুরোনো মুখোশ। মাকড়সার জাল। তরবারি। এই সব দিয়ে সাজানো।

আমাদের কোলে ন্যাপকিন সাজিয়ে দেয় ওয়েটার। আমরা মেন্যু কার্ড দেখি। স্টেকের অর্ডার দিই।

খাবার আসতে দেরি হবে। কেবল ড্রিংকস দিয়ে গেল ওয়েটার।

আমি বলি, 'ইভা, আপনার গল্প বলেন। এখানে এই শহরে আপনি উঠেছেন কোথায়? থাকেন কোথায়? আর আপনার সুদীপেরই বা কী হলো?'

'সুদীপের প্রসঙ্গটা আজকে শুনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও ছিল অন্ধকার তখনও ছিল বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিল খেলা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ইভার কথা

আমেরিকায় আমি আমার মামাতো বোনের বাসায় উঠেছি। বোনের নাম লিজা। দুলাভাইয়ের নাম জিকু। জিকু ভাই একটা ব্যাংকে কাজ করেন। জিকু ভাইয়ের অফিস প্রভিডেন্স শহরে। লিজা আপুর বাচ্চা ছোট। এখনো পাঁচ মাস। তিনি এখন কাজে যান না। বাসায় থাকেন। বাচ্চা সামলান। রান্নাবান্নাও করেন। আমি এই তিন মাসে অনেক কাজ শিখে ফেলেছি। ঢাকায় থাকতে তো কোনো কাজই করতাম না। সব কাজ রোজি করে দিত। মা আমার কাজ করে দিতেন। এমনকি পরনের কাপড়টা পর্যন্ত কোনো দিন গুছিয়ে রাখিনি, বিছানা পর্যন্ত পরিপাটি করিনি। সবই কেউ না কেউ করে দিয়েছে। এক কাপ চা বানিয়ে খাইনি কোনো দিন। জগ থেকে গেলাসে পানি ঢেলেও খেতে হয়নি।

এখানে এসে পড়লাম মহাবিব্রতকর অবস্থায়। সবকিছু তো নিজেদেরই করতে হয়। জিকু ভাই লনে ঘাস কাটেন। মেঝে ভ্যাকুয়াম করেন। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচেন। কাপড় ইস্ত্রি করেন। মাঝেমধ্যে রান্নাও করেন। লিজা আপা রান্না করেন। সব বাসন-কোসন থালাবাটি ধোন। রান্নার পরে কিচেন পরিষ্কার করেন। আমি প্রথম দিন দেখলাম। দ্বিতীয় দিন থেকে একটু একটু করে হাত লাগাতে শুরু করলাম। পারি না। প্লেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোয়া খুব সোজা। গরম পানি ঠান্ডা পানি পড়ছে। বেসিনে স্পঞ্জ আছে। লিকুইড সাবান আছে। একটুখানি সাবান নিয়ে স্পঞ্জ দিয়ে এক ঘষা দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু আমি পানি ছিটাতে থাকি। প্লেটে পানি লেগে ছিটকে ওঠে। গরম পানি ছাড়লে বেশি গরম বের হয়। হাত পোড়ার দশা। এই সামান্য কাজটাও আমি পারি না। তবে একদিন-দুদিন চেষ্টা করার পর সহজ হয়ে আসছে কাজগুলো। করতে করতে সবই রপ্ত হয়ে আসছে।

আজকে সকাল সকাল উঠে আমি নাশতা তৈরি করলাম। রুটি কেনাই ছিল। টোস্টারে দিয়ে টোস্ট বানালাম। ডিম পোচ করলাম। জিকু ভাই সকাল সকাল উঠে গেছেন। লিজা আপাও উঠলেন। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে। রিশান ওর নাম। ছেলে বাচ্চা।

আমি চা বানিয়ে ফেললাম। সুবিধা হলো, সবাই র চা খায়। দুধ-চিনির বালাই নাই। জিকু ভাই বললেন, 'আজকে আমি একটু দেরি করে বের হব। তুমি চাইলে আমার সঙ্গে গাড়িতে যেতে পারো।' আমি বললাম, 'না, আমি বাসেই যাব।'

লিজা আপা বললেন, 'কী দরকার, তুমি তো রোজ সাড়ে নটাতেই বের হও। জিকু তোমাকে ঠিক পৌনে দশটাতে তুলবে। তোমার বাস যে সময়টায় প্রভিডেন্স শহরে পৌঁছাত ঠিক সেই সময়েই তোমাকে নামাবে তোমার ক্লাসের সামনে। তুমি একদমই চিন্তা কোরো না।'

আমি একদমই আমার ক্লাস নিয়ে চিন্তা করছি না। আমি চিন্তা করছি সুদীপকে নিয়ে। শুভর মতো দেখতে সুদীপ নামের ছেলেটার সঙ্গে রোজ একই বাসে ওঠা, এটা আমার নেশার মতো হয়ে গেছে। খেলার মতো। কোনো দিন হয়তো বাস স্টপেজে আমি আগে পৌঁছালাম। তো পরের দিন দেখা গেল সুদীপই আগে পৌঁছে গেছে। দেখা হওয়ামাত্রই গুড মর্নিং বলে হাসি বিনিময়। সপ্তাহে ৫ দিন আমাদের দেখা হয়। শনি-রোববার ছাড়া। এই দুটো দিন আমি তাকে ভুলেই থাকি। সোমবার সকালে আবার দেখা হয়। প্রত্যেকবার দেখা হওয়ার আগে আমার উৎকণ্ঠা হয়। সে আসবে তো। সে আমাকে চিনতে পারবে তো! আমার ভয় হয়, একদিন সে আর আসবে না। তার চাকরি বদল হবে। তার শিফট বদল হবে। সে আর ৯টা ৪০-এর বাস ধরবে না। আমি তাকে আর কোনো দিনও খুঁজে পাব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তার মোবাইল নম্বর জানি না।

আমি তার ঠিকানা রাখিনি।

আসলে এখনো আমাদের সম্পর্কটা এতটা সহজ হয়নি যে আমি তার কাছে মোবাইল নম্বর চাইতে পারি। আমাদের ভাষা আলাদা। আমাদের দেশ আলাদা। আমাদের গন্তব্য আলাদা। আমাদের পেশা আলাদা। হয়তো আমাদের স্বপ্নও আলাদা। ভালো লাগা ও ভালোবাসা আলাদা।

রিশান বাবু উঠেছে। লিজা আপা ছুটলেন কান্নার শব্দ শুনে।

জিকু ভাই বললেন, 'নাও। ব্রেকফাস্ট করে নাও। তুমি যা হালকা। বেশি করে খাও। বেশি করে না খেলে জামাই বলবে, কী বিয়া করলাম। মাংস তো আধা মণও হয় না।'

আমি বললাম, 'আমি কি কুরবানির গরু?'

'বিয়ে মানে তো কুরবানিই বুঝুজান।' জিকু ভাই নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন। 'নাও। ডিমটা খাও। বাটার নাও। জেলি নাও।'

লিজা আপা বাচ্চা কোলে বাইরে এলেন। আমি রিশানকে কোলে নিলাম। সে আমার কোলে চুপ করে রইল। লিজা আপা টেবিলে বসলেন।

জিকু ভাই আজকে দেরি করে বাথরুমে গেছেন। এদের বাসায় একটাই বাথরুম। উনি রোজ আমার ঘুম থেকে ওঠার আগেই অফিস চলে যান। আজ দেরি করে যাবেন বলে সবকিছুতে দেরি করছেন। আমার রেডি হওয়া দেরি হয়ে গেল। কাজেই আমার আর বাস স্টপেজে যাওয়া হলো না। আমি গাড়িতে জিকু ভাইয়ের পাশে বসলাম। হোন্ডা সিআরভি গাড়ি। সবকিছু অটোমেটিক। জিকু ভাই গান ছেড়ে দিলেন। তাঁর প্রিয় শিল্পী হলেন সুবীর নন্দী। তিনি দেশ থেকে সিডিতে ভরে সুবীর নন্দীর গান নিয়ে এসেছেন। গাড়িতে সেই গান বাজছে। আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি, আমায় আর কান্নার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।

আমিও অনেক কান্না শিখে এসেছি আমেরিকায়।

আমাকেও আর কান্নার ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।

সুদীপ ছেলেটা কি এখন বাস স্টপেজে? আমাকে না পেয়ে সে কি বারবার পথের দিকে তাকাচ্ছে? একবার-দুবার দেখে নিচ্ছে মোবাইল ফোনের ঘড়িটা?

সে কি আমাকে ভাবছে? সে কি আমাকে মিস করছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চাই না হতে কারও চোখেরও কাজল, আমি চাই না হতে কারও নয়নের জল।

ভুল কথা। মানুষমাত্রই কারও না কারও চোখের কাজল হতে চায়। কারও না কারও নয়নের জলও হতে চায়।

মানুষ কাঁদতেও পছন্দ করে। তুমি আরেকবার আসিয়া, যাও মোরে কান্দাইয়া, আমি মনের সুখে একবার কাঁদতে চাই।

আমার সুদীপের জন্য হাহাকার লাগে।

আমার শুভর কথা মনে পড়ে।

গাড়ি চলে। গাড়ি ছোটে। ব্রিজের ওপর দিয়ে। মহাসড়ক ধরে। দুধারের দৃশ্য দেখি। শপিং মল। পিজার দোকান। গাড়ির শো রুম। গির্জা। ফাঁকা জায়গা। বাইসাইকেল আরোহী।

আস্তে আস্তে প্রভিডেন্স শহরটা নিকটবর্তী হয়ে আসে। বিল্ডিং বড় হয়। উঁচু ভবন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। জিকু ভাই গাড়ি নিয়ে আমাকে একেবারে রিসডির সামনে নামিয়ে দেন। রোজ যে আমি বাস টার্মিনালে নেমে হেঁটে হেঁটে ব্রিজ পার হই, নদীর ধার দিয়ে হাঁটি, সেটা আর করতে হয় না।

ঢুকে পড়ি বিল্ডিংয়ে। ক্লাসরুমের দিকে যাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাতার নিচে ছড়িয়ে বসছি— বৃষ্টি পড়ে রাত দুপুরে
আকাশে চাঁদ শায়া শুকোচ্ছে কি নরম জোছনা আলোয়
আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি...

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা

ছাতার নিচে বসে আছি। আজ রিসডিকে মেলা বসেছে। ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের আঁকা জিনিসপাতি বিক্রি করছে। বিক্রি করে দিচ্ছে পুরোনো বই, জামাজুতো। আমি কিছুক্ষণ একলা একলা হাঁটলাম এই পথমেলায়। শনিবারে।

AMARBOI.COM

একটা মেয়ের ওপরে চোখ পড়ল। হিপ্পি টাইপের মেয়ে। জিনসে অনেক তালি। হাতে ধাতুর তৈরি নানা বালা। ভুরুতে সেফটিপিন। গায়ে উল্কি। কিন্তু মেয়েটা দেখতে একেবারে কেট উইন্সলেটের মতো। ও কী বিক্রি করবে?

দরকার ছিল না। তবু দুটো কাঠের টুকরো কিনলাম ২০ ডলার দিয়ে। কাঠের টুকরোতে ও রংতুলি দিয়ে ছোপ দিয়ে রেখেছে। এইটাই ওর আর্টওয়ার্ক। শিল্পকর্ম। আমি মেয়েটার সঙ্গে গল্প করার লোভে ২০ ডলার খরচ করলাম।

ঠিক এই সময়ে পেছন থেকে এসে কে যেন ধাক্কা দিল।

তাকিয়ে দেখি, ইভা।

'কী কিনলেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই যে।'

'আপনার পছন্দ হয়েছে।'

আমি বাংলায় বললাম, 'মেয়েটাকে।'

ইভা হাসলেন।

'চলেন চলেন। আপনার জন্য খাবার কিনেছি।' সত্যি ওঁর হাতে ব্রাউন ব্যাগ। বললেন, 'ওই যে বড় ছাতাটা দেখা যাচ্ছে, ওর নিচে বসে খাব। ঠিক আছে?'

আমি বললাম, 'চলেন।'

ওর গল্পটা আসলে আমাকে তাড়া করছে। শুভর সঙ্গে তাঁর প্রথম চুম্বনের পর কী হলো, জানা দরকার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু চোখে নয়, হাত দিয়ে হাত
মুখ দিয়ে মুখ, বুক দিয়ে বুক;
ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট খোলো, এইভাবে
খুলে খুলে তোমাকে দেখাও।

নির্মলেন্দু গুণ

ইভার কথা

AMARBOI.COM

বাসায় ঢুকি ঘোরগ্রস্তের মতো। জীবনের প্রথম চুম্বনের ঘোর কি সহজে কাটে?

মা বললেন, 'শুভ কই? ওকে খেয়ে যেতে বললি না?'

'আমরা বাইরে খেয়ে নিয়েছি, মা।' মাকে বললাম।

আমি নিজের ঘরে গেলাম। আমি হাত ধোব?

এই হাতে ওর স্পর্শ লেগে আছে?

আমি মুখ ধোব?

এই মুখে ওর ছোঁয়া লেগে আছে।

আমি কি দাঁত মাজব?

এই ঠোঁটে ওর ঠোঁটের স্বাদ লেগে আছে।

আমি কী করব বুঝি না। শাড়িটা পাল্টে বাসার কাপড় পরা দরকার। অভ্যাস নাই বলে শাড়ি পরে চলাচল করলে ক্লান্ত লাগে।

আমি হাতের মোবাইল ফোন চেক করি। ও কি কোনো মেসেজ দিয়েছে? এসএমএস? ফেসবুকে? জিমেইলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না দেয়নি। সে কি এখনো তাদের বাসা পশ্চিম ধানমন্ডি পৌঁছায়নি?

কেন তবে আমাকে লিখবে না?

যা যানজট, ও হয়তো পৌঁছায়নি। তাই হবে।

আমিই তাহলে লিখি না কেন? আমি যদি আগে লিখি তবে কী অসুবিধা?

আমি ফেসবুকে মেসেজ পাঠালাম :

'তোমার জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে? দেখো। চাঁদটা এখনো আছে।'

তারপর মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকা। কখন রিপ্লাই আসবে। উফ।

একেকটা মুহূর্ত যেন এক শ বছর। উত্তর আসে না কেন?

তারপর একসময় উত্তর এল। 'আমার জানালা দিয়ে আমি চাঁদ দেখছি। নারকেলের পাতার ফাঁক দিয়ে।'

আমি লিখি, 'এই চাঁদটা আজ সাক্ষী?'

'কিসের?'

'আমার প্রথম...?'

'প্রথম কী?'

'বলব না।'

'বলো।'

'আই লাভ ইউ।'

'আই লাভ ইউ টু।'

AMARBOI.COM

সে আমাকে ভালোবাসে। আমি শুভকে ভালোবাসি। আমাদের হয়ে গেছে। আমাদের প্রেম হয়ে গেছে। আমি প্রেমে পড়েছি। আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি।

ভালোবাসি ভালোবাসি

এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি...

'আই লাভ ইউ মোর।' লিখলাম।

'আই লাভ ইউ মোস্ট।' জবাব এল।

আমি এখন কী লিখি?

'আই লাভ ইউ মোস্টেস্ট।' লিখলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর কী লেখবে সে? দেখি কী লেখে। না, কোনো বার্তা আসে না। আসে না কেন। আসে না কেন। একটা লাইন লিখলে কী হয়?

আমার ধৈর্য বাঁধ মানে না। আমি আর পারি না।

আমি কাপড় পাল্টাই। আমি চুল বাঁধি। আমি ল্যাপটপে তাকাই। এর মধ্যে আমাদের ক্লাসের ফুয়াদ ইনবক্সে লেখে :

'কালকা কি নরেন স্যারের ক্লাস আছে?'

উরে ফুয়াদ রে। নরেন স্যারের ক্লাস থাকলেই কি আর না থাকলেই কী রে?

এবার এল সেই কাঙ্ক্ষিত বার্তা। 'এই চাঁদটা দেখছি। একটুখানি মেঘ। আধখানা চাঁদ। দারুণ।'

আমি জানালার কাছে গেলাম। পর্দা সরালাম। আমার জানালা দিয়ে চাঁদটা দেখা যায়। ওই বিল্ডিংয়ের আড়ালে চলে যাবে একটু পরেই। এই চাঁদটা সেও দেখছে। আমিও দেখছি।

আমি লিখলাম, 'এই চাঁদ তোমার আমার।'

সে লিখল, 'শুধু দুজনের।'

'এই চাঁদ আমাদের প্রথম চুম্বনেরও সাক্ষী।' আমি লিখলাম। লিখেই ফেললাম কথাটা।

'হ্যাঁ। চাঁদটা চাইছে তুমি এখন আমাকে আরেকটা চুমু দাও।' ও লিখল।

'কী করে?'

'এমন করে।' সে একটা চুমুর ইমোকন পাঠাল।

ছবি পাঠালেই হয়। তাহলে আমিই বা পাঠাব না কেন? আমিও একটা ইমোকন পাঠালাম।

সে বলল, '১০০০টা...'

আমি লিখলাম, 'এক লক্ষটা।'

'ওয়ান মিলিয়ন।'

'ওয়ান বিলিয়ন।'

'ইনফিনিটি।' ও লিখল। লিখবেই তো। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র।

'তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?'

'তুমিই বলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে। তাই আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।' আমি লিখলাম।

'তাই হবে। কিন্তু তুমি এত দিন আমাকে একেবারেই মনে করোনি কেন? মনে পড়ে...কত না দিনরাতি তুমি ছিলে আমার খেলার সাথি।'

'বললাম না, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে।'

'এই...'

'বলো।'

আবার কোনো বার্তা আসে না। কী হলো?

এসএমএস করি।

'কী হলো? কথা বলো না কেন?'

উত্তর আসে। 'নেট ডাউন।'

দুরো। এই ইন্টারনেট লাইনগুলো কেন এত পচা মার্কা হয়?

ফোন করি।

'হ্যালো।' কী জাদুমাখা ওই কণ্ঠস্বর।

'কী পচা ইন্টারনেট নিয়েছ?'

'আরে আমি নিই নাই। আমার বাবা নিয়ে রেখেছে।'

'তুমি না ইঞ্জিনিয়ার। ভালো লাইন নিতে পারো না?'

'এখন থেকে নিতে হবে। বোঝা যাচ্ছে।'

'ঠিক। কালকেই ভালো সার্ভিস নিয়ে নিয়ো।'

'নেব। ভালো সার্ভিস। খুব ভালো। এই দেখো, চাঁদটা মেঘে ঢেকে গেল।'

'তাই।'

'আমি জানালা থেকে দূরে, আচ্ছা জানালায় গিয়ে দেখছি।' কাঁধে মোবাইল ফোনটা ঘাড় বাঁকা করে ধরে আমি জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। সত্যি, চাঁদটা মেঘে ঢেকে গেছে।

আমরা অনেকক্ষণ কথা বলি।

যে আমি এর আগে বিস্ময় প্রকাশ করতাম, মানুষ ফোনে এত কথা বলে কী করে, সেই আমিই এখন কত কথা বলছি। অপ্রয়োজনীয় কথা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থহীন কথা। মূল্যবান কথা, হাজার কথার ভিড়ে অনন্য কোনো কথা। ঘুরেফিরে একই কথা।

'এই তুমি আমাকে ভালোবাসো তো?'

'হুঁ। খুব। তুমি?'

'অনেক। অনেক। এত্তগুলা।'

'এত্তগুলা কী?'

'ভালোবাসি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে

জীবনানন্দ দাশ

ইভার কথা

শুক্রবারে সুদীপের সঙ্গে দেখা হলো না। শনি-রোববার তো ছুটি। সোমবারে সাড়ে নটার আগেই গিয়ে দাঁড়ালাম বাস স্টপেজে। লিজা আপার বাসা থেকে বেরোলে দুই ব্লক পরেই স্টপেজটা। ফুটপাত ধরে হাঁটি। এখন এখানে দিনগুলো সত্যিই সুন্দর। এই রকম নীল আকাশ, রোদেলা চারপাশ, কী যে ভালো লাগে হাঁটতে। ঠান্ডা বাতাস, তবে খুব ঠান্ডা নয়। রোদের মধ্যে এই রকম ঠান্ডায় হাঁটতে বরং ভীষণ ভালো লাগে। একটা জায়গায় রাস্তা পেরোতে হয়। জেব্রা ক্রসিং আছে। আছে ট্রাফিক সিগন্যাল। পোস্টে সুইচ আছে, সেটা টিপে জানান দিতে হয়, আমি রাস্তা ক্রস করব। একসময় হাঁটা মানুষের সাদা ছবি ভেসে ওঠে, মানে হলো, তুমি এখন রাস্তা পেরোতে পারো। এইভাবে রাস্তা পেরিয়ে আমি এই জায়গাটাতে।

বাসের জন্য অপেক্ষায়।

নাকি সুদীপের জন্য?

সুদীপের জন্য।

নাকি শুভর জন্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না, শুধু পা আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে সাততাড়াতাড়ি।

কিন্তু সুদীপ তো আসছে না। সুদীপের যে দেখা নাই।

সুদীপ কেন আসছে না।

শুক্রবার দেখা হয়নি।

শনিবার দেখা হয়নি।

রোববার দেখা হয়নি।

সোমবারেও দেখা হবে না?

সুদীপকে না দেখে থাকায় যদি অভ্যস্ত হয়ে যাই?

শুধু এই সব কাব্যিকতাই তো নয়, বাস্তবেও ছেলেটার হলোটা কী?

অসুখ-বিসুখ?

তার কাজের টাইমটেবল এলোমেলো হয়ে গেছে?

সে কাজ বদলে ফেলেছে?

আমি পায়চারি করতে লাগলাম। আমি বারবার মোবাইল ফোনে ঘড়ি দেখতে লাগলাম। ওই যে আমাদের প্রভিডেন্সগামী বাস ওই ওখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপ কেন আসে না?

বাস এসে সামনে দাঁড়াল। আমি যন্ত্রের মতো পা ফেলে গিয়ে বাসে উঠলাম। সুদীপের দেখা নাই। সুদীপ আজ আসবে না? কেন?

আমি সিটে গিয়ে বসলাম। আমার কিছু ভালো লাগে না। বাস চলতে শুরু করল। আমার কান্না পাচ্ছে। আমি জানি, কোনো মানে নাই। কিন্তু আমি কী করব।

না। মন দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। ক্লাসটা ঠিকমতো করতে হবে। এই ছয় মাসের কোর্সের যদিও কোনো মানে নাই। হয়তো আছে। দেশে ফিরে গেলে আমেরিকার কোর্সের দাম পাওয়া যাবে। কিন্তু ছয় মাসে কে কাকে কী শেখাতে পারে। যা-ই হোক, আজ থেকে আমি আমার ক্লাসে মন দেব। অ্যাসাইনমেন্টগুলো ঠিকঠাকভাবে করব।

সুদীপ তো আমার কেউ নয়।

শুভই আমার কেউ নয়।

আমার কারও জন্যই কিছুই যায় আসে না।

বাইরের দিনটা রোদে উজ্জ্বল, আর আমার ভেতরের দিনটা মেঘে ঢাকা। সারাটা দিন মন খারাপ করে থাকলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাসে সিরিয়াস হব, কাজে সিরিয়াস হব পণ করলাম বটে, কিন্তু আসলে আরও উদাসীন হয়ে গেলাম।

বিকেলে বাসায় ফিরে এলাম একই রুটের বাসে। কিন্তু মনের গুমোট ভাবটা গেল না।

লিজা আপার সঙ্গে গৃহকর্মে মন বসানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। পাস্তা বানানো শিখেছি, সেটা বানানোর কাজে লেগে পড়লাম স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।

কাপড় ইস্ত্রি করতে লাগলাম।

রাতে ঘুমুতে পারলাম না ঠিকমতো। পরের দিন গেলাম আবার বাস স্টপেজে। আশায় আশায়। আমার আশার গুড়ে বালি দিয়ে সুদীপ এল না।

মুশকিল হলো তো। এখন আমি ওকে পাই কোথায়?

একটা উপায় আছে। ফেসবুক। ফেসবুকে সুদীপ লিখে সার্চ দিলাম। নাহ্, সুদীপকে পেলাম না। বেটার নিশ্চয়ই অন্য কোনো নাম আছে।

এইবার আমি একটা কাজ করব। ও রোজ যেখানে নামত, সেখানে নামব। ও বলেছিল, ও পিজার দোকানে কাজ করে। এই ছোট্ট ছিমছাম শহরে ওই একটা বাস স্টপেজের কাছে কতগুলো পিজার দোকান আর থাকতে পারে!

AMARBOI.COM

আমি নেমে গেলাম।

এইখানে বাস থেকে কোনো দিনও নামি নাই। এখন কোন দিকে যাব। এদিক-ওদিক তাকালাম। ডানে যাওয়া যাবে। বামে যাওয়া যাবে। রাস্তা পেরোনো যাবে। আগে এই সাইডটাই দেখি। আমি এপাশে দুই ব্লক ঢুঁড়লাম। না কোনো পিজার দোকান নেই। হাতের মোবাইল ফোনে গুগল আর্থে যাই। পিজা লিখে সার্চ দিই। দেখাচ্ছে। হুম। পশ্চিম দিকে যেতে হবে। যাচ্ছি...

আমি পিজার দোকানে হাজির হলাম। ঢুকলাম। লাঞ্চের সময় শুরু হতে যাচ্ছে। ওরা ব্যস্ত। আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। আমি বসলাম।

ওরা মেন্যু নিয়ে এল। আমার সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড আছে। তাই ভরসা করে মেন্যু কার্ডে হাত দিয়ে বললাম, 'ইউ নো, আই এম লুকিং ফর এন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমপ্লয়ি। হিজ নেইম ইজ সুদীপ। হি ইজ এ নেপালি। অরিজিনালি হি ইজ ফ্রম নেপাল।'

'ইয়েস। একজন আছে। সে কয়েক দিন থেকে বিনা নোটিশে অ্যাবসেন্ট। এ রকম হবার কথা নয়। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।'

আমার মাথা ঘুরতে থাকে। আমি বললাম, 'আচ্ছা, তোমাদের কাছে ওর ফোন নম্বর অ্যাড্রেস নাই।'

'ওর সেল ফোন বন্ধ।'

'তবু নম্বরটা দাও।'

'কেন তোমাকে আমরা নম্বর দেব?'

'আমি ওর বন্ধু।'

'তুমি যদি বন্ধুই হবে তাহলে তোমার কাছেই তো ওর নম্বর থাকবে!'

কথা সত্য। এখন আমি কী করতে পারি।

আমি বললাম, 'আমি তোমাদের পিজা খাব না। তবে আমি রোজ আসব।'

আমি কালো রঙের টি-শার্ট, কালো রঙের প্যান্টের ওপরে অ্যাপ্রোন পরা ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ি। কোনো কিছু না খাইয়েই পাওয়া ধন্যবাদটা নিয়ে সে কী করবে বুঝতে পারছে না। ছেলেটার চেহারা হিস্পানিক ধরনের।

আহা রে। বেচারাদের প্রথম খদ্দেরটা আজ এইভাবে চলে গেল।

আমার পা চলছে না। আমার ভাগ্যটা এই রকম কেন? তুমি যেখানেই হাত রাখো, সেখানেই আমার শরীর। আমি যেখানেই হাত রাখি, সেখানেই তুমি নাই।

কেউ নাই।

না শুভ।

না সুদীপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশে দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

AMARBOI.COM

ইভার কথা

প্রেমে পড়লে ছেলেরা হয় বোকা, আর মেয়েরা হয় সাহসী।

প্রেমের সবচেয়ে সুন্দর পর্ব হলো, প্রেম হচ্ছে হবে, হবে কি হবে না, সেইটা।

আর সবচেয়ে উত্তুঙ্গ অবস্থা হলো, প্রেম হয়ে গেছে, দুজন দুজনকে বলে দিয়েছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তখনকার অবস্থাটা।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। তখন মিলনের আকাঙ্ক্ষা হয় তীব্র। তাকে একদণ্ড না দেখলেও খারাপ লাগে। চোখ জ্বলে যায় দেখব তারে, গানটার মতো। আপনার চোখ জ্বলছে, এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো, আপনি তাকে দেখবেন। আপনার প্রিয় মানুষটিকে। না দেখলে আপনার চোখ জ্বলে যাবে, বুক জ্বলে যাবে। আপনি তাকে ভিড়ের মধ্যে দেখবেন, তার সঙ্গে জটলার মধ্যে আলাপ করবেন, আপনার তৃষ্ণা মিটবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে আড়াল খুঁজতে হবে। এমন কোনো গোপন কথা যে আপনারা বলাবলি করছেন, তা নয়, তবু কথাগুলো হতে হবে কানে কানে।

আর আপনার চোখ তার চোখের জন্য কাঁদবে, আপনার ঠোঁট তার ঠোঁটের জন্য কাঁদবে, আপনার হৃদয় তার হৃদয়ের জন্য হাহাকার করবে। সারা দিন একসঙ্গে থাকার পর বিদায়ের সময় মনে হবে, ইশ্, এত তাড়াতাড়ি বিদায়লগ্নটি এসে গেল।

এ যে কী এক অস্থির অবস্থা।

এই জন্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে, এক মাসের বেশি প্রেম কারো সহ্য হয়? এক মাসের বেশি হৃদয়ে প্রেম পুষে রাখলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ এক বা দুদিন মাতাল হয়ে থাকতে পারে।

আমার তো সেই মাতাল অবস্থা, ঘোর লাগা দশা।

আমি সারাক্ষণ মোবাইলে তাকিয়ে থাকি, এসএমএস এল কি না। ল্যাপটপে তাকিয়ে থাকি, মেইল করল নাকি ফেসবুকেই লিখল। সারাক্ষণ মনে হয়, তার কাছে ছুটে ছুটে যাই।

আমার সাহস গেল বেড়ে। আমি তাদের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। আমি দিব্যি চলে গেলাম ঘরে। আমার তো তাকে পর মনে হচ্ছে না। কাজেই আমি আমার আপন লোকের ঘরে তো ঢুকতেই পারি।

শুভ আমাকে আলিঙ্গন করল। চুমু খেল। আমরা অনেকক্ষণ ধরে চুমু খাচ্ছি। আমরা দুজন দুজনকে আর ছাড়ব না। একসময় ছাড়লাম।

আমি বললাম, 'আরেকটু হলেই তো বোধ হয় গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠে যেত। দীর্ঘতম সময়ের জন্য চুমু খাওয়ার রেকর্ড।'

শুভ বলল, 'ভালো কথা বলেছ তো। দাঁড়াও তো দেখি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে লংগেস্ট কিস-এর রেকর্ড কত?'

সে সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপটপে গুগল করল। বেরোল। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা।

আমি বললাম, '৪৮ ঘণ্টা। তেমন কী। চলো, ট্রাই করি।'

শুভ বলল, 'চলো। দাঁড়াও। এটা করতে হবে কমোডে বসে। আর দুজনের হাতেই দুটো স্যালাইনের সুচ বেঁধা থাকতে হবে। মাথার ওপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুলবে স্যালাইন। তরল খাবার। দুই দিন দুই রাত তো আর না খেয়ে কাটানো যাবে না। আর বডিতে লিকুইড ঢুকলে অন্তত জলবিয়োগ তো করতে হবে।'

আমি বললাম, 'এই রোমান্টিক একটা মুহূর্তে এই রকম একটা নন-রোমান্টিক কথা না বললেই কি চলত না?'

শুভ বলল, 'না না। আমি তো সিরিয়াস। আমি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে আমাদের নাম তুলতে চাই।'

আমি বললাম, 'তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে আমার মোটেও ক্ষুধা তৃষ্ণা পাবে না।'

ও বলল, 'না পেলে তো ভালোই। শুধু চুমু খেয়ে যদি পেট ভরত, এই দুনিয়াতে কোনো ঝগড়া-ফ্যাসাদও লাগত না। নারী-পুরুষে বিবাদও হতো না। মনে হয়, পৃথিবীটা একটা শান্তির জায়গাই হয়ে উঠত।'

আমি ভেবেছিলাম, আমাদের দুজনের সম্পর্ক হোক, এটা যেমন আমার বাবা-মা চেয়েছেন, তেমনি শুভর বাবা-মাও এতে অনুমোদন আছে। কিন্তু আমার এই ধারণাটা একটু ঝাঁকুনি খেল।

আন্টি বাসায় কুচি করে শাড়ি পরেন। চোখে চশমা। তাঁকে দেখতে নাটকের মায়ের মতো লাগে, তবে ঠিক নাটকের মায়াবতী মায়েদের মতো না। বরং *এইসব দিনরাত্রি* নাটকের দিলারা জামানের মতো। তাঁর সামনে সব সময় একটা *সানন্দা* জাতীয় পত্রিকা।

আমি যে বাসায় ঢুকেছি, এটা তিনি দেখেছেন।

আমি তাকে সালাম দিয়েছি। তাঁর শরীরটা কেমন জিজ্ঞেস করেছি। তারপর শুভ ভাইয়া আছেন বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে শুভর রুমের দিকে চলে গেছি। ব্যাপারটার মধ্যে হয়তো একটুখানি বাড়াবাড়ি আছে।

কিন্তু আমার তো তখন বিচারবুদ্ধি দিয়ে চলার অবস্থা না। আমি জানি, আমি শুভর কাছে যাচ্ছি। তার কাছে আমাকে পৌঁছাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

শুভ আর আমি বেরোচ্ছি ওর ঘর থেকে।

আন্টির সামনে দিয়েই যেতে হবে।

শুভ বলল, 'মা, আমি একটু বেরোচ্ছি। এসে যাব তাড়াতাড়িই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্টি বললেন, 'আচ্ছা। শোন, দেখ তো, আমার চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না। কই রাখলাম। আমার শোবারঘরে রাখলাম নাকি।'

শুভ বলল, 'আচ্ছা, আমি দেখছি।'

শুভ ভেতরে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

আন্টি বললেন, 'শোনো মেয়ে। কী যেন নাম তোমার! ভদ্রতা বলতে তো একটা কিছু আছে নাকি। এইভাবে তুমি একটা বাইরের মেয়ে একটা পুরুষ মানুষের ঘরে ঢুকে যাও কেন?'

আমি স্তম্ভিত। আমার মুখে কোনো কথা সরছে না। আমার চোখে জল চলে এল। এখন শুভ আসবে। আমি কী করব।

আমি কি তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকব।

আমি তাড়াতাড়ি করে বাসা থেকে নেমে গেলাম। পশ্চিম ধানমন্ডির দোতলা বাড়ির দোতলা। হেঁটে বাড়ির সামনে এলাম। গেট পেরিয়ে চলে এলাম রাস্তায়।

হনহন করে হাঁটলাম খানিকক্ষণ। তারপর এদিক-ওদিক তাকালাম। রিকশা পেতে হবে। এই খালি এই এই...

ঠিক তখনই ডাক, 'এই ইভা, এই...' শুভ বেরিয়ে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কথা বলি
হে অন্যমনস্ক মেঘ, এই হল মুশকিল আমার
তুমি নারীবাদী শুনলে একলাইন লেখা হয় না আর।

জয় গোস্বামী

আমার কথা

'এই তারপর কী হলো? আপনি তো আমাকে একেবারে অস্থির করে মারছেন। একদিকে সুদীপকে খুঁজে পাচ্ছেন না। আরেক দিকে শুভর মা আপনাকে অপমান করে বসল। বলেন বলেন। গল্প বলেন।'

আমি ইভাকে নিজেই ডেকে আনি।

আসলে গল্প শোনা মানুষের নেশা। প্রেমের গল্প শোনা হয়তো আরও নেশা। আর একটা পর্যায়ে এসে গল্প শেষ না করে আপনি পারবেনও না।

ইভা হাসলেন। বললেন, 'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, আমি গল্প বলতে পারি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

'শোনেন', আমি বললাম, 'আমি একবার স্টকহোমে এক লেখক সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে এক আফ্রিকান লেখক একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। একটা হাটে এক লোক এসে রোজ গল্প শোনায়। রোজ আসে সেই কথক। একদিন আর এল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই খোঁজ নিচ্ছে, গল্পকার কই গেল।

তখন জানা গেল গল্পকার মারা গেছে। তখন হাটের সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'গল্প শেষ না করে কোনো গল্পকারের মারা যেতে নাই।'

ইভা বললেন, 'আমি মারা যাচ্ছি না। আমি গল্প শেষ না করে মরব না, স্যার।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নাম এত প্রিয় হবে,
এতো কান্নাময় হবে, কে জানতো?
এই জন্ম এত পূর্ণ হবে,
এত প্রিয়ময় হবে, কে জানতো?

নির্মলেন্দু গুণ

ইভার কথা

আবারও নয়টা চল্লিশের বাস। আবার প্রভিডেন্স শহরে নেমে পড়া। আবারও চলে যাওয়া ওই রেস্টুরেন্টে, যেখানে পিজা বিক্রি হয়। ঢুকে পড়া বুকের কাঁপুনিসমেত। পায়ে কাপড়ের জুতা আমার, পিঠে ব্যাকপ্যাক, একটা হুডি গায়ে, হুডির বুকে লেখা রিসডি।

কাঠের ভারী দরজা। সামনে লেখা ওপেন।

ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকি। আধো অন্ধকারে সাজানো চেয়ার-টেবিল চোখে পড়ে। ওয়েটার এগিয়ে আসে। বলি, 'সুদীপের কোনো খবর পেলে?'

'না, পাই নাই।'

'আমি প্রতিদিন আসব। তোমরা হয় আমাকে সুদীপের ফোন নম্বর দেবে, ঠিকানা বলবে, নয়তো আমি রোজ আসব।'

ওরা বলে, 'আমরা তো নিয়ম ভঙ্গ করতে পারব না।'

আমি বলি, 'আচ্ছা, এই নাও আমার মোবাইল নম্বর। এই আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস। সুদীপের কোনো খবর পেলে ওকে আমার নম্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ো। আশা করি এতে তোমাদের নিয়ম ভঙ্গ হবে না।'

মন খারাপ করে বের হলাম। পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগলাম। আকাশে মেঘ। একেই বোধ হয় বলা যায়, মন খারাপের মেঘ।

প্রকৃতি মানুষের মন বোঝে।

তাই সে আজ আকাশটাকে মেঘে ঢেকে দিচ্ছে।

আমি রোজই যেতে লাগলাম পিজার দোকানে। প্রতিদিনই ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে লাগলাম। আমার কেমন যেন নেশা হয়ে গেল এই প্রতিদিন শুভকে খোঁজার ব্যাপারটা। কেন আমি এই রকম আচরণ করছি? আমি জানি না। প্রতিদিন সকালবেলা আমার পা অজান্তেই ওই রেস্টুরেন্টের দিকে চলে যায়। এর কোনো মানে নাই। আমি জানি। আমার সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নাই। তবু।

তারপর আমি লিজা আপার ছেলেটাকে একদিন কোলে নিয়ে রোদে বসে আছি, বিকেল বেলা, বাড়ির পেছনের ইয়ার্ডে, সেই সময় আমার ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো, ক্যান আই টক টু ইভা?'

'স্পিকিং।'

'হাই ইভা, দিস ইজ সুদীপ।'

'ও মাই গড, সুদীপ, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?'

'এই তো। আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। আমার মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছিল। আমি একটা হাসপাতালে ছিলাম।'

'যাহ্। কেন? কীভাবে? কী হয়েছিল।'

'দেখা হলে বলব।'

'দেখা করা যাবে কীভাবে?'

'আমি তো বাসায়। আরও কয়েক দিন বাসাতেই থাকতে হবে।'

'আমি তোমার বাসায় আসি।'

'আমার বাসায় আসবে? নোংরা।'

'না। তুমি অ্যাড্রেস দাও। আমি যাব।'

সুদীপ ঠিকানা দিল। আমি বললাম, 'এক মিনিট। আমি লিখে নেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোলে বাচ্চা। আচ্ছা, তুমি আমাকে এসএমএস করে দাও না অ্যাড্রেসটা?

'আচ্ছা।'

ফোন রেখে দিলাম। বেটার এসএমএস আর আসে না।

অপেক্ষা আর অপেক্ষা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। বিছানায় শুয়ে ওকে এসএমএস করি। 'ক্যান ইউ সেন্ড মি ইয়োর অ্যাড্রেস নাউ?

প্লিজ।

ইভা।'

পাশে মোবাইল রেখে জেগে থাকি। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, একটা অ্যাড্রেস এসে গেছে মোবাইলে।

দেখেই তড়াক করে বিছানা ছাড়লাম। বিছানাটা গুছিয়ে নিয়েই বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে দিলাম।

লিজা আপা বললেন, 'কই যাও এত সকালে।'

আমি বললাম, 'একটা কাজ আছে। আজকে আমাদের ওখানে একটা কাজ আছে। সকালের বাস ধরতে হবে।'

তাহলে জিকুর সাথে যাও।

'না না, বাসেই যেতে হবে।'

আসলে সুদীপের ঠিকানাটা কাছেই। আমি আর ও তো একই বাস স্টপেজ থেকেই উঠতাম। ওর বাড়ি এখানেই, এই এলাকাতেই কোথাও। কাজেই আমাকে সকাল সকাল প্রভিডেন্স শহরে যেতে হবে না।

'কেন, বাসে যেতে হবে কেন?'

আরেকজন উঠবে বাসে। আমরা রাস্তায় একটা জায়গায় নেমে যাব।

'আচ্ছা। ঠিক আছে।' লিজা আপা বাচ্চার দুধ গরম করতে করতে বলেন।

আমিও তাড়াতাড়ি নাশতা বানাতে লেগে পড়লাম। আজকে বানাব চিতই পিঠা। চিতই পিঠা বানানোই আছে। শুধু গরম করা। নিউ ইয়র্ক থেকে গত সপ্তাহে একজন কিনে এনে দিয়ে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিকু ভাই বেরিয়ে গেলেন নাশতা করে।

একটু পরে আমিও বেরোলাম। হাতের মোবাইল ফোনের গুগলে অ্যাড্রেসটা দিয়ে বললাম, কোন দিকে। গুগল ম্যাপ পথ দেখাতে শুরু করল। আমিও হাঁটতে লাগলাম।

এত গাছপালা এই জায়গায়। উফ। কী সুন্দর এই লোকালয়। কী গোছানো পথঘাট। বাড়ির সামনে বাগান। বাড়ির পেছনে লন। আর কত গাছ। একটু দূরেই আছে সমুদ্র। সেই সমুদ্রধারের বাড়িগুলোর অনেক দাম। আমি হাঁটি। মোবাইল ফোনটা সত্যি স্মার্ট। সে আমাকে পথ দেখিয়ে একটা বাড়ির সামনে নিয়ে গেল।

আমি মিলিয়ে দেখলাম ঠিকানা। এই বাড়িটাই হবে। এই এলাকার সব বাড়িই একই রকম দেখতে। নাম্বার না থাকলে চেনা মুশকিল।

বাড়ির সামনে পোস্টবক্স। ময়লা ফেলার ঝুড়ি। তারপর উঁচু প্লিন্থ। তারপর কাঠের বাড়ি। ওপরে বাঁকা ছাদ।

আমি আস্তে করে ডোরবেলে চাপ দিই। বেল বাজে। শব্দ পাই। এসব এলাকা এমন নীরব যে নিজের বুকের আওয়াজও শোনা যায়।

একজন বেরিয়ে এলেন। দেখতে মঙ্গোলীয়। পুরুষ। আমাকে ইন্ডিয়ান ভেবে হিন্দিতে কী যেন বললেন। আমি স্ট্রেইট ইংরেজিতে বললাম, 'সরি, আমি হিন্দি বুঝি না। বাংলা বুঝি।' তারপর বললাম, 'সুদীপ আছেন?'

'আছেন। আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকলাম। একটুও ইতস্তত না করে।

একটা ড্রয়িংরুম টাইপ। বড় বড় সোফা। সোফাতেও বোধ হয় রাতে কেউ ঘুমিয়ে থাকবে। চাদর-বালিশ একপাশে রাখা।

জানালা দিয়ে আলো আসছে।

একটু পরে ভেতর থেকে এল সুদীপ, তাকে ধরে আনে একটু আগে দেখা তরুণটি। সে এসে সোফায় বসে।

আমি বললাম, 'ও আমার খোদা, এ কী অবস্থা! কী হয়েছে তোমার।'

সুদীপ বলল, 'একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গিয়েছিল। আমি হঠাৎ করেই একটা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম পা পিছলে। আমার ফোনটা কোথায় ছিটকে পড়েছে, আর পাইনি। জ্ঞান হারিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি একটা হাসপাতালে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি কথা বোলো না।' আমি ধরা গলায় বললাম। ওর কষ্ট দেখে সত্যি আমার কষ্ট হচ্ছে।

আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। তার কপালে হাত রাখলাম।

তারপর বললাম, 'তোমাকে খুঁজতে আমি বহুদিন পিজার দোকানটায় গেছি।'

'হ্যাঁ, ওরা আমাকে বলেছে।'

'আমি দুঃখিত। আমি তোমার জন্য একটু ফুলও আনিনি। আরেক দিন আনব।'

'না না, ফুলের তো দরকার নাই। তুমি এসেছ, এতেই আমি খুশি।'

'তোমাকে বাসে না দেখে আমি খুব মন খারাপ করতাম।'

'আমার তো জ্ঞানই ছিল না। জ্ঞান থাকলে হয়তো আমিও মন খারাপ করতে পারতাম।'

সুদীপ তার সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'ও হলো দেবাশিস, আমরা এই বাসায় ভাড়া থাকি। দেবাশিসও নেপালি।'

আমরা কুশল বিনিময় করলাম।

দেবাশিস বলল, 'কফি খাবে?'

আমি বললাম, 'ঝামেলা না হলে খাওয়া যায়।' দেবাশিস ভেতরে চলে গেল। আমি সুদীপের পাশে বসে রইলাম।

সুদীপ বলল, 'আশ্চর্য, বাসায় আসার পর থেকে তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল।'

আমার বুকটা খানিকটা কেঁপে উঠল। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখানে এসে পড়ায় তুমি বিব্রত হও নাই তো?'

'না না, খুশি হয়েছি।'

'তোমার বন্ধুটি কিছু মনে করবে না তো?'

'না। ও কী মনে করবে? ওর মনে করার কী আছে?'

'আমার নম্বর তো তোমার কাছে আছে। আমি খুশি হব, যদি তুমি ফোন করো।'

ও বলল, 'ঠিক আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবাশিস কফি নিয়ে এল। দুধ মেশানো কফি। চিনি আলাদা। বলল, 'চিনি দেব?'

'আমি নিয়ে নিচ্ছি, থ্যাংক ইউ।'

চায়ে চুমুক দিলাম। খুব সুন্দর কফি হয়েছে, জানিয়ে দিলাম সে কথাটাও।

সুদীপ হেসে বলল, 'হবে না? দেবাশিস তো কফির দোকানেই কাজ করে।'

আমি সুদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও ধন্দে পড়ে গেলাম। এ কি সুদীপ? নাকি শুভ? দুটো মানুষের মধ্যে চেহারার এত মিল কী করে থাকে!

আহা রে আমার শুভ। একটা সময় ছিল, মনে হতো, শুভর সঙ্গে একটা ঘণ্টা যোগাযোগ না থাকলে আমি মরেই যাব। মাছকে পানি থেকে ওঠালে মাছ যেমন বাঁচতে পারবে না, আমিও তেমনি শুভকে ছাড়া বাঁচব না। সেই আমার জল, সেই আমার অক্সিজেন, সেই আমার অস্তিত্ব, সেই আমার বেঁচে থাকার অর্থ এবং সেই আমার জীবন। অথচ এখন!

আমার মনে হচ্ছে সুদীপকে আমি জড়িয়ে ধরি। ওর হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা মিলিয়ে দিতে পারলে না হৃদয়টা একটু জুড়াত।

আমি কফি শেষ করে বললাম, 'কাপটা কি আমি ধুয়ে দিতে পারি?'

ওরা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আরে না না, কী বলো। আমরা দুজনেই রেস্টুরেন্টে কাজ করি। এসবে আমাদের অভ্যাস আছে।'

আমি বললাম, 'আজ আসি। আবার দেখা হবে।'

'আবার দেখা হবে,' বলল সুদীপ।

আমি হাত নেড়ে দেবাশিসকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাস স্টপেজে যাব। বাস ধরতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম বসে।

জীবনানন্দ দাশ

আমার কথা

কম্পিউটারের সামনে বসে আছি। সাদা পর্দা। নতুন ফাইল খোলা। এমএস ওয়ার্ড। ইউটিউবে গান। তবু লিখতে পারছি না। ইভা মেয়েটার গল্পটা লিখব। গল্পটার সুবিধা হলো, একরৈখিক নয়। এক স্তরেরও নয়। প্রেমকাহিনি সাধারণত খুবই সরল ধরনের হয়। একটা ছেলে। একটা মেয়ে। তাদের দেখা হয়। চোখাচোখি হয়। ভালো লাগা। ভালোবাসা। তারপর প্রতিবন্ধকতা। তারপর আবার একটু মিলনের সম্ভাবনা। শেষতক একজনের বিদায়। অথবা দুইজনেরই। কিন্তু এই গল্পটা কোথায় যাবে বুঝছি না। আচ্ছা, আগে পুরোটা শুনে নিই। তারপর নাহয় লেখা ধরা যাবে।

শুভর মা আপাতত এদের দুজনের মধ্যখানে বাধা হয়ে আছেন। সেটা কোথায় যায়, দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের সামান্য পাশে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল
পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ইভার কথা

আমি শুভর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলাম। আমার হাতে মোবাইল ফোন। কল আসছে। রিং বাজছে। শুভ কল করছে। আমি শুনব না। রিকশা ছুটছে। আমি চুপ করে বসে আছি। এক হাতে শক্ত করে ধরে আছি রিকশার হুড। আমার চিন্তা করার শক্তি লোপ পেয়েছে।

হু হু করে কান্না আসছে। মনে হচ্ছে, আমি আর কোনো দিনও পেছন ফিরে চাইব না। এ অসম্ভব।

'কই যাইবেন, আপা?'

রিকশাওয়ালার কথায় সংবিৎ খানিকটা ফিরে এল।

কই যাওয়া যায়। বসুন্ধরা শপিং মলে যাওয়া যায়। রিকশাওয়ালাকে তাই বললাম।

বসুন্ধরা মলে গিয়ে অকারণে হাঁটাহাঁটি করলাম।

এ ফ্লোর থেকে ও ফ্লোর। একবার লিফটে। একবার এস্কেলেটরে। শেষে ফিরে এলাম বাসায়। মন ভালো না। মেজাজ খারাপ। নিজের গুহায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

মোবাইল ফোনে দেখি এগারোটা মিসড কল। এসএমএস তিনটা। ফেসবুকে মেসেজ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাটে বসে পিঠটা দেয়ালে ঠেকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

এসএমএস দেখলাম। দুটো শুভর। 'কী হয়েছে বলবে তো?'

'হঠাৎ কী হলো তোমার?'

আরেকটা তথ্য অধিকার কমিশনের বার্তা। তথ্য জানা আপনার অধিকার। পড়ে ফিক করে হেসে ফেললাম। তথ্য জানা আসলেই আমাদের অধিকার। শুভরও অধিকার।

নানা ধরনের কথা ভাবছি। শুভ এলে ওর সঙ্গে কথা বলব না। শুভর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। এই সব। ভাবতেই চোখ ভিজে আসছে।

আস্তে আস্তে চোখের জল চোখে শুকোয়।

আস্তে আস্তে রাগ কমে। ক্ষোভ কমে।

তারপর একসময় দরজায় নক। মায়ের কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'ইভু, শুভ এসেছে।'

'আসুক', বললাম।

মা দরজা খুললেন। 'শুভ এসেছে।'

'বললে তো একবার। শুনেছি তো।'

মা চলে গেলেন।

আমি উঠছি না। জানি না আমার কী করা উচিত।

আমি বসে রইলাম।

একটু পরে শুভই এই ঘরে এসে হাজির।

'এই, কী হয়েছে? এইভাবে চলে এলে কেন?'

আমি গম্ভীর। চুপ করে রইলাম।

'কী হয়েছে, বলো।'

আমি কিছুই বলি না।

'আচ্ছা, তাহলে আমি চলে গেলাম। না বললে কী করে বুঝব।'

একবার মনে হলো বলি, 'তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো।' কিন্তু তা তো আর বলা যায় না। কিছুই বললাম না।

ও একটুখানি অধৈর্য হয়ে পড়ল যেন। বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। তোমার যদি মনে হয়, তোমার কী হয়েছে আমাকে বলবা, তো ফোন কোরো। আমি চললাম।'

আমি কিছু বললাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও উঠে রওনা হলো।

একটু পরে মা এলেন। 'কী হয়েছে, ঝগড়া করেছিস?'

কেমন লাগে। বললাম, 'তাতে তোমার কী। তুমি এই সবের মধ্যে আসো কেন?'

'খেতে আয়।'

'তুমি খাও।'

মা কিছুক্ষণ এই দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন। তখন আমার দুচোখ ভেঙে কান্না আসতে লাগল।

গভীর রাতে ফোন এল। ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।

ধরলাম।

'হ্যালো, ঘুমাওনি?'

'হুঁ। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ঘুম ভাঙালাম। সরি।'

'না, ঠিক আছে।'

'এখন কি মনটা একটু ভালো?'

'উমম।'

'কী ভালো?'

'মন খারাপ কে বলল?'

'আমি বুঝতে পারি। আমি তোমার সব ঝুঝতে পারি।'

'না, মন খারাপ না।'

'কী হয়েছে তা তো বললে না।'

'পরে আরেক দিন বলব।'

'ঠিক আছে। এখন বলতে হবে না। এখন শুধু...'

'এখন শুধু কী?'

'এখন শুধু আদর।'

'উমম।'

'উমমা...'

(নীরবতা)

'কী, কথা বলছ না কেন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী বলব?'

'আদর দাও।'

'না, পারব না।'

'পারতেই হবে। এই যে আমি দিচ্ছি...'

পরের দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গেলাম ধানমন্ডি লেকের ধারে একটা রেস্তোরাঁয়। শুভ এল। আমরা একসঙ্গে নাশতা করলাম।

শুভকে জানালাম আন্টি কী বলেছেন সেটা।

শুভ বলল, 'আরে এইটা কোনো ব্যাপার। মাকে আমি বকে দেব।'

আমি বললাম, 'কক্ষনো না। আন্টিকে তুমি কিছুই বলবে না।'

ব্যাপারটা মিটেই গেল বোধ হয়। আমি ওদের বাসায় আর যাই না। আমরা বাইরে বাইরে ঘুরি।

কিন্তু মিটে গেল না।

মা বললেন, 'ইভু, শোন। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আমি বললাম, 'বলো।'

'না, বস। সিরিয়াস কথা।'

'বলো।'

'বস না।'

আমি বসলাম। মা বললেন, 'তুই আর শুভ ছেলেটার সাথে মিশবি না।'

আমি বললাম, 'জি আচ্ছা।'

'জি আচ্ছা মানে?। ওর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবি না।'

আমি চোখের পাতা একদম না কাঁপিয়ে বললাম, 'জি আচ্ছা।'

'আমাদের মেয়ে তো ফেলনা না। আমরা তোর জন্য শাহজাদা এনে দেব।'

'আমি তো শাহজাদার জন্য মারা যাচ্ছি না, মা।'

'ভেবেছে কী? ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে বলে পা মাটিতে পড়বে না?'

আমি মাথা তুলে তাকালাম। তার মানে ঘটনা আরেকটু এগিয়েছে।

'তোর অনেকগুলো প্রপোজাল আছে। আমরাই রাজি হচ্ছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন একটা ভালো ছেলে পাওয়া গেছে। আমরা দেখছি। তোর ছোট মামা...'

'আমি কি তোমাদের বাড়িতে বেশি হয়ে গেছি। একটু আস্তে চললে হয় না?'

'না, বেশি হবি কেন। আমাদের একটা মেয়ে। মেয়ে কি কানাখোঁড়া। মেয়ে কি দেখতে খারাপ? মেয়ে কি অশিক্ষিত?'

'মা, তুমি চুপ করবা? না হলে কিন্তু আমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব।'

বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাপারটা বেশ জট পাকাচ্ছে। তার মানে মাকে ফোন করে বা কোনোভাবে কটু কথা শুনিয়েছেন শুভর মা।

মার সম্মানবোধে লেগেছে। তাই এই সব বলছেন। আমার ইচ্ছা করছে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করি। তোমরাই তো এই ছেলেকে ধরে আনলে বাসায়। তোমরাই ঠেলেঠুলে আমাকে পাঠিয়েছ তার কাছে। এখন যখন আমি একেবারেই ইমোশনালি ইনভলভড হয়ে গেছি, এখন বলছ ওর সাথে মিশবি না। আরি কী আশ্চর্য। আমি একটা খেলনা পুতুল। দম দেওয়া পুতুল। চাবি দিয়ে মেঝেতে নামিয়ে দিলে আর আমি লাফাতে থাকলাম! আবার সুইচ বন্ধ করে দিলে, অমনি থেমে গেলাম! আমি কি একজন মানুষ নই। আমার কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই? আমার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই। সম্পর্ক জিনিসটা কি একটা ছেলেখেলা? খেললাম, খেললাম, না খেললাম, চলে গেলাম!

আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইলাম।

ফোন আসছে। ধরি না।

মেসেজ চেক করি না।

ল্যাপটপে বসি না।

ভালো লাগে না। আমার কিছুই ভালো লাগে না।

আমি কারও সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক রাখব না। আমার কিছুই লাগবে না।

আমি ফোন অফ করে দিই। আমি ল্যাপটপ খুলে ফেসবুক ডিঅ্যাকটিভেট করে দিলাম। আমি এই জগতের সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক রাখব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের বেলা মা দরজা ধাক্কা দিতে লাগলেন। 'এই খাবি না? খেতে ওঠ। বাবা বসে আছে।'

আমি বললাম, 'জি না। খাব না।'

'কেন, খাবি না কেন?'

'চিৎকার কোরো না তো, মা। খাব না। বাবাকে বলো, আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।'

'না, কেন মিথ্যা কথা বলব। আয়।'

'চুপ করো তো তুমি।'

'উফ। শুরু হবে এখন নাটক। বাবা আসবে। মা, আয়। মা...'

তখন না গিয়ে উপায় থাকবে। বাবা ঠিকই এলেন। 'ইভা, ইভা, খেতে আসো, মা।'

উঠতেই হলো। মানুষ যে কেন খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেয়!

AMARBOI.COM

খাওয়া কোনো সমস্যা নয়। মুখে না রুচলেও গলায় পাচার করে দেওয়া যায়। এখন বাবা মুখ খুলবেন। 'বুঝলি না মা, তোর জন্য একটা দারুণ সম্পর্ক পেয়েছি। একেবারে রাজপুত্তুর।' এই সব এখন সহ্য করতে হবে।

বাবার মুখ দেখা যাচ্ছে বেশ গম্ভীর। চোখ লাল। বাবা বেশি টেনশন করছেন।

আমি বললাম, 'বাবা, তুমি কিন্তু খাচ্ছ না। শুধু ভাত নাড়ছ। খাও।'

বাবা কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন, 'তোকে তো মা আমরা এক ভালো যন্ত্রণায় ফেলেছি।'

আমি বললাম, 'বাবা, তুমি ভাত খাও। কোনো যন্ত্রণা হয়নি। সব ঠিক আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা পড়শি বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে

পড়শি যদি আমায় ছুঁত

লালন সাঁই

ইভার কথা

AMARBOI.COM

সুদীপকে দেখতে যাই মাঝেমধ্যে। আমার ঠিকানার খুব কাছেই তো সে থাকে। ইনস্টিটিউটে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে তার বাড়ি গিয়ে হাজির হই সকাল সকাল। নয়টা চল্লিশের বাস ধরি না। ১০টা চল্লিশের বাস ধরি। ওই একটা ঘণ্টা সুদীপের সামনে থাকি। ওর বন্ধু কাজে চলে যায়। আমি আর সুদীপ গল্প করি।

সুদীপকে কফি বানিয়ে খাওয়াই।

সুদীপকে জিজ্ঞেস করি ওর বাড়ির গল্প।

সুদীপ, 'তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'আমার মা আছে। তিনটা বোন আছে।'

'বাবা নেই?'

'না, বাবা নেই।'

'সরি।'

'বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। বাবা পলিটিকস করতেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সরি।'

'বাবা কমিউনিস্ট ছিলেন। যারা মেরেছে তারা তার দলেরই।'

'ও।'

'আমি সে কারণেই আমেরিকা চলে এসেছি। মা চাননি আমি থাকি। আমাকেও হয়তো মারা পড়তে হতো।'

'তাহলে তোমার মা আর বোনগুলোকে কে দেখে।'

'দুটো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের একটা দোকান আছে। কাঠমান্ডুর থামেলে।'

'ও আচ্ছা। আমি থামেলের কথা শুনেছি।'

'আমি তো কাঠমান্ডু ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। পড়া শেষ করতে পারলাম না রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে।'

'কী পড়তে?'

'আমি ম্যানেজমেন্ট নিয়েছিলাম।'

'এখানেও তো পড়ছই।'

'হ্যাঁ। ক্রেডিট ট্রান্সফার করে নিয়েছি। কিন্তু এখানে আসলে নতুন করে শুরু করতে হয়েছে।'

'পড়া শেষ করে কী করবে?'

'চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতে হবে। তাহলে যদি গ্রিন কার্ড হয়!'

'তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নাই?'

'গার্লফ্রেন্ড? এই সব চিন্তাই আমার মধ্যে নাই। জীবন এখানে বড়ই কষ্টের।'

'মার সঙ্গে কথা হয়?'

'হয় মাঝেমধ্যে। তোমার?'

'হ্যাঁ। আমারও মায়ের সঙ্গে কথা হয়। প্রায় প্রতিদিনই কথা বলি। স্কাইপ করি।'

'ভালোই। স্কাইপ আমাদের জীবনটাকে সহজ করে দিয়েছে।'

'ঠিক বলেছ।'

'আর আছে ইউটিউব। আমার যখন দেশের কথা মনে পড়ে, আমি ইউটিউবে নেপালি গান বাজাই। নেপালি ভিডিও দেখি। আমি দেশে ফিরে যাই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও তা-ই করি। সারাক্ষণ বাংলা গান শুনি। বাংলাদেশের ছবি দেখি। বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেল দেখি। বাংলাদেশকে খানিকটা পাই।'

সুদীপকে ধরে আমি বাথরুমে নিয়ে যাই। আবার রুমে নিয়ে আসি।

আমি তো ওর প্রতি দুর্বল ছিলামই। একটা সময় টের পাই সুদীপও আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে-ও আমাকে এসএমএস করে। একদিন যদি আমি তার কাছে না যাই, সে ফোন করে। 'এলে না যে?'

আমি বলি, 'আমি আসবই এমন কি কথা আছে?'

'তা নাই। তবু একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়ে গেছে তো!'

'প্রত্যাশা নাকি অভ্যাস।'

'দুটোই।'

'তুমি চাও আমি আসি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি না এলে তুমি আমাকে মিস করো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করো।'

'করি।'

'না এলে তোমার মন খারাপ হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাহলে আমি আসব।'

'প্লিজ আসো। এখনই আসো।'

'আমি তো এখন প্রভিডেন্সে।'

'প্রভিডেন্স থেকে চলে আসো।'

'আমার যে ক্লাস আছে।'

'তাহলে ক্লাস শেষে এসো।'

'ক্লাস শেষ হতে হতে তোমার বন্ধুর কাজ শেষ করার সময় হয়ে আসবে।'

'তাহলে আগেভাগেই আসো।'

'কেন। তোমার বন্ধু থাকলে কী অসুবিধা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো অসুবিধা নাই। তবু...'

'আচ্ছা, আমি আসছি।'

'আমার উড়ে যেতে ইচ্ছা করে।'

আমি তাড়াতাড়ি বেরোই ক্যাম্পাস থেকে। আমি উড়ে উড়ে যাই বাস টার্মিনালে। বাস ছাড়বে একটা বিশে। আমার লাঞ্চ হয়নি। আমি লাঞ্চ করব না।

বাসে উঠি। বাস চলে। আমি ফিরে চলি ব্যারিংটনে। এই বাস লাইনের শেষ স্টপটাতে। আমি আকাশের দিকে তাকাই। সুন্দর লাগে আকাশটাকে। আমি রাস্তার গাড়িগুলোকে দেখি। মার্সিডিজ। টয়োটা। ফোর্ড। হোন্ডা। হিউয়েন্দাই। কিআ। নিসান। পোর্সে। লিংকন।

আমি সাইনবোর্ড দেখি। আমি রাস্তার সাইন দেখি। আমার সময় তবু কাটে না।

আমি কেন যাচ্ছি সুদীপের কাছে। সুদীপ কে?

আমি তাকে চিনি না। তার বাড়িঘর কেমন, জানি না। তার মা কেমন, বোনেরা কেমন, জানি না। তার ভাষা বুঝি না। শুধু একটাই আকর্ষণ, সে দেখতে শুভর মতো। এই একটা কারণে কেউ এইভাবে ছুটে যায়? যেতে পারে?

মানুষের মন সত্যি বিচিত্র। আমার নিজেকে দিয়ে আমি বুঝতে পারছি। নিজের ওপর আমার কোনোই নিয়ন্ত্রণ নাই। কেউ একজন রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে আমাকে চালাচ্ছে।

প্রতিদিন যেখানে নামতে হয়, সেখানেই নামলাম বাস থেকে।

৫০ মিনিট লাগল বাসে।

এখানে আকাশ মেঘলা হয়ে এসেছে। বোধ হয় বৃষ্টি হবে। আমি দ্রুত হাঁটি। ছাতা আনিনি। সকালে ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখে বের হইনি। বৃষ্টি এলে মুশকিল হবে। ভেজা কাপড়চোপড় নিয়ে আমি সুদীপের ঘরে হাজির হতে পারব না।

বৃষ্টি আসার আগেই ওর ঘরে পৌঁছাই। বুক কাঁপে। বেল বাজালাম।

তারপর দরজা খোলার জন্য হাতল ঘোরালাম। খুলে গেল।

ঢুকলাম। সুদীপ আসছিল। টলমল পায়ে। আমি হাত বাড়াতেই সে আমার ওপরে শরীরের সমস্ত ভার দিয়ে দিল। আমি তাকে জড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরলাম। সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। তারপর আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল। আমিও তাকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরলাম। আহ্, কী শান্তি।

আমি ঠোঁট বাড়িয়ে তাকে চুমু দিতে লাগলাম।

সেই পারফিউম।

শুভ শুভ। আমি মনে মনে বলছি। আমি ওর সঙ্গে মিশে যেতে চাইছি।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সেই চেনা পারফিউমের গন্ধে বিভোর। আমার চেতনা বিবশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি,
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর?

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

AMARBOI.COM

ইভার কথা

শুভর সামনে বসে আছি। বনানীর একটা রেস্টুরেন্টে। এই অসময়ে এই রেস্টুরেন্টে তেমন কেউ নাই। লাল বাতি জ্বলছে মাথার ওপরে ঝোলানো চায়নিজ লণ্ঠনে।

সামনে লাল রঙের টেবল ক্লথে সাদা রঙের ন্যাপকিন। আমরা দুজনে বসে আছি মুখোমুখি।

আমাদের যোগাযোগ তিন দিন বন্ধ ছিল। আমিই কোনো রকমের যোগাযোগ রাখিনি।

ও একবার এসেছিল বাসায়।

মা বলেছেন, 'ইভু তো বাসায় নাই। ইউনিভার্সিটির ট্যুরে ইন্ডিয়া গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে নাকি শুভ বলেছে, 'ইন্ডিয়া গেছে। আমাকে বলে যাবে না? ইন্ডিয়ায় সব তো আমার চেনাজানা।'

মা মিথ্যা করে বলেছেন, 'ওরা, বন্ধুরা মিলে গেছে।'

ও চলে গেছে। নিশ্চয়ই মন খারাপ করেই গেছে।

তারপর আমি একসময় আর থাকতে পারলাম না।

ল্যাপটপ খুলে ফেসবুক অ্যাকটিভেট করলাম। তার খানিক পরেই মেসেজ এসে গেল। 'তুমি ইন্ডিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'এই তো। দিকশূন্যপুর।'

'সেটা কোথায়।'

'ওই যে নীললোহিত যেখানে যায়।'

'মানে কী?'

'মানে কিছু না।'

'তুমি আমাকে না জানিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেলে কেন?'

'কারণ, আমি স্বাধীন।'

'না, তুমি স্বাধীন না।'

'কী বলছ তুমি? আমি স্বাধীন না।'

'না।'

'কেন? আমার চলাচলের স্বাধীনতা নাই?'

'না। কারণ, তুমি ইন আ রিলেশনশিপ উইথ মি...'

'নো। ইটস কমপ্লিকেটেড।'

'মানে?'

'সামনাসামনি কোনো দিন দেখা হলে বলব।'

'সামনাসামনি লাগবে না। এখনই বলো।'

'সামনাসামনি বলতে হবে।'

'তুমি কবে দেশে ফিরবে?'

'আমি দেশেই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফিরেছ। তাহলে আমি আসছি।'
'না, এসো না। বললাম না ইটস কমপ্লিকেটেড।'
'তাহলে তুমি আসো।'
'তোমার বাসাতেও যাওয়া যাবে না।'
'তাহলে?'
'কালকে কোথাও দেখা করি।'
'আচ্ছা, আসো। কই আসবা?'
'বলো।'
'আচ্ছা, রেড ল্যান্টার্নে আসো। বনানী ১১-তে।'
'ঠিক আছে।'
'কখন?'
'তুমি বলো।'
'১২টায়।'
'আচ্ছা...'

AMARBOI.COM

আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। চোখ জ্বলে যায়, দেখব তারে অবস্থা। আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না। ছটফট ছটফট করি।

সকালে উঠতে খানিকটা দেরি হয়েছিল। তবু কখন ১১টা বাজবে, আর আমি বের হব, এটা নিয়েই মশগুল ছিলাম। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম বনানীর উদ্দেশে।

আগেই পৌঁছে গেছি। ঢুকে দেখি শুভ নাই। বাইরে বেরিয়ে একটুখানি পায়চারি করছি। ওর গাড়ি দেখতে পেলাম।

দাঁড়িয়ে থাকলাম। ড্রাইভার ছিল। গাড়ি পার্কিংয়ের ঝামেলা ওকে পোহাতে হলো না।

আমার দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছ?'

বললাম, 'হ্যাঁ। এখানে বন্ধুর বাসায় গেছলাম। হেঁটে চলে এলাম।'

দোতলায় গিয়ে বসলাম মুখোমুখি।

বললাম, 'তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, শুভ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমারও তো চোখ লাল। চোখের নিচটা বসে গেছে।'

'বলো।'

'তোমারই তো বলার কথা। তুমি কেন এমন করছ। কী সমস্যা?'

'সমস্যা কিছু না। আমার প্যারেন্টস আমার জন্য পাত্র দেখছেন। একটা ভালো পাত্র নাকি পাওয়া গেছে।'

'আমি তো ভালো পাত্রই।'

'হ্যাঁ, তুমি তো ভালো পাত্রই। সে কথা যেমন তুমি জানো, তেমনি আমিও জানি। আমি জানি আর বিশ্বাস করি। কিন্তু কথাটা সবচেয়ে ভালো জানেন তোমার বাবা-মা। আন্টি আর আংকেল। তারা বিশ্বাস করেন যে ইউ আর টু গুড ফর মি। তুমি খুব ভালো পাত্র আর আমি মোটেও ভালো পাত্রী না।'

'যাহ।'

'হ্যাঁ। আর তাদের ধারণা, আমার চরিত্র খারাপ। কারণ তোমার মতো ভালো পাত্র দেখে আমি তোমার পেছনে লেগেছি। তোমাকে জাদুটোনা করে ফেলছি।'

'দুরো, কে বলে এই সব তোমাকে?'

'আর আমার প্যারেন্টসও খুব খারাপ। লোভী। এই রকম একটা সুপাত্র দেখে আমরা ছিনেজোঁকের মতো লেগে পড়েছি। বাবা-মা-মেয়ে সবাই মিলে তোমার মাথা খাচ্ছি।'

'কে বলল তোমাকে এই সব বাজে কথা?' শুভর কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা।

আমি ঠান্ডা মাথায় বললাম, 'আমার বলতে খারাপ লাগছে, শুভ। তোমার মা বোধ করি আমার মাকে এসব কথা শুনিয়েছেন। ন্যাচারালি ওরা দুঃখ পেয়েছেন। বাবা তো তোমার বাবাকে খুব ভালো বন্ধু বলে মনে করেন। ছোটবেলায় কবে নাকি তোমার আমার বিয়ের কথা তারা দেওয়া-নেওয়া করেওছিলেন। বাবা ভেবেছেন তুমিও সেই ছোটটিই আছ। আমিও সেই ছোটটিই আছি। তাদের বন্ধুত্বও অমলিন আছে।

'আসলে তা না। তুমি বড় হয়েছ। আইটি থেকে পড়ে এসেছ। এখন এখানে ভালো ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে জয়েন করেছ। আইটি ফার্মে কনসালট্যান্সি করছ। পড়তে আমেরিকা চলে যাবে। তোমার ফিউচার খুবই ব্রাইট। তুমি দেখতে-শুনতে সুন্দর। গান পারো। গাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রাইভ করো। তোমার জন্য রাজকন্যা অপেক্ষা করছে। আমি তো তোমার যোগ্য নই। কোনোভাবেই আমাকে তোমার যোগ্য বলা যাবে না। কোনোভাবেই না...'

আমার চোখ ভিজে আসছে। গলা আসছে বুজে। আমি আর কথা বলতে পারছি না। চায়নিজ রেস্তোরাঁর স্যুপের বাটিতে আমার চোখের জল মেশে।

শুভ টেনে একটা শ্বাস নিল। বলল, 'ওয়েল। চলো। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে কাজি অফিস যাব। দুজন সাক্ষী বোধ হয় লাগবে। আর কিছু টাকা। আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে।'

আমি হেসে বললাম, 'কাজি সাহেব ক্রেডিট কার্ড নেবেন না মনে হয়। তাকে ক্যাশ দিতে হবে।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে ব্যাংকে গিয়ে আমি টাকা তুলে নিচ্ছি। আর ড্রাইভার একটা সাক্ষী। আরেকটা পাওয়া যাবে। চলো।'

আমি বললাম, 'পাগলামো করতে হবে না। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। তাই না?'

সে বলল, 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?'

'বাসি।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না?'

'চাই।'

'তাহলে হেসিটেট করছ কেন? ওঠো।'

'আচ্ছা আচ্ছা। আগে আমরা সোজা আঙুলে ঘি তোলার চেষ্টা করি। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কীভাবে বাঁকা করতে হয়, সেটা তুমি দেখিয়ে দেবে।'

'না, ইভা। আমি আর পারছি না। তোমাকে না দেখে থাকার যে কত কষ্ট আমি এ কটা দিনে বুঝেছি। তোমার সঙ্গে এক বেলা কথা না হওয়া মানে বুক ভেঙে আসা। আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছে এ কদিন। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটা তো আমি জানতামই। তুমিও আমাকে ভালোবাসো সেটাও আমি জানতাম। কিন্তু সেই ভালোবাসাটা যে কতখানি তীব্র সেটা আমি এবার বুঝলাম। একটুখানি গ্যাপ পড়াতে বুঝলাম আমার এই জীবনের কোনো মানেই নাই, যদি তুমি না থাকো। ভালোই হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অর্থে। আমি আমার ভালোবাসার মানেটা বুঝেছি। আমি তোমার মূল্যটা একেবারে যাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া পেয়েছি।'

'কী টের পেলে?'

'টের পেলাম যে আমার জীবনের মানে হলো তুমি। আমি তোমাকে ছাড়া একমুহূর্তও বাঁচব না। কাজেই আমাদের এক থাকতে হবে। আমাদের মিলতেই হবে। কাজেই কোনো বাধাই আমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। টেক ইয়োর টাইম। বিয়ে করে ফেলার রাস্তা তো খোলা থাকলই। তুমি বাবা-মাকে বোঝানোর চেষ্টা করো। তা না হলে আমরা কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে সেরে নেব। কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ।'

'ঠিক আছে। আমি বাসার ব্যাপারটা দেখছি। কিন্তু তুমি যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ো না।'

'না, দিচ্ছি না।'

'চলো এখন আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে।'

'কই।'

'চলো না।'

AMARBOI.COM

আমি ওর গাড়িতে উঠলাম। গাড়িটা বনানীর একটা পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের সামনে থামল।

'এটা কিসের বিল্ডিং?' আমি বললাম।

'এটা আমার একটা বন্ধুর অফিস। ওর একটা হাউজিংয়ের ব্যবসা আছে। দেখি ওর সাথে দেখা করে যাই।'

লিফটে পাঁচ তলায় উঠলাম।

লিফটে কেউ ছিল না। শুভ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিল।

অফিসে ঢুকলাম। তিন-চারজন লোক অফিসে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে বিভিন্ন ডেস্কে।

একজন এসে সালাম দিয়ে বলল, 'স্যার তো আসে নাই।'

শুভ বলল, 'আসে নাই। কেন? কটা বাজে?'

'আরেকটু পরে আসে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা, আমি দেখছি।' বলে সে মোবাইল ফোন হাতে নিল। বলল, 'দোস্ত, তোর অফিসে আসছি। আর তুই নাই। আসবি কখন। আচ্ছা, তুই ধীরে ধীরে আয়। আমরা তোর রুমটায় বসে একটু গল্প করি। আয়। নো হারি। নে, কথা বল।'

শুভ মোবাইল ফোনটা অফিসের কর্মচারীর হাতে দিল। জি স্যার জি স্যার করতে লাগল লোকটা। সে আমাদের তাদের বসের রুম খুলে দিল। কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞেস করল।

শুভ বলল, 'দুই কাপ চা দিতে পারেন। দুধ-চিনি না হলে ভালো হয়। হলেও ক্ষতি নাই।'

আমরা রুমে বসলাম। বড় সোফা।

আমি বললাম, 'তোমার কী দরকার পড়ল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার।'

শুভ বলল, 'বুঝলে না, বিয়ের সাক্ষী লাগবে। বড়লোক বন্ধু। টাকাপয়সাও তো লাগতে পারে। রিলেশন ঝালিয়ে রাখা ভালো।'

চা এল। পানি। বেয়ারা বিদায় দেওয়ার পর শুভ রুমের দরজা আটকে দিল।

তারপর আমাকে দাঁড় করিয়ে জড়িয়ে ধরল বুকের সাথে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি আমার জান। তুমি আমার প্রাণ। তুমি আমার সব। তুমি আমার বেঁচে থাকা।'

আমি ওর ঠোঁট খুঁজে এনে কামড়ে ধরলাম।

আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেললাম। জগতে কেহ যেন নাহি আর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার কথা

ইভা মেয়েটি ভালোই ছবি আঁকেন। রিসডির কতগুলো ক্লাসওয়ার্ক দেখলাম। ওদের ক্লাসওয়ার্কগুলো নিয়ে প্রদর্শনী হচ্ছে। আমাকে বলল, 'স্যার, দেখবেন।'

আমি বললাম, 'চলেন। দেখি।'

ব্রাউন ইউনিভার্সিটি আর রোড আইল্যান্ড স্কুল অব ডিজাইন পাশাপাশি। পাহাড়ি পথ। অনেক চড়াই-উতরাই। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে রিসডির গ্যালারিতে যাই। দোতলায় ওদের এক্সিবিশনটা হচ্ছে। দেখি। বড় বড় সব প্রিন্ট। আজকাল শিল্প বলতে আর নির্দিষ্ট ফ্রেমে ক্যানভাসে আঁকা ছবি বোঝায় না বা কেবল ভাস্কর্যও বোঝায় না, আর্ট নানা প্রকারের। ভিজ্যুয়াল আর্ট, অডিও-ভিজ্যুয়াল। দেয়ালে কিছু একটা দেখানো হচ্ছে প্রজেক্টরে, মিউজিক হচ্ছে, একটা চেয়ারে বসে সেটা দেখতে হবে, শুনতে হবে—এই ধরনের নানা কিছুই আর্ট হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

ইভার কাজগুলো দেখলাম। ও বাংলা বর্ণমালা আর ইংরেজি বর্ণমালা মিলিয়ে কতগুলো কম্বিনেশন করেছে। ঠোঁট আছে। চোখ আছে। নারীর শরীরও আছে।

ভালোই লাগল। ভালো লাগাটা জানালাম তাঁকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর বললাম, আপনার গল্পের বাকিটা তো আমার শোনা চাই।

ও বলল, 'নিশ্চয়ই। চলুন, আমাদের ক্যাম্পাসের সামনে নদী আছে। নদীর ধারে বসার বেঞ্চ আছে। গাছ আছে। সুন্দর জায়গা। ওখানে বসে গল্প করি।'

তাঁর সঙ্গে গেলাম নদীর ধারে। এই দেশের নদী তো একেবারে সরলরেখার মতো সোজা। দুধার পাথর দিয়ে বাঁধানো। নিচে পানি। একেবারে নির্মল। একটার পর একটা ব্রিজ নদীটার ওপরে।

ওই ওখানে একটা ক্যাথেড্রাল। তার চুড়োটা সোনার।

কী সুন্দর।

কী পরিচ্ছন্ন সব।

ইভা বললেন, 'তারপর তো শুভর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যেতে লাগল।'

শুভ তার বাবা-মাকে বলল, 'শোনো, আমি ঠিক করেছি, আমি বিয়ে করব। তোমার দিনক্ষণ ঠিক করে বাকিটা অ্যারেঞ্জ করো।'

শুভর মুখে শুনেছি, ওর বাবা-মা আকাশ থেকে পড়ার ভাণ করেছিলেন। বললেন, 'এ কী কথা। আমরা মেয়েটেয়ে দেখি। খোঁজখবর করি। ১০০ মেয়ে দেখে একটা বাছব। তোর বিয়ে তো আমরা যার-তার সাথে দিতে পারি না।'

শুভ বলেছিল, 'নিশ্চয়ই না। যার-তার সাথে বিয়ে দেবেন কেন। আমার বিয়ে কার সাথে হবে, এটা আমিই ঠিক করব। মেয়ে আমার বাছাই করাই আছে। আপনারা খুব ভালো চেনেন। ইভাকেই আমি বিয়ে করব। ইভাকে ছাড়া আমার একদণ্ডও চলে না। ওকে ছাড়া আর কিছু আমি কল্পনাও করতে পারি না। ইভার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা আপনারা ঠিক করেন।'

মা বললেন, 'সে কী। ইভা তোর যোগ্য? ওরা আমাদের আত্মীয় হতে পারে। আমি আরও কত কী ভেবে রেখেছি।'

'তুমি ভাবলে তো চলবে না, মা।' শুভ নাকি বলেছিল। বলেছিল, 'বিয়ে করব আমি। সংসার করব আমি। তোমার মনের মতো বউ হলে তো চলবে না। বউ হতে হবে আমার মনের মতো।'

আন্টি রাগ করেছিলেন। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শুভ তো চেঁচামেচি করার পাত্র না। সে বলল, 'শোনো, আমি আলাদা বাসা ভাড়া নিচ্ছি। সেটাতে উঠে যাব। আমি বিয়ে করব। ঢাকা শহরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুমধাম করেই বিয়ে করব। ইভাকেই করব। বউ করে ইভাকে ওই বাসায় তুলব। তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখো। ঠিক আছে।'

ওর মা আবার গোসসা করলেন।

বাবা উল্টো মায়ের ওপরে রাগ করলেন। 'তুমি এই রকম শুরু করেছ কেন। আবুল হাসান চৌধুরীর মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দেব, এটা তো ২০ বছর আগে থেকেই কথা হয়ে আছে। আজকে কথা ওল্টালে তো হবে না।'

এসবই শুভর কাছ থেকে আমার শোনা। হয়তো কিছুটা কল্পনা করে নেওয়া।

আমি বললাম, 'সো ফার সো গুড। তারপর কী হলো? বিয়ে?'

'আরে আগে পুরোটা শোনেন তো।'

আবার আকাশ কালো করে আসছে। বোধ হয় বৃষ্টি হবে। খোলা আকাশের নিচে এই গল্প আর শোনা যাবে না। গল্পে আজ আবার বিরতি।

ইভা বললেন, 'আগামীকাল আবার বলব। ঠিক আছে?'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

আমরা উঠলাম। তার আগেই বৃষ্টি শুরু হলো। ইভার কাছে ছাতা ছিল। তিনি মেলে ধরলেন। বেশি বড় ছাতা না। নীল রঙের ছাতা। এইটাও তাঁদের রিসডিরই পণ্য। হয়তো মেইড ইন চায়না। কিন্তু তাতে তাদের আর্ট কলেজটার নাম লেখা।

ইভা বললেন, 'আপনি ভিজছেন কেন? আপনি ছাতার নিচে আসেন।'

আমি ছাতার নিচে গেলাম। ইভার পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছি। ইভার গল্পে পারফিউম প্রসঙ্গ খুব আছে। পারফিউমের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে কি প্রেম কিংবা কামের কোনো সম্পর্ক আছে?

আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আওড়াই, এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ এই হাতে কি আমি আর কোনো পাপ করতে পারি। এই ঠোঁট নীরাকে বলেছে ভালোবাসি, এই ঠোঁটে আর কোনো মিথ্যা কি মানায়?

আমি সরে এলাম।

আমরা ওদের ইনস্টিটিউট বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেছি কাকে চাই কে এলে চোখে ফোটে
খুশির জ্যোতিকণা—

শামসুর রাহমান

ইভার কথা

শুভ ফোন করেছে, 'ইভুসোনা!'

'কী শু!'

'গুড নিউজ আছে। মা-বাবা তোমার বাবা-মার সাথে কথা বলবেন। ফোন করে ডেট নিচ্ছেন।'

আমি বললাম, 'এখন আমার বাবা-মা বেঁকে না বসলেই হয়।'

'কোনো চান্স আছে?'

'৫ পারসেন্ট।'

'৫ পারসেন্ট তো অনেক। শোনো, আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। স্ট্যাটিস্টিকস পড়তে হয়েছে। একটা রাস্তায় এক শ জনে ১ জন মারা যায়। মরার চান্স ১%। কিন্তু ধরো, আমিই মারা গেলাম। আমার জন্যও তো আর ওয়ান পারসেন্ট থাকল না। হান্ড্রেড পারসেন্ট হয়ে গেল। বাবা-মা প্রপোজাল নিয়ে তোমাদের বাড়িতে গেল। তোমার মা-বাবা আউট অ্যান্ড আউট নো বলে দিল। আমি কিন্তু হান্ড্রেড পারসেন্ট মারা যাব। ওই সব ভগিজগি চলবে না। তুমি তোমাদের বাসায় সবকিছু একদম হান্ড্রেড পারসেন্ট ওকে করে রাখো। সবকিছু যেন স্মুথলি চলে।'

আমি ফোন রেখে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল এগারোটার মতো বাজে। বাসায় বাবা নেই। অফিস গেছেন। মা আছেন। পত্রিকা সামনে রেখে হিন্দি সিরিয়াল দেখছেন। রোজি রান্নাঘরে। তরকারি কুটছে। আমি আমার ঘরে। আমার মনটা উড়ু উড়ু। কেমন যেন লাগছে। প্রেমে পড়ার অনুভূতি কী হয় আমি জানি। প্রেমে পড়েছি, কিন্তু বলতে পারিনি, সেই অনুভূতিটাও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। বলে ফেলেছি, হয়ে গেছে—এসব পর্যায়ও তো পার হয়ে এসেছি। কিন্তু এই যে যাকে ভালোবাসি তারই সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে, এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কেমন যে লাগছে। সমস্ত শরীরের মতো একধরনের ঝিনঝিন ভাব। একটু লজ্জা লজ্জা। একটু একটু স্বপ্ন স্বপ্ন। ঘোর লাগা ভাব।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। আকাশ দেখি। গাছপালা দেখি। পাশের বাড়ির ছাদ দেখি। ছাদে কাক বসে আছে। কাকের ডানায় রোদ ঝিকঝিক করছে। আমার ভালো লাগছে।

আবার নিজের বিয়ে। একটা লজ্জার ব্যাপার না? আমি এখন মাকে ডেকে বলব, 'মা, শোনো, আমার বিয়ের কথা বলতে ওরা আসবে। তুমি কিন্তু মা ব্যাগরবাই করবা না। বলা যায়?'

কিন্তু বলতে তো হবেই।

একটা কাজ করা যায়। মাকে বলার বদলে বাবাকে বলা যায়।

বাবার অফিসে চলে গেলাম।

বাবা আমাকে দেখে অবাক। 'কী ব্যাপার, মা।'

'কথা আছে, বাবা।'

'আয়। বল।'

'বসে বলি।'

'বস।'

'চা দিতে বলো।'

'শুধু চা?'

'হ্যাঁ, শুধু চা।'

বাবার অফিসটা তেমন রাজকীয় না। তার রুমে একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টাইপ টেবিল। একটা অ্যাড ফারমের পরিচালকের রুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতটা অশৈল্পিকও হতে পারে। আমি আমার লেখাপড়া শেষ করে নিই। বাবার অফিসটা আমি সাজিয়ে দেব।

আমি বাবার রুমের দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। বসলাম মুখোমুখি।

বাবা বললেন, 'গুরুতর কিছু।'

আমি বললাম, 'হুম।'

'খারাপ খবর কিছু?' বাবার কপালে ঘাম।

'না।'

'তাহলে।'

'তাহলে হলো, আই লাভ ইউ, বাবা।'

বাবাকে আরও নার্ভাস দেখা যাচ্ছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি বললাম, 'শোনো, আমি সব সময়ই এমন ভাব করে এসেছি যে তোমার ওপরে আমার অভিমান আছে। আসলে তোমার ওপরে আমার কোনো অভিমান নাই। আমি খুব ভালো করে জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো। তোমার ছেলেটার চেয়েও আমাকেই বেশি ভালোবাসো।'

বাবা আমার মুখ দেখে সেখানে না-লেখা কথাগুলো পড়ার চেষ্টা করছেন।

'আর আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি। এইটা কখনো বলা হয় নাই। কাজেই বলে রাখলাম।'

বাবা উঠলেন। আমার কাছে এলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমিও কাঁদতে শুরু করে দিলাম।

'মারে, এই সব গল্প তোকে কে করেছে আমি জানি না। আমি তোর মুখ দেখি নাই, এটা সত্য না। আমাকে এসে খবর দেওয়া হলো, তোর মায়ের জ্ঞান নাই। বুক থেকে দুধ বের হচ্ছে না। আমি বোকা হয়ে গেলাম। আমি ভাবলাম, বাচ্চা জন্মানোর পর কাঁদবে। তখনই তার মুখে মায়ের দুধ দিতে হবে। বাচ্চা দুধ খেয়ে চুপ করে যাবে। আমি ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নিউ বর্ন বেবি মায়ের দুধ না পেলে কী খাবে। তিনি বললেন, আছে একটা দুধ। দাম বেশি।

'আমি বললাম, কত দাম। উনি বললেন, ১২০০ টাকা। আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না। আমি দৌড়ে গেলাম ওষুধের দোকানে। তোর জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ল্যাকটোজেন না কী যেন একটা দুধ কিনলাম। তারপর ফিরে এলাম হাসপাতালে। এরই মধ্যে ওরা রটিয়ে দিল মেয়ে হয়েছে শুনে মেয়ের বাবা উল্টো দিকে চলে গেছে। মা, ঘটনা সত্য না। তুই জেনে রাখ।'

আমি চোখের পানি মুছে হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি জানি, বাবা, তোমার ভালোবাসায় কোনো খাদ থাকতে পারে না।'

মেয়েমানুষ। কান্দে আর বান্ধে। আমি চোখের জল মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'বাবা, শুভর গার্জিয়ানরা প্রপোজাল নিয়ে আসবে। মা তো রাগ করে আছেন। তুমি মাকে একটু সামলাও।'

বাবা বললেন, 'তোর মায়ের রাগ তো থাকে না। দেখবি খুশি হয়ে কাজে নেমে পড়বে।' তিনি হাসলেন।

বাবার হাসি দেখে আমার অন্তরটা জুড়িয়ে গেল।

'উফ, বেঁচে থাকাটা এত আনন্দের একটা ব্যাপার।'

'আয়, এই উপলক্ষে আমরা একটু ভালো খাওয়াদাওয়া করি। পাশেই হানিফের বিরিয়ানি পাওয়া যায়। খাসির বিরিয়ানি। তেলে চপচপ করে। পৃথিবীতে এর চেয়ে স্বাদু জিনিস কিন্তু এখনও নাই।'

আমি হাসি। 'বাবা, তোমার তো কোলেস্টেরল বেশি। মা দেখলে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে।'

বাবা বললেন, 'তোর মা জানতে পারবে কোত্থেকে। আমার কোলেস্টেরল বেশি। কিন্তু তোর তো কম। তুই খা। বিয়ের আগে তোর ওজন দুই কেজি বাড়ালে তোকে খুব ভালো লাগবে।'

আমি বলি, 'ঠিক আছে, বাবা। আনো তোমার কোলেস্টেরলযুক্ত বিরিয়ানি। খাই।'

'এই, দুই ফুল বিরিয়ানি আনো। আসলে কিনবা চারটা। দুইটার রাইস ফেলে দিয়ে শুধু মাংসটা এই দুইটার সাথে দিয়ে দিতে বলবা। আলাদা করে কাঁচা মরিচ দিতে বলবা। যাও...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল
গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল কবুল

আল মাহমুদ

ইভার কথা

বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে শুভদের বাসা থেকে শুভর ফুপা আর ফুপু এলেন।

মিষ্টির প্যাকেট এসেছে আলপনা আঁকা সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির বাসনে। সঙ্গে ফুল। দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল।

আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। শুভর সঙ্গে সারাক্ষণই ফোনে কথা হচ্ছে। এই যে ফুপারা রওনা হচ্ছেন, এই যে ওরা গাড়িতে উঠলেন, এই যে গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিন্তু আমার কর্তব্য কী?

আমি কি বাসায় থাকব, নাকি বাইরে থাকব?

মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মা বলেছেন, 'অবশ্যই তুই বাসায় থাকবি। ওরা যদি তোকে দেখতে চান, তখন কী বলব।'

'ও মা। আজকে তো আমার এনগেজমেন্ট হচ্ছে না বা মেয়ে দেখা না যে আমাকে থাকতে হবে।' আমি বললাম।

'না, এটা একধরনের মেয়ে দেখাই। তোকে অবশ্যই থাকতে হবে। আর এখন থেকেই দুবেলা মুখে কাঁচা হলুদ দিবি। গায়ের রং একটু উজ্জ্বল হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার উজ্জ্বল রং দরকার নাই, মা। আমি যা আছি, সেই আমার ভালো।'

'আচ্ছা, উজ্জ্বল রং না হয় দরকার নাই, কিন্তু এটা বিয়ের একটা রিচুয়াল। বাঙালি মেয়েরা বিয়ের আগে হলুদ মাখে। এতে কল্যাণ হয়।'

'কল্যাণ কি সব হলুদে এসে ভর করল?'

'আরে, খালি কথা বলে। তুই জানিস হলুদের কত উপকারিতা। এইটা অ্যান্টি অক্সিডান্ট, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক।'

'মা, তুমি তো বায়োকেমিস্ট হয়ে গেছ, মা। বাপরে।'

'খোল তোর ইন্টারনেট। বের কর হলুদের উপকারিতা। কর। আমার সামনে কর।'

আমি মার সামনেই গুগল খুললাম।

বললাম, 'তোমার হলুদ ক্যানসার, আলঝেইমারস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জির ওষুধ। কাজেই এটা তোমাকে সবেলা দু'চামচ করে খেতে হবে। গোটা গোটা পানির সাথে গিলেও খেতে পারো। আবার হলুদগুঁড়া পানির সাথে মিশিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলতে পারো। তোমার ইচ্ছা।'

'গায়ে হলুদ দিলে কী কী হয়, সেটা পড়।'

'বলেছে, এটা কাটা ঘায়ে দেওয়া হয়। রক্ত বন্ধ করে। অ্যান্টিবায়োটিক। যা তুমি জানো তা লেখা আছে।'

'কাজেই তুই এখন থেকে গোসলের আগে কাঁচা হলুদ মেখে মুখে দিতে থাকবি। তোকে সুন্দর দেখাবে। মুখের দাগ দূর হবে।'

'মা, তোমার মুখে কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে। তুমি আর আমি একসাথে দিই।'

'উফ। এই মেয়ের সাথে কে কথা বলে?'

যা-ই হোক, ফুপা আর ফুপু এলেন। তাঁরা দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আবার দুজনেই আমার বাবা আর শুভর বাবার বন্ধু। কাজেই তাঁরাই যে আমাদের বিয়ের পাকা কথা বলার জন্য আসবেন, তাই হবে সবচেয়ে ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তাঁরা তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখতেও চাইবেন। কাজেই আমাকে সত্যি সত্যি পারলার থেকে ঘুরে আসতে হয়েছে। ফেসিয়াল করেছি।

এখন একটা শাড়িও পরেছি।

আমাদের কালের মেয়েরা কেউ কোনো উপলক্ষ ছাড়া বাসায় শাড়ি পরে না। কিন্তু আমাকে পরতে হলো। আর উপলক্ষ তো একটা আছেই।

বাসায় নানা ধরনের খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝালের মধ্যে আছে চটপটি, চপ, কাটলেট, সমুচা, নুডলস, লুচি, তরকারি, ফিশ ফিঙ্গার, ফ্রায়েড চিকেন, মিষ্টির মধ্যে পায়েস, পুডিং, কাস্টার্ড, রসমালাই, দই। এর পরও যদি তাঁরা খেতে চান, সে জন্য তেহারি ও ভুনা খিচুড়ি। সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, বিফ ভুনা, মুরগির ঝাল।

ফুপু-ফুপারা আসার খানিক পরে মা এসে বললেন, 'এই, তুই আয়, সালাম করে যা।'

'সালাম মানে আবার পায়ে হাত দিয়ে সালাম না তো।'

'হ্যাঁ, পায়ে হাত দিয়েই তো সালাম করবি।'

'জি না। আমি জাস্ট আসসালামু আলাইকুম বলব।'

'কী ভাববে?'

'কিছুই ভাববে না। কেউ কারও বাড়িতে বেড়াতে এলে কেউ তার পায়ে পড়ে কদমবুসি করবে নাকি?'

'ওরা বেড়াতে আসেন নাই।'

'তবে?'

'ওরা এসেছেন পাকা দেখা দেখতে। পাকা কথা পাড়তে।'

'সেটা কীভাবে বুঝব?'

'মিষ্টির প্যাকেট কতগুলো দেখেছিস?'

'হুঁ। তো।'

'এতগুলো মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে কেউ বেড়াতে আসে না।'

মার কথায় যুক্তি আছে। মার সাথে তো কথায় পারা গেল না।

আমি একটা সিল্কের শাড়ি পরেছি। সিল্কের শাড়ির সুবিধা হলো ফুলে থাকে না। এটা ফরমাল। আবার খুব ফরমাল দেখায় না। সামান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গয়নাগাঁটি পরে নিয়েছি। আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আমার খালাতো বোন সীমা এসেছে। সে পড়ে ইডেন কলেজে। ইকোনমিকসে। সমবয়সী আমারই। তবে তার একটা গুণ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সে সাজগোছের এক্সপার্ট। আমাদের ফ্যামিলিতে এই কাজে তার নাম ও ডাক আছে। তাকে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় ডেকে নেওয়া হয়।

সীমা আমার শাড়িটা বেছে দিয়েছে। গয়নাগাঁটি আমার বেশি কিছু নাইও। যা আছে সেখান থেকেই সে হাতে গলায় কানের জন্য নির্বাচন করে ফেলল। চোখে কাজল দিলাম। কপালে টিপ। হালকা সাজ। আয়নায় নিজেকে দেখে ভালোই লাগল।

সীমা মেয়েটা কাজের আছে।

আমি বললাম, 'থ্যাংক ইউ, সীমা। আমাকে ভালোই লাগছে। তোর বিয়েতে কী করবি? কে তোকে সাজাবে?'

সীমা বলল, 'আমি নিজেই সাজব। অন্যের সাজানো আমার পছন্দ হবে না।'

আমি গেলাম বসার ঘরে। সালাম দিলাম।

ফুপা বললেন, 'আরেব্বাস, আমাদের ইভা মা এত বড় হয়ে গেছে নাকি, সেই ছোটবেলায় দেখেছিলাম।'

ফুপু বললেন, 'মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ মা। তোমাকে সুন্দর দেখা যাচ্ছে। বসো। ইউনিভার্সিটি খোলা?'

কমন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা।

এই-জাতীয় ছোটখাটো কুশল জিজ্ঞাসা হলো। তারপর ওঁরা আমার হাতে একটা আংটি পরিয়ে দিলেন। বললেন, 'এটা তো ঠিক এনগেজমেন্ট না। এনগেজমেন্টের জন্য একটা দিন ঠিক করতে হবে। আমরা দু-চারজনকে ডেকে ভালোমতো এনগেজমেন্ট করব। এইটা আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপহার।'

এইবার আমার তাঁদের কদমবুসি করা উচিত। আমি ঢুপঢাপ পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম। এর মধ্যেই আমার মোবাইল ফোনে এসএমএস এসে গেল। শুভ লিখেছে: 'কী অবস্থা?'

আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসএমএসের জবাব লিখলাম : 'খুব ভালো অবস্থা। ফুপা-ফুপুর সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেল।'

'তাই নাকি। বাহবা। কংগ্রাটস।'

'থ্যাংকস।'

'বিয়ের ডেট ঠিক হলো?'

'আমি কী জানি?'

'তুমি জানবে না?'

'নাহ্। এটা বড়দের ব্যাপার।'

'কিন্তু বিয়ে তো আর বড়রা করবে না!'

'কিন্তু বড়রা তো দেবে। ছোটরা তো বিয়ে করার জন্য একপায়ে খাড়া।'

'একপায়ে খাড়া মানে কী? আমার সম্পর্কে তোমার এই ধারণা?'

'মানে কী?'

'এই যে তুমি বললা বিয়ে করার জন্য আমি একপায়ে খাড়া।'

'তো?'

'একপায়ে খাড়া মানে তুমি বোঝো না, না? তুমি কচি খুকি।'

'এই ফাজিল। ছি ছি ছি তুমি এত খারাপ।'

'আরে খারাপের কী দেখলা। কত লোক একপায়ে খাড়াতে পারে না। তাদের ভায়াগ্রা খেতে হয়।'

'আবার বাজে কথা।'

'আচ্ছা আচ্ছা বাবা আর বলব না। শাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'আবার শাড়ি কেন?'

'ফুপা-ফুপু নিয়ে গেছেন। আমি দায়ী না।'

'এই শোনো, বেশি বেশি কোরো না।'

'ভাইরে জীবনে একটাই বিয়ে করব। একটু যদি না করি...'

'বিয়ের ধুমধাম তো আসল না। আসল হলো...'

'আসল কী?'

'আসল হলো বর-কনের কেমিস্ট্রি...'

'কেমিস্ট্রি? আমি কেমিস্ট্রিতে খুব কাঁচা।'

'না, কাঁচা হলে চলবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু আমি বায়োলজিতে পাকা। বিশেষ করে রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজিতে।'

'ফাজলামো করো।'

'করব না বলছ...'

'উফ, এই ছেলেকে নিয়ে পারা যায় না। সব কথাকে সে ঘুরেফিরে একটা জায়গাতেই নিয়ে যায়।'

'তুমি একটা মিচকা—আমি এসএমএস করি।'

'মিচকা কী?'

'মিচকা শয়তান।'

'কী বলছ এসব।'

'তুমি হলে দুষ্টুর শিরোমণি লঙ্কার রাজা, চুপি চুপি খাও তুমি চানাচুর ভাজা।'

'চানাচুর ভাজা কেন চুপি চুপি খেতে হবে?'

'কোনোই কারণ নাই। এই, মা ডাকছেন। মনে হয় ফুপা-ফুপু যাচ্ছেন। যাই, খোদা হাফেজ বলে আসি।'

ফোন থেকে চোখ তুলে বাইরে গেলাম। সত্যি ওঁরা উঠছেন। ওঁরা আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন। আমার ভালো লাগল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনো উদ্ধারকারিণী
আমিও আসলে অন্ধ শুধু মুখেই বলতে পারিনি

জয় গোস্বামী

ইভার কথা

সুদীপ আজ বাইরে যাচ্ছে। কাজের সন্ধানে। একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ওকে ডেকেছে।

আমি চলে এলাম ওর বাসায়, ওর সঙ্গে যাব। বেচারা! কী রকম একটা অ্যাকসিডেন্টের ধকল গেল ওর ওপর দিয়ে।

আমি বাইরের ঘরে বসে রইলাম। ও রেডি হয়ে এল। একটু একটু করে খোঁড়াচ্ছে। বলল, 'চলো।'

হেঁটে হেঁটে এলাম বাস স্টপেজে। ধীরে ধীরে হাঁটল ও।

বসলাম বেঞ্চে। বাসের জন্য অপেক্ষা। বাইরে বেশ গরম আজ। সবাই টি-শার্ট পরেই বেরিয়ে পড়েছে।

আমি বললাম, 'তোমার হসপিটালের খরচ কি অনেক হলো?'

সুদীপ বলল, 'না না। ইনস্যুরেন্স ছিল। কভার করেছে। সামনের বার হয়তো টাকা বেশি দিতে হবে।'

'তাহলে তো ভালোই।'

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হাসপাতালের খরচের বাইরেও তো খরচ আছে। আর এ কদিন কাজ করিনি। কোনো ইনকাম নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'শোনো, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তোমাকে ধার দিতে পারব। আমার তো এখানে একটা স্কলারশিপ আছে। মাসে মাসে অকারণে টাকা পাই। আমি সেখান থেকে দিতে পারব।'

সুদীপ বলল, 'না না। লাগবে না।'

আমি বললাম, 'ওভাবে বোলো না। বলো, ধন্যবাদ। লাগলে অবশ্যই জানাব।'

ও চশমাটা হাতে নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। লাগলে অবশ্যই জানাব।'

আমার কী যে মায়া লাগছে।

বাস এল। আমরা উঠলাম। পাশাপাশি বসলাম।

আমি ওকে বললাম, 'সুদীপ, আমার না নিজেকে লাকি বলে মনে হচ্ছে। এই যে তোমার একটা নতুন ভেঞ্চার, এই সময় আমি তোমার পাশে আছি।'

সুদীপ ম্লান হাসল। বলল, 'তুমি একটা অ্যাঞ্জেল।'

আমি বললাম, 'তুমিই একটা অ্যাঞ্জেল। আমি তোমার মতো ইনোসেন্ট কোনো মানুষ দ্বিতীয়টা দেখিনি।'

ও বলল, 'তার মানে তুমি কোনো মানুষই দেখোনি। মানুষ মাত্রই ইনোসেন্ট। মানুষ মাত্রই ভালো। মানুষ মাত্রেরই গুণ আছে। এটা নির্ভর করছে তাকে তুমি কোন চোখে দেখছ তার ওপরে।'

আমি ওর চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম ঘাড় ঘুরিয়ে। কী নিষ্পাপ এই চোখের চাহনি। এটা কি ও নেপালি বলে আমার মনে হচ্ছে? পাহাড়িরা সরল হয়। যদিও সুদীপের চেহারা মোটেও নেপালি ধরনের না। শুভর মতো। শুভকে তো আমার কোনো দিনও পাহাড়ি বলে মনে হয়নি।

সুদীপ নিশ্চয়ই বৌদ্ধ। আমি অবশ্য ওকে জিজ্ঞেস করিনি। আমার ওকে শুভর মতো লেগেছে, শুভকে হারিয়ে আমি ওকে পেয়েছি, এই জন্যই তো ওর কাছে আসা। হয়তো ও সর্বজীবে দয়া করার নীতি মেনে চলে। হয়তো ওদের বাধ্যতামূলকভাবে মং হতে হয় মন্দিরে। মানুষকে সেবা করতে হয়। কী জানি। আবার হিংসাও তো আছে। ওই দেশে মাওবাদীদের তো খুব তৎপরতা। কত হানাহানি। প্রায়ই বন্‌ধ্‌ হয়।

ওর বাবাই তো নিহত হয়েছেন। আমার হঠাৎ করে অঞ্জন দত্তর গান মনে পড়ছে, সুদিন আসবে বলে ওরা আগুন জ্বালায় আর হাজার হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ মরে যায়। আমরা সুদিন আনতে গিয়েই মানুষ মেরে ফেলি।

সুদীপ বলল, 'কী ভাবছ?'

'ভাবছি তোমার দেশের কথা। তোমাদের দেশে অনেক পাহাড় আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের দেশটা সমান। একেবারে ইস্ত্রি করা সমভূমি।'

'তোমাদের দেশটা দেখতে যাব একবার।'

'যেয়ো।'

'নেপাল থেকে তো গাড়ি করেই যাওয়া যায়। কিন্তু এই দেশ থেকে যেতে হলে প্লেনে যেতে হবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, আমার এই জবটা হবে?'

'হ্যাঁ। মনে হয়।'

'কারণ কী?'

'আমার ইনটুইশন। আমার মন থেকে বলছে হবে। আমার মন অনেক সময় আগে থেকে টের পায়।'

'যেমন?'

'যেমন তোমাকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার ভাব হবে।'

সুদীপ হাসল। ইশ্। কী যে মায়াভরা ওর মুখখানি। ওর হাসিটুকুন। আমার মনে হচ্ছে ওকে এক্ষুনি আদর করে দিই।

ওর সঙ্গে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের দরজা পর্যন্ত গেলাম। আর ভেতরে গেলাম না। বেস্ট অব লাক বলে হাত নেড়ে বিদায় নিলাম বাইরে থেকেই।

কী আশ্চর্য না। কোথাকার কে, তার জন্য কেমন লাগছে। কার জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি এই প্রভিডেন্স শহরে, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি এলাকায়, ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁর বিপরীতে। ফুটপাতে?

আস্তে আস্তে নিজের ক্যাম্পাসের দিকে যাই। বাস আছে। ফ্রি রাইড দেবে। আইডি দেখাতে হবে। আমার আইডি আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার সঙ্গে ঘুমোব আজ
মাটিতে হোক, আগুনে হোক, জলে
যেখানে বলো ঘুমোব আজ
যেখানে পারি জায়গা করে নেব

জয় গোস্বামী

ইভার কথা

'এই, হানিমুনে কই যাবে?' শুভ বলল।

আমরা বসে আছি আড়ংয়ের রেস্তোরাঁয়। ছয়তলার ওপরে। জাতীয় সংসদ ভবন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। খুব সুন্দর লাগছে জগৎটা। জাতীয় সংসদ ভবনটা এখান থেকে এত সুন্দর দেখা যায়। বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। এখান থেকে ঢাকার এই পাশটাকে সবুজ বলেও মনে হচ্ছে। একটু আগে সন্ধ্যা নেমেছে। আকাশে এখনো রঙিন মেঘের খেলা। যদিও মেঘগুলো সব স্থির।

শীতকাল এসেই পড়ল বোধ হয়। কিন্তু ঢাকায় ঠান্ডা নাই।

আমরা বসে আছি মুখোমুখি।

আমি বললাম, 'তুমি বলো?'

'না, তুমি বলো।'

'না, তুমি।'

'না, তুমি।'

'আচ্ছা, চলো তাজমহল দেখতে যাই। দিল্লি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খারাপ বলো নাই। কিন্তু ঠিক হানিমুনের জন্য জায়গাটা ভালো হবে না। ভিড়। আর আমি গেছি তো আগে।'

'তাহলে? চলো মালয়েশিয়া।'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া।'

'তুমি বলো। আসলে আমার তো দেশ-বিদেশ ঘুরে অভ্যাস নাই। আমার দৌড় বড়জোর কক্সবাজার পর্যন্ত।'

শুভ হাসল। বলল, 'কক্সবাজার বোলো না তো। বলো কক্সেসবাজার।'

'কেন? বাংলায় তো কক্সবাজারই।'

'আবার?'

'কেন? কী হয়েছে?'

'তুমি গুগল করো। দেখো কক মানে কী? অবশ্য বানানটা আলাদা।'

'ও ওর মোবাইলে গুগল করে। মোরগের কক লেখে। একটা মানে মোরগ দেখায়। আরেকটা মানে? আমি লাল হয়ে যাই।'

ও বলে, এখন বলো, 'কক্সবাজার বলবা নাকি কক্সেসবাজার বলবা?'

আমি বলি, 'তুমি এত অসভ্য কেন?'

'আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি কক্সবাজার যাই, আমারই সুবিধা।'

'আরে ফাজিল, অন্য কথা বলো তো।'

'আমার অবশ্য একটা জায়গা পছন্দ। নামটার কারণেই।'

'কী?'

'মালদ্বীপ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব নাকি সুন্দর। আমার এক বন্ধু গিয়েছিল।'

'আমার ধারণা নাই। আমার নামটাই পছন্দ।'

'কেন?'

'মালদ্বীপ। বোঝো না?'

'কী?'

'মাল...'

'ওরে দুষ্টু হারামি...' আমি মারতে উদ্যত হলাম। ও পালানোর চেষ্টা করল। চেয়ার থেকে উঠে পড়ার ভঙ্গি আর কী!

'না, তাহলে মালদ্বীপও না।' ও বলল।

'আচ্ছা, তাহলে চলো একটা ভালো নামের জায়গায় যাই। শ্রীলঙ্কা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শ্রীলঙ্কা ভালো নাম?' আমি বললাম।

ও বলল, 'অন্তত শ্রী আছে। বিচ্ছিরি নয়। তবে লঙ্কা মানে তো মরিচ। শুনেছি ওরা নাকি সবকিছুতে বড্ড মরিচ খায়।'

আমি বললাম, 'না না, আমি মরিচ খেতে পারি না। আমি ঝাল একদম সহ্য করতে পারি না। কাজেই শ্রীলঙ্কা না।'

'আচ্ছা, তাহলে আরেকটা ভালো জায়গা আছে।'

'কী?'

'থাইল্যান্ড?'

'থাইল্যান্ড নাকি আসলেই সুন্দর।'

'হবে না। জগতে থাইয়ের যে একটা ল্যান্ড আছে, এটা কে জানত?'

'থাইদের জায়গা থাকবে না?'

'আরে থাই মানে বোঝো তো। এই যে এটাকে থাই বলে।' শুভ আমার উরুতে চাপড় দিয়ে বলল।

আমি বলি, 'সর্বনাশ। এর পরে কি তুমি দুনিয়ার সব জায়গা নিয়েই একটা করে ফাজিল মানে বের করবা নাকি।'

'নাহ্। চলো, নেপাল যাই। কাঠমান্ডু।'

'গুড। ওখানকার নাগরকোট নাকি খুব সুন্দর।'

'পেয়েছি পেয়েছি।' শুভ চেঁচিয়ে বলল, 'নাগরকোটেই যাব। নাগরকোট হলো নাগরদের জায়গা। তুমি যাবে, আর তোমার নাগর যাবে। হা হা হা।'

আমি বললাম, 'নাগর মানে কী?'

'নাগর মানে জানো না। কী মুশকিল।'

'না তো। তুমি বলো।'

'আচ্ছা, দাঁড়াও। ফোন করি। আমার পরিচিত এক লোক আছে। চলিষ্ণুবিদ্যাকল্পদ্রুম। তাকে ফোন করি।'

শুভ সত্যি সত্যি ফোন করল তার কোনো এক বন্ধুকে। 'দোস্ত। অফিসে। কী করো। প্রুফ দেখো? ডিকশনারি আছে। একটা শব্দের মানে কও তো। নাগর মানে কী। নগরসংক্রান্ত। অবৈধ প্রণয়ী। রসিক জন। হবে হবে। রাখি।'

'শুনলা তো। আমি তোমার নাগর। মানে অবৈধ প্রেমিক। আরেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থ আছে। রসিক জন। এইটা নিতে পারো। তাহলে ফাইনাল। আমরা যাচ্ছি নেপাল। কাঠমান্ডু থেকে নাগরকোট।'

আমি বললাম, 'তোমার যাওয়া উচিত বান্দরবান। বুঝলা?'

'চলো, বিয়ের কার্ড দেখতে যাই।' শুভ বলল। আমি ওর গাড়িতে। ওর বাম পাশে বসে আছি। ও স্টিয়ারিংয়ে এক হাত রেখে আরেক হাত দিয়ে সিডি খুঁজছে। সকাল ১১টা মতো বাজে। ঢাকার আকাশ বেশ ধূসর। শীত নামছে। বৃষ্টি নাই। বাতাসে ধূলিকণা। ও এসি ছেড়ে দিয়েছে, গাড়ির জানালার কাচ বন্ধ।

গান বাজছে, সুমনের গান।

একলা হতে চাইছে আকাশ
মেঘগুলোকে সরিয়ে দিয়ে
ভাবনা আমার একলা হতে
চাইছে একা তোমায় নিয়ে...

একলা হতে চাইছে বিকেল
দিন ফুরানো পথের ধারে
রবীন্দ্রনাথ একলা থাকেন
অশ্রুনদীর সুদূর পারে...

AMARBOI.COM

আমি বললাম, 'এই লাইনটা খুব সুন্দর না? রবীন্দ্রনাথ একলা থাকেন, অশ্রুনদীর সুদূর পারে?'

শুভ স্টিয়ারিংটাকে তবলা ভেবে আঙুলে বোল বাজাল, বলল, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। আমি তো বাংলা গান কম শুনেছি, তোমার সঙ্গদোষে শুনতে শুরু করেছি।'

'ভালো না?'

'ভালো।'

'লাইনটা রবীন্দ্রসংগীত থেকে নেওয়া। অশ্রুনদীর সুদূর পারে, ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।' বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল, 'তুমি তো পণ্ডিত আছ। আমি তো ক্রমাগত তোমার গুণে ইম্প্রেসড হচ্ছি।'

আমি হেসে বললাম, 'তুমি আমাকে অনেক আন্ডার এস্টিমেট করেছ, এখনো করছ। এটা কোনো পণ্ডিতি না। বাংলাদেশের সবাই রবীন্দ্রসংগীত শোনে।'

শুভ প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আমরা কিন্তু বিয়ের কার্ড দেখতে যাচ্ছি।'

আমি বললাম, 'চলো। এইবার আমি কি একটা ছোট্ট কথা বলতে পারি?'

'বলো।'

'আমি কিন্তু নিজেকে কোনো দিনও আর্টিস্ট হিসেবে দাবি করি না। আই এম নট অ্যান আর্টিস্ট।'

'ইয়েস ইউ আর...'

'না। আমি কিন্তু গ্রাফিকস ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করি। বিয়ের কার্ডই কিন্তু আমার সাবজেক্ট।'

'ওকে ওকে। আমরা তাহলে আশা করা যায় সবচেয়ে সুন্দর কার্ডটাকেই আমাদের বিয়ের কার্ড হিসেবে বাছাই করতে যাচ্ছি।'

'সব সময় তা হয় না। অনেক সময় একটা সাবজেক্ট সম্পর্কে প্রিফিক্স ধারণা না থাকলে ভালো জিনিসটা বাছা যায়। জানো তো, জ্ঞানই হলো পাপ।'

'তুমি তো আসলেই একটা জ্ঞানী ব্যক্তি। উফ। এই সিএনজিটা কীভাবে বাম দিক থেকে এসে আমার সামনে পড়ল। কবে যে এই দেশের মানুষ লেইন মেনে গাড়ি চালাবে।'

শুভ হর্ন বাজাল। তারপর বলল, 'জানো, হর্ন জিনিসটাও শুধু বাংলাদেশে আর ইন্ডিয়াতেই বাজায়। বিদেশে কেউ গাড়ির হর্ন বাজায় না।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি।'

ও বলল, 'কার্ড তো দুটো কিনতে হবে। বিয়ের আর বউভাতের। তাই না?'

আমি বললাম, 'আজকাল তো দেখি খামের মধ্য থেকে একটার পর একটা কার্ড বের হতেই থাকে। একটা গায়ে হলুদের। একটা পানচিনির। একটা বিয়ের। একটা বউভাতের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ হাসতে হাসতে বলল, 'এরপর একটা সাতমাইসার। আরেকটা বাচ্চা হওয়ার। একটা আকিকার। একটা বাচ্চার প্রথম জন্মদিনের। সব কার্ড একসাথে দিয়ে দিলেই হয়।'

আমি লজ্জা পাচ্ছি। বললাম, 'যাও। তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কই যাব আমরা প্রথমে?'

'পুরানা পল্টন যাই। হাউস বিল্ডিংয়ের পেছনে অনেকগুলো কার্ডের দোকান আছে। দেখি। ভালো লাগলে কিনে ফেলব। ভালো না লাগলে কোনো আর্টিস্টকে দিয়ে ডিজাইন করে নেব। তোমাদের তো আর্টিস্টের অভাব নাই। কী বলো?'

'হ্যাঁ। শোনো। আমার ধ্রুব এষের সাথে পরিচয় আছে। ধ্রুবদাকে দিয়ে কার্ড করালে কেমন হয়?'

'খুব ভালো হয়। আর তোমার কার্ডের ভাষা কে লিখে দেবে? কবি নির্মলেন্দু গুণ?'

'হতে পারে। কিন্তু তার সাথে যে আমার পরিচয় নাই। আর তোমারটা?'

'আমারটাতে তো ইংলিশও লাগবে। ইন্ডিয়াতেও তো কার্ড পাঠাতে হবে। এই দেশে ইংরেজি কে ভালো লেখেন?'

'সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্যার হতে পারেন। একদিন উনি আমাদের একটা ক্লাস নিয়েছিলেন। গেস্ট লেকচারার হিসেবে।'

'গুড। আমরা যা করব, তা হতে হবে দ্য বেস্ট।'

'অবশ্যই। এই সুমনের ওই গানটা দাও না। প্রথমত আমি তোমাকে চাই।'

শুভ রিমোট হাতে নিল। টেপাটিপি করল। আমি বললাম, 'আমাকে দাও। কত নম্বর গানটা যেন। আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

গান শুরু হলো।

প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই
শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঝুম অন্ধকারে তোমাকে চাই
রাত ভোর হলে আমি তোমাকে চাই
সকালের কৈশোরে তোমাকে চাই
সন্ধের অবকাশে তোমাকে চাই

গাড়ি চলছে। আমি আমার দুহাতের মুঠোয় শুভর বাম হাতটা ধরলাম। তারপর আমার মুখের কাছে এনে চুমু দিলাম। আমার কেমন যেন লাগছে।

আমি কোথায় ছিলাম।

শুভ কোথায় ছিল।

আমি কী পড়লাম, কী শিখলাম, কীভাবে বড় হলাম।

শুভই বা কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াল, দিন যাপন করল এতটা বছর।

আজ আবার দুজনের দেখা। আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণের মাঝে আয় বলে আমরা পরস্পরের কাছে গেলাম। এখন আমার শুধুই মনে হয়, আমি ঢুকে যাই ওর প্রাণের মধ্যে। দুটো মানুষের মধ্যে এই রকম আকর্ষণ হয় কেন? উফ। কোত্থেকে আসে এই প্রেম!

গাড়ি পুরানা পল্টনের গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটা বড় বিল্ডিংয়ের নিচে পার্কিংয়ে গাড়ি রাখল শুভ। আমরা নেমে পড়লাম।

আজাদ প্রোডাক্টসের শোরুম দিয়েই শুরু করা যায়।

ওরা আমাদের খাতির করে অভ্যর্থনা জানাল।

'কী খুঁজছেন? বিয়ের কার্ড।' ওদের মুখে হাসি।

'হুম।'

'এই, স্যার-ম্যাডামরে লেটেস্ট কার্ডগুলান দেখাও।' একজন কালো কোট পরা লোক আদেশ করলেন। তরুণ একজন কার্ডের স্যাম্পলের বোঁচকা নিয়ে এগিয়ে এল।

শুভ বলল, 'কী ভাই, বেচাবিক্রি কেমন? লোকজন কি আজকাল কার্ড ছাপিয়ে বিয়ে করছে, নাকি পালিয়ে কাজি অফিসে গিয়েই বিয়ে সারছে?'

দোকানি বলল, 'না না, আজকাল তো আর কেউ পালায় না। আজকাল ধরেন ছেলেমেয়েরা প্রেম করে। বাবা-মা রাজি হয়ে যায়। তখন অনুষ্ঠান করেই বিয়ে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও আচ্ছা। এখনো কি কাগজের কার্ড দিয়েই বিয়ের ইনভাইটেশন করা হয়, নাকি ধরেন পেন ড্রাইভ বা সিডি দিয়ে দিল, সেটার মধ্যে বিয়ের কার্ড থাকল।'

কোট পরা ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ তো। এই সবও হবে।'

শুভ বলল, 'আচ্ছা, নতুন কিছু করা যায় না? ধরেন একধরনের যে বার্থডে কার্ড পাওয়া যেত, খুললেই গান বেজে উঠত। আমরা যদি সেই রকম একটা ব্যাপার করতে চাই, কার্ডটা খুলল, অমনি রেকর্ডে ভয়েস উঠে গেল, সুধী, আগামী এত তারিখে আমার ছেলের বিয়েতে আপনি আমন্ত্রিত বা ধরেন মিউজিক বেজে উঠল, হলুদ বাটো মেন্দি বাটো, এইটা কি সম্ভব?'

দোকানির চোখে চশমা, তিনি চশমাটা খুলে চোখ মুছে বললেন, 'সম্ভব। একটু টাইম দেন। চীন থেকে করে এনে দেব।'

'টাইম? কী রকম টাইম?' শুভ সিরিয়াস কণ্ঠে বলল।

'এই ধরুন। এক মাস।'

'এক মাস টাইম দিলে এই কার্ড আপনারা এনে দিতে পারবেন?'

'জি, পারব।'

'কিন্তু বিয়ে না করে কি আমরা এক মাস সময় পার করতে পারব?'

'সেটা তো আপনাদের ব্যাপার।'

'তা ঠিক। তাহলে আপনাদের কাছে যা আছে, তা-ই দেখি। দেখান। দেখো, ইভা।'

আমি মিটমিট করে হাসছি। শুভ ছেলেটা এমন ফাজিল টাইপ। সবকিছুতেই তার ফাজলামো। অথচ তার চেহারাটা কী রকম প্রতারণাময়। এমন একটা ভাব নিয়ে থাকে যে সে ভাজা মাছটি উল্টিয়ে খেতে পারবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন যেন সরে যাও, রৌদ্র থেকে তাপ থেকে দূরে
ভেঙে যেতে ভয় পাও...

বিনয় মজুমদার

ইভার কথা

সুদীপের ফোন এসেছে। আমি তখন ক্যাম্পাসে। লাইব্রেরিতে বসে কাজ করছি। নোট নিচ্ছি। সামনে ল্যাপটপ খোলা। এই সময় ফোনটা কেঁপে উঠল। ভাইব্রেশনে দেওয়া ছিল লাইব্রেরিতে মোবাইলের রিংগার অফ করে রাখাটাই দস্তুর।

আমি ফোনটা ধরে ফিসফিসিয়ে হ্যালো বলে বাইরে চলে গেলাম।

লাইব্রেরির বাইরে ধূমপায়ীরা ধূমপান করছে। পুরো ভবনের ছাদের নিচে ধূমপান নিষেধ।

আমি বললাম, 'হ্যালো, সুদীপ, কী খবর?'

সুদীপ বলল, 'আমার একটা খুব বড় সুখবর আছে, ইভা। সেটা জানাতেই তোমাকে ফোন করলাম।'

'কী সুখবর? ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে চাকরি হয়ে গেছে।'

'না না, আরও বড় সুখবর।'

'আরও বড় সুখবরটা কী?'

'হার্ভার্ডে আমি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের জব পাচ্ছি।'

'তাই নাকি? হার্ভার্ডে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। হার্ভার্ড ডিভিনিটি স্কুলে। বুদ্ধইজম সম্পর্কে রিসার্চ করতে।'

'ভেরি গুড। কংগ্রাচুলেশনস।'

'আমার কী যে ভালো লাগছে, ইভা। সেটা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'আমারও খুব ভালো লাগছে, সুদীপ। আমিও খুব খুশি।'

'আমি আমার এই আনন্দটা তোমার সঙ্গে সেলিব্রেট করতে চাই। তুমি কোথায়?'

'আমি তো আমার স্কুলে।'

'আচ্ছা। আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি থাকো। আমি আসছি।'

'আসো। তুমি আমাদের মিউজিয়ামটার সামনে আসো। আমি ওখানেই থাকব।'

'ঠিক আছে। ফাইভ মিনিটস।'

সুদীপ চলে এল একটা সাইকেল চালিয়ে। প্রভিডেন্সে অনেকেই সাইকেল চালায়। প্রত্যেক রাস্তার এক পাশে সাইকেল চালানোর লেন আছে। বাসের সামনেও সাইকেল রাখা যায়। লোকে সাইকেল চালিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসের সামনে সাইকেলটা তুলে দেয়। সাইকেলটাও বাসে, সে-ও বাসে। কিছু দূর যায়। তারপর বাস থেকে নেমে সাইকেল চালিয়ে চলে যায় তার গন্তব্যে।

আমি বললাম, 'সুদীপ, তুমি সাইকেল চালাচ্ছ যে। তোমার শরীর অ্যালাউ করছে।'

সুদীপ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ডাক্তার আমাকে সাইকেল চালাতে বলেছেন। এটাই আমার চিকিৎসা।'

ও সাইকেল থেকে নামল। আমি ওকে আলিঙ্গন করলাম। বললাম, 'কংগ্রাচুলেশনস ওয়ানস আগেইন। এটা আসলেই একটা বড় সুখবর।'

ও বলল, 'খুশিতে আমি যে কী করব বুঝতেই পারছি না।'

'চলো কোথাও বসে লাঞ্চ করি।'

'চলো। ওই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টটাতেই যাই। ওরা আমাকে না বলে দিয়েছে। এখন ওদের ওখানে বসে একটু ভাত খাই।'

'তাই চলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা রেস্টুরেন্টটাতে বসলাম। ভারতীয় ওয়েটাররা আমাদের দুজনকে একটা জানালার ধারে বসালেন। গেলাসে পানি ঢেলে দিয়ে মেন্যু কার্ড বের করে দিলেন।

রেস্টুরেন্টের দেয়ালে তাজমহলের ছবি। মৃদুস্বরে হিন্দি গান বাজছে।

সুদীপ বলল, 'একটাই অসুবিধা। আমাকে তো বোস্টন চলে যেতে হবে।'

আমি হেসে বললাম, 'যাবে।'

কী জানি। ঠিকভাবে হাসিটা ফোটাতে পারলাম কি না।

'সামনের মাসেই যাব। এই মাসটা এখান থেকেই যাতায়াত করব।'

'ও আচ্ছা।'

'বোস্টনে ডরমে উঠে যাব।'

'বোস্টন তো আর বেশি দূরে না। দুই ঘণ্টাও লাগবে না এখান থেকে। তাই না?' আমি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললাম।

খাবারের অর্ডার দিলাম। ফিশ উইথ ম্যাংগো। কেমন হবে, আল্লাহই জানেন। আর দিলাম লাচ্ছি। সুদীপ মাছ খাবে না। সে নিরামিষ অর্ডার করল।

এত খুশির একটা খবর। সুদীপ হার্ভার্ডে রিসার্চ করবে। নিশ্চয়ই মাসে মাসে অনেক টাকা পাবে। পিজা হাটের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের দিন তার শেষ হয়ে আসবে। তবু আমার মনে কেমন একটা বিষাদের সুর।

সুদীপ বলল, 'কী যে কষ্ট করেছি আমি এখানে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ইভা।'

আমি বললাম, 'কল্পনা করতে হয়তো পারব। কিন্তু সে তো কল্পনাই মাত্র, তাই না।'

'হ্যাঁ। আমিও যখন ভাবি, তখন শুধু ভাবতেই পারি, কিন্তু অনুভব করতে পারি না কষ্টটা। সারা দিন রেস্টুরেন্টে কাজ করা। আমার পা ফেটে যেত। আমি দু'জোড়া জুতা সঙ্গে রাখতাম। আট ঘণ্টা ডিউটি সেরে আরেক জোড়া জুতা পরতাম। নরম মোজা পরেও আমার পা থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে পারতাম না।'

'এখন আর তোমাকে এই সব দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হবে না, সুদীপ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। আর এ জন্য আমি কৃতিত্ব দেব তোমাকে। তুমি আমার জীবনে এসেছ বলেই আমার এই উন্নতি।'

'তোমার নিজের কৃতিত্ব তুমি আমাকে দিয়ো না।'

'না। আমি অবশ্যই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ ভগবান গৌতম বুদ্ধের প্রতি।'

'তুমি বোস্টনে যাও। ডরমে ওঠো। আমি তোমার ওখানে উইকএন্ডে বেড়াতে যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলো আমি তোমাকে মিস করব।'

'আমিও তোমাকে মিস করব।'

খাবার এসে গেল। আম দিয়ে মাছের রান্নাটা সত্যি মজা হয়েছে। লাচ্চিটাও বেশ মজার। জানি না, সুদীপ তার ভেজিটেবল পছন্দ করছে কি না।

'তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে, সুদীপ?'

'না। ভগবান তোমাকে আমার জন্য পাঠিয়েছেন। এটা আমার ডেসটিনি। আমি তোমাকে কোনো দিনও ভুলব না।'

'আমাকে ছেড়ে যাবে।'

'না, ছাড়ব না।'

'হার্ভার্ডে তোমার বন্ধুবান্ধব হবে।'

'হবে। কিন্তু প্রাণের বন্ধু তো একজনই হয়। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু।'

'কথাটা মনে রেখো, সুদীপ। বন্ধু অনেকেই হয়। কিন্তু প্রাণের বন্ধু হয় একজনই।'

'হ্যাঁ, আমি মনে রাখব। অবশ্যই মনে রাখব। তুমিও মনে রেখো, ইভা।'

খাওয়ার পরে বিল এল। বেশি না। ১৬ ডলার। আমি বললাম, 'সুদীপ, এটা আমি দিতে চাই।'

সুদীপ বলল, 'উহু। এটা আমার ট্রিট। আমার সুখবর। আমি খাওয়াব।'

আমি মনে মনে হাসলাম। ১৬ ডলারই তো। দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তপ্ত কুসুম ফুটে পুনরায় ক্ষোভে ঝ'রে যায়।
দেখে কবিকুল এত ক্লেশ পায়, অথচ হে তরু,
তুমি নিজে নির্বিকার, এই প্রিয় বেদনা বোঝো না।

বিনয় মজুমদার

ইভার কথা

ফোনে শুভ বলল, 'আজ খুব ঠান্ডা। আজ কোথাও যাব না। আজ আলসেমির দিন।'

আমি বললাম, 'আমাদের বাসায় চলে আসো। মা-বাবা কেউ নাই। কুমিল্লা গেছেন বিয়ের দাওয়াতে। আসতে আসতে দেরি হবে। এমনকি রোজি পর্যন্ত নাই।'

'কী বলো। বাড়ি ফাঁকা। দেবী একা।'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছি খিচুড়ি রাঁধব।'

'খিচুড়ি। আচ্ছা। তাহলে আসা যায়। ডিম অমলেট করতে পারো?'

'কী বলো। বাঙালি ধিঙ্গি মেয়ে। ডিম অমলেট করতে পারবে না?'

'গুড। তাহলে আমি আসছি। উফ, কী ঠান্ডা পড়েছে।'

'মনে হয় সমুদ্রে নিম্নচাপ। চার নম্বর সতর্কসংকেত দিয়েছে মনে হয়। কী রকম ঝোড়ো বাতাস বাইরে, দেখেছ?'

'হুম। ভেবেছিলাম আজ আর বের হব না। কম্বলের নিচে শরীরটা কচ্ছপের মতো লুকিয়ে রাখব। মাঝেমধ্যে মাথা বের করব। আর কম্বলের নিচে শুয়েই খাওয়াদাওয়া করব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালো তো। বাপ-মায়ের আদর পেয়ে বখে যাওয়া ছেলের কথা এই রকমই হবে।'

'শুধু একটাই সমস্যা। বাথরুমটা কম্বলের নিচে কীভাবে সারা যাবে তাই ভাবছি।'

'পটি নিয়ে আসো। ছোটবেলায় মা করিয়েছেন না?'

'সেটা হয়। আরেকটা ভাবছি। ইঞ্জিনিয়ারিং ভাবনা।'

'কী?'

'একটা পাইপের ব্যবস্থা করব। বিছানা থেকেই যাতে বাথরুম সারা যায়। অন্তত জলবিয়োগ করা যায়।'

'উফ। এই ছেলের কথাবার্তা কি কোনো দিন সভ্য হবে না।'

'তবে একটা সমস্যা আছে। বুঝেছ?'

'না। আমি বুঝতে চাই না।'

'সমস্যাটা হলো, যন্ত্রটা খালি ছেলেরা ইউজ করতে পারবে। মেয়েরা পারবে না।

'মারব এক চড়।'

'রাইট।'

'কী রাইট।'

'তুমি চড় মারবা।'

'তো?'

'সেইটা খাওয়ার জন্য আমি আসছি।'

'চলে আসো।'

'ওকে। ওয়েট ফর টোয়েন্টি মিনিটস। আই উইল বি দেয়ার। জাস্ট টাইম। নো কমপ্লেইন। গেট লক।'

'মানে কী?'

'মানে হলো ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ। গেট লক।'

'মানে কী?'

'মানে বোঝো না। বাসের গায়ে লেখা থাকে। গেট লক সার্ভিস। রাস্তায় প্যাসেঞ্জার তোলা হয় না।'

'তো?'

'আমি আসছি। ডাইরেক্ট গুলিস্তান। কুড়ি মিনিট লাগবে। গেট লক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায় লোক তুলব না।'

'কী যে বলো আবোলতাবোল।'

'আরে আমি আসছি তোমার কাছে গেট লক সার্ভিসের জন্য। আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেব। গেট লক। একেবারে গেট লক।'

'তুমি যে একটা অসভ্য এইটা তো আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।'

'তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানলে কি ভালো হতো?'

'দুরো, আসো তো।'

'আসছি গো সোনা।'

'জান।'

'আই লাভ ইউ।'

'আই লাভ ইউ টু বেবি।'

আমি ডাল-চাল ধুতে গেলাম রান্নাঘরে। মা-বাবা নাই। রোজির মা এসেছে গ্রাম থেকে, কলাবাগানে বোনের বাড়ি, সেখানে। রোজি গেছে তাকে দেখতে। বাইরে কোথাও খেতে গেলেও হতো। কিন্তু আজকে একটু রাঁধতে ইচ্ছা করছে। রান্নাই বা এমন কী। একটু খিচুড়ি বৈ তো নয়। ফ্রিজে বিফ রান্না করাই আছে। শুধু দুটো ডিম ভেজে নেব। ব্যস।

শুভ আসার আগেই চাল-ডাল ধোয়া শেষ। কঠিন কাজটা এখন করতে হবে। পেঁয়াজ কাটতে হবে। একটা কাজ করি। ফ্রিজে দেখি তালাশ করে। একটা বাটিতে পেঁয়াজ কাটা থাকতে পারে। আমার ভাগ্য ভালো। তাই পাওয়া গেল। বক্সে কাটা পেঁয়াজ রাখা। বের করে নিলাম। এখন শুধু কাঁচা মরিচ কাটতে হবে। সেটা করতে পারব। পেঁয়াজ কাটার চেয়ে মরিচ কাটা ঢের সোজা।

শুভ আসতে আসতে ১২টা বেজে গেল।

বেল বাজতেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। আসো...

ও পিঠ দিয়ে দরজা বন্ধ করেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। উফ। বাইরে কী ঠান্ডা! উফ।

আমি বললাম, 'পাগলামো কোরো না তো। দরজাটা অন্তত লক করতে দাও। তা না হলে কে না কে কখন ঢুকে পড়বে।'

'তাহলে খুব বিপদ হবে। ভালো করে দরজা লক করে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আমাকে ছাড়ল না। কোমর পেঁচিয়ে ধরে রইল এক হাতে।

আমি বললাম, 'বসো। খুব ঠান্ডা লেগেছে?'

'দেখো, হাতের আঙুল রক্তহীন হয়ে পড়েছে।'

'আচ্ছা। আমি চা করে আনি। ইয়া বড় মগে চা দেব। খাবে আর মগ ধরে হাত সেঁকবে।'

'চলো। দুইজনে মিলেই বানাই। চুলার আগুনে হাত সেঁকতে হবে।'

'চলো।'

গেলাম রান্নাঘরে। এখন দেখা যাচ্ছে চা বানানোও সহজ নয়। প্রথম কথা চায়ের পাতা কোথায় আছে, আমি জানি না। কৌটা আর বয়াম ধরে ধরে খুঁজতে হলো। গোলমরিচের কৌটাকে তো চা-পাতা ভেবে ভুল করেই ফেলেছিলাম প্রায়। শুভই চা-পাতার বয়াম খুঁজে পেল।

এর পরের কাজ হলো দুধ আর চিনি খুঁজে বের করা। আমি বললাম, 'রং চা খেলে হয় না?'

শুভ বলল, 'প্রিয়া যদি নিজ হাতে বিষ ঢেলে দেয় অমৃত ভেবে পান করব।'

আমি বললাম, 'ভেরি গুড। আমার যা অবস্থা, তাতে ইঁদুর মারার ওষুধকে দুধ ভেবে চায়ে দিয়ে ফেলতে পারি। কোনোই দরকার নাই। দুধ ছাড়া খাও। তবে চাইলে চিনি পেতে পারো।'

শুভ বলল, 'চিনি দেবার আগে অবশ্যই চেক করে নিতে হবে। কারণ আজকালকার লবণ দেখতে চিনির মতোই হয়।'

'হুম। তা করতে হবে।'

'আরেকটা উপায় আছে। দেখো কোন বয়ামে পিঁপড়া ঘুর ঘুর করছে।'

'বাসায় তো কোনো পিঁপড়া আছে বলে মনে হয় না। শোনো, চিনি ছাড়া চা খেতে পারবা তো?'

'পারব। তোমার আঙুল ডুবিয়ে দিয়ো।'

'অনেক পুরোনো রসিকতা।'

'তবে একটা নতুন রসিকতাও আছে।'

'কী?'

'তুমি খিচুড়িতে লবণ দিতে ভুলো না। আর চিনি ছাড়া চা খাওয়া যাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু লবণ ছাড়া খিচুড়ি খাওয়া যাবে না।'

আমি হেসে বললাম, 'তা অবশ্য ঠিক।'

'তবে আরও ভয়াবহ হবে যদি চিনি দিয়ে খিচুড়ি রাঁধো।'

'উফ। বোলো না তো।'

'তার চেয়ে লবণ দিয়ে চা খাওয়া সহজ হবে।'

চিনি আর লবণ দুটোর কৌটাই খুঁজে পাওয়া গেল। আমি চায়ে চিনি দেওয়ার আগে জিবে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম। খিচুড়িতে দেওয়ার আগেও লবণটা লবণই কি না চেক করে নেব।

শুভর হাতে এক মগ চা। আমার হাতেও এক মগ। আমরা দুজনেই রান্নাঘরে।

ওকে বললাম, 'তুমি গিয়ে বসো না বাবা ডাইনিংয়ে। আমি খিচুড়িটা চুলায় চড়িয়ে আসছি।'

শুভ বলল, 'চাল ডাল মরিচ পেঁয়াজ নুন তো মেখে নিতে হবে। তুমি মেখেছ কোনো দিন?'

'কোনো দিনও মাখিনি তো কী হয়েছে? আজ মাখাব।'

'আমি বহুদিন হলে খিচুড়ি রেঁধেছি। সরো তুমি।'

শুভ নিজেই লেগে পড়ল। হাত গুটিয়ে হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিব্যি চাল ডাল নুন লবণ পেঁয়াজ মরিচ সরষের তেল মাখাতে লাগল, যেন একেবারে পাকা বাবুর্চি।

আমি পাশে দাঁড়িয়ে এমন ভাব করতে লাগলাম, যেন আমি ছাড়া সে এটা পারতই না।

সে এমনভাবে খিচুড়ির ওপরে চার আঙুল ধরে পানির মাপ নিল তাতে বোঝাই গেল আমি ওর কাছে নিতান্তই আনাড়ি।

চুলায় পাতিল উঠিয়ে জ্বালটা মাঝারি রকমের করে দিয়ে আমরা ডাইনিংয়ে এলাম।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে লাগল।

বলল, 'উফ! কী ঠান্ডা! দেখো, পানি নেড়ে আমার হাত একেবারে মরা মাছের চোখের মতো হয়ে গেছে।'

আমি ওর হাত দুটো আমার হাতে নিয়ে ঘষে দিতে লাগলাম।

আমাদের ঘরে গেলাম দুজন। কম্বলের নিচে ঢুকে পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও পা ঠান্ডায় সিঁটকে গেছে। ওর পায়ের সঙ্গে পা ঘষতে লাগলাম। পাথরে পাথর ঘষলে আগুন জ্বলে। পায়ে পা ঘষলে কী হয়?

খিচুড়ি পুড়ে যায়।

'এই কিসের গন্ধ। মনে হয় খিচুড়ি পুড়ে গেছে।' আমি দৌড় ধরি। আল্লাহ। খিচুড়ির পাতিল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মনে হয় আগুন ধরে যাবে। তাড়াতাড়ি জগের পানি ঢেলে দিলাম পাতিলে। ছ্যাৎ করে উঠল।

পুরো ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে। পুরো বাড়িতে পোড়া গন্ধ। কী কাণ্ড। কী কাণ্ড। এখন এই বাড়ি থেকে পোড়া গন্ধ দূর করব কী করে?

পাতিলটা প্রথমে সিংকের মধ্যে রাখলাম। পানির কল ছেড়ে দিলাম। এরপর রান্নাঘরের জানালা খুলে দিয়ে মাথার ওপরে এগজস্ট পাখাটা দিলাম অন করে। অন্য ঘরের জানালাগুলো পর্দা দিতে হলো সরিয়ে। তবু গন্ধ যায় না। বাসায় এয়ার ফ্রেশনার একটা ছিল। টিপে টিপে হাতের আঙুল হয়ে গেল ব্যথা, স্প্রে গেল ফুরিয়ে। তবু বাতাস ফ্রেশ হলো বলে মনে হলো না।

কী করা যাবে। আহারে বেচারা শুভ। খিচুড়ি খাবে বলে এসেছিল। এখন সে নিজেই খিচুড়ি হয়ে আছে। আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

AMARBOI.COM

অগত্যা বাইরেই যেতে হলো। শুভ বলল, 'চলো, ঘরোয়ার খিচুড়ি খেতে যাই। অনেক দিন আগে খেয়েছিলাম। আর খাওয়া হয়নি।'

'চলো।'

আমি দরজায় তালা দিয়ে পড়লাম শুভর সঙ্গে। যেতে হবে সেই মতিঝিল।

যেতে যেতে শুভ বলল, 'যে হারে ধোঁয়া হয়েছে, বিদেশে কোথাও হলে এতক্ষণে সাতটা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে যেত।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি।'

'হ্যাঁ। ওদের স্মোক ডিটেক্টর আছে তো! ধোঁয়া দেখলেই সাইরেন বেজে উঠবে। আর সাইরেন বেজে উঠলে আশপাশের পড়শিরা ওয়ান ইলেভেনে কল করবে সন্দেহ নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরোয়ার খিচুড়িটা কিন্তু ভালোই খাওয়া হলো।

হাত ধুতে ধুতে আমি বললাম, 'এই কিন্তু আছে তোমার কপালে। সকালের নাশতা পাউরুটি। দুপুরের খাবার স্যান্ডউইচ। বিকেলে কোথায় দাওয়াত পাওয়া যায়। তা না হলে আজ চায়নিজ, কাল স্প্যানিশ।'

শুভ আমার হাতের মধ্যে সাবান লাগিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'কোনো অসুবিধা নাই। শুধু খাওয়ার পরে আমার ডেজার্টটা হলেই হলো।'

আমি বললাম, 'হবে। এখন হাত ছাড়ো।'

সে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'চলো, তোমার ঘরে চলো।'

ঘরেই ফিরে এলাম।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঢুকলাম। বারান্দা থেকেই পোড়া গন্ধ আসছিল। এ তো এক যন্ত্রণা হলো। এই গন্ধ কি কিছুতেই দূর করা যাবে না।

নিজের রুমে এলাম।

শুভ আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল। আমার কান কামড়াতে কামড়াতে বলল, 'বিল্লি বিল্লি, তুমি একটা বিলাই।'

আমি বললাম, 'ইন্দুর ইন্দুর, তুমি একটা ইন্দুর।'

শুভ জড়িত গলায় বলল, 'আমাকে খেয়ে ফেলো, বিল্লি। আমাকে খাও...'

AMARBOI.COM

আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এর মধ্যে বিকেল হয়ে এসেছে। মা-বাবার ফেরার সময় হয়ে এল বোধ হয়। রোজিও আসবে।

শুভ ঘুম থেকে উঠল। বাথরুম গেল। আমি কম্বলের নিচে শুয়ে আছি। নিজের মোবাইল ফোনটা হাতের মুঠোয় নিলাম। তিনটা মিসড কল। দুইটা এসএমএস।

শুভর মোবাইল ফোনটা নড়ে উঠল। ভাইব্রেশনে ছিল। বোধ হয় মেসেজ এল।

কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, আমি ওর আইফোনটা হাতে তুলে নিলাম।

ইংরেজি একটা এসএমএস। অর্থ, কী বিচটাকে পেয়ে তুমি আমাকে পাত্তাই দিচ্ছ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন সঙ্গে সঙ্গে নাই হয়ে গেল। আমার সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে এল। আমার সমস্ত আকাশ যেন ভেঙে পড়ল আমার ওপরে।

আমি এসএমএসটা অন করলাম। একটার পর একটা এসএমএস।

তার পরের বার্তা : ফেসবুকে এসো।

আমার শরীর কাঁপছে। আমার বুক ভেঙে আসছে। আমার দুচোখ ভেঙে পৃথিবীর সমস্ত অশ্রু বাঁধভাঙা জলের মতো প্রবাহিত হতে চাইছে।

আমি নিজেকে শক্ত করলাম।

ওর ফেসবুকে ঢুকে পড়লাম। কার সঙ্গে সে চ্যাট করেছে এসব। অচেনা পাখি। অচেনা পাখিটা কে?

ki korso?
kotha boli tomar sathe.
tato jani. shuye na boshe?
mane?
mane desktop na laptop?
laptop.
bichhanai?
ha?
upur hoye?
keno bolbo?
bolo na, shona?
na.
amar visualize korte subidha hoi.
tumi imagine karo :)
tumi upur hoye achho....gaye shada jama...
r?
r kichhu na...
mane?
bojho na?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ei achho?

asi.
ek sathe koijoner sathe kotha bolo?
na, ma eshechhilo room-e...:(
shono ami jodi tomar laptop hotam besh hoto...
mane?
mane bojho na...tomar lap er top e thaktam...
tumi bichhanai boshe aso, ami tomar lap-e...
laptop-er screen-e jemon tomar chokh, temni tumi amar chokhe takiye thakte...
r tumi amar keyguloi angul rakhte
ami jole uthtam
beje uthtam
geye uthtam
neche uthtam...:P
mmm
mm
m

AMARBOI.COM

knock knock...
koi?
achchha, ekhon amar ma eshechhe :(

ei tumi kar sathe kotha bolo
bollam na maa esechhilo :(

ok bye

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

na, keno? :(

amar r bhallagse na...:(
see u then...

আমি কাঁদছি। আমার অনেক দিনের অনেক শ্রমে বানানো তাজমহল তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

আমি এখন কী করব। আমি এখন কী করব?

আমি নিজেকে শক্ত করলাম।

এখন কোনো সিন আমি ক্রিয়েট করব না।

মা-বাবার আসার সময় হয়ে গেছে।

শুভ ঘরে ঢুকলে আমি বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এত কান্নাও আমার বুকে জমে ছিল। জল পড়ছে। গরম পানি। আমি কাঁদছি। কাঁদতে কাঁদতে সাত-পাঁচ কত কী ভাবলাম। সেসব ভাবনাও ঝরে গেল জলধারার সঙ্গে।

আমার মনে পড়ে গেল সুবীর নন্দীর গান :

আমি বৃষ্টির কাছ থেকে বাঁচতে শিখেছি,
আমায় আর কান্নার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।

AMARBOI.COM

শুভ চলে গেছে।

একলা পোড়া গন্ধ ভরা বাড়িতে আমি একা।

আমি বারান্দায় দাঁড়াই। সমুদ্রে সাইক্লোন হচ্ছে। রাস্তাঘাট ভেজা ভেজা। আকাশে মেঘ। বাতাস বইছে এলোমেলো। আমাদের বারান্দার টবের গাছগুলো মাথা নুইয়ে পড়ে আছে। রাস্তায় বাতাসে ঝরে পড়া হলুদ পাতা ভিজে মিশে আছে মাটির সঙ্গে। আহা, আমিও যদি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারতাম।

আধঘণ্টা আগেও আমি ছিলাম রানি। মহারানি। এখন আমি একটা দিনভিখিরি।

দিনভিখিরিরও কিছু থাকে। হয়তো সারা দিন ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ সে করতে পেরেছে, তা নিয়ে সে বাড়ি ফিরে পেতে চায় পরিবার-পরিজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে একসঙ্গে আহার করবে বলে। আমার তা-ও নাই। এই দুনিয়ায় আমার কেউ নাই।

আমি একা।

আমি পরাজিত।

আমি ধ্বস্ত।

আমি প্রতারিত।

আমার সবকিছু শূন্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

জ্ঞানদাস

ইভার কথা

AMARBOI.COM

এখনকার কাজটা সত্যি কঠিন। শুভকে শুভর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। আপনি সবকিছু শেয়ার করতে পারেন, কিন্তু নিজের প্রিয়জনকে আর কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন না। অন্তত আমি পারি না। আমি পারব না। শুভ আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি তাকে বিয়ে করতে পারব না। আমি তাকে ভালোবাসি। জীবনের চেয়েও তাকে আমি বেশি ভালোবাসি। আমার পক্ষে তাকে ছাড়া একদণ্ডও চলা মুশকিল। কিন্তু সে যখন প্রতারণা করে, তখন তার সঙ্গে আমি থাকব কেমন করে। সম্পর্কের আসল হলো বিশ্বাস। কাচ ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগানো যায় না। কাঠ ভেঙে গেলে জোড়া লাগানো যায়, কিন্তু জোড়ার দাগটা রয়ে যায়। সম্পর্ক ভেঙে গেলে অনেকে জোড়াতালি দিয়ে রাখে বটে, কিন্তু দাগটা বোঝা যায়। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে গেলে অনেকে টেপ মেরে রাখে। কেউ বা সেলাই করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে ফল হয় না।

আমি শুভকে খুব ভালোবাসি। শুভকে খুব ভালোবাসি বলেই তার সঙ্গে আমি আর সম্পর্ক রাখব না। আমার কাছে শুভ হলো বিশ্বস্ততার প্রতীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কাছে শুভ হলো নিষ্কলুষ ভালোবাসার শুভ্রতম উদাহরণ। একটু আগেও আমরা একই কম্বলের নিচে শুয়ে ছিলাম। শুভ আমাকে বলল, 'তোমাকে পেতে ইচ্ছা করছে।'

আমি বললাম, 'সোনা, আর তো মাত্র কটা দিন। তার পরেই তো বিয়ে। একটা রিচুয়াল। একটা সামাজিকতা। একটা রিলিজিয়াস ভেল্যুস। একটা কাস্টম। কটা দিনের জন্য এই ব্যাপারটাকে অনার করি।'

ও আমাকে চুমু দিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। বিয়ের আগে ইয়ে নয়।'

ওর এই শুভ্র-সুন্দর রূপটাই আমার কাছে চিরভাস্বর হয়ে থাকুক। এ ভালোই হইল, পিয়ারি আমি চলিলাম। বুঝিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না উহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।

এখন আমাকে সবার আগে জানাতে হবে শুভকে।

তারপর আমার বাবাকে, মাকে। মাকে জানালে ঝামেলা হবে। বাবাকেই জানাতে হবে।

AMARBOI.COM

আমি একটা চিঠি লিখলাম। হাতে চিঠি।

প্রিয় শুভ,

তোমাকে এই চিঠি লিখতে হবে, কোনো দিনও ভাবিনি। কিন্তু লিখতে হলো। আমি বিশ্বাস করি, জন্ম মৃত্যু বিয়ে আল্লাহর হাতে। এটা আসলে পূর্বনির্ধারিত। নিয়তি। ডেসটিনি। আমাদের কারোরই হাত নেই এসবের ওপরে।

আসলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হবে না। এটা আমি অনেক ভেবেচিন্তে বলছি।

তুমি হয়তো বলবে, কালকেও সারাটা দিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। আমাদের সম্পর্কের সুতোয় কোথাও তো ঝুল ছিল না। আমরা কালকেও ছিলাম পারফেক্ট কাপল। কী হলো?

কী হলো, তা বিস্তারিত বলার রুচি ও প্রবৃত্তি আমার নেই। তোমার কাছে আমার একটা ক্ষমা চাইবার আছে। আমি তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইফোনটা দেখে ফেলেছি। এসএমএস। ফেসবুক কনভারসেশন। ভাইভারের চ্যাট।

ওতে কী আছে, তুমি আমার চেয়েও ভালো জানো।

প্রিয় শুভ, আমি আমার প্রিয়জনকে কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারব না। চাই না। আমি যাকে চাই, সে সম্পূর্ণ মানুষ না হতে পারে, নিখাদ না হতে পারে, সুন্দরতম না হতে পারে, কিন্তু তার সম্পূর্ণটা চাই। আমি আধাআধি চাই না। আমাকে স্বর্গের ফুল পারিজাতের পাঁচটা পাপড়ির চারটা এনে দিলে আমি নেব না, আমাকে বাগানের গাঁদা ফুলের সব কটা পাপড়িই পেতে হবে।

আমি জানি, কেউ প্রেম করতে পারে না, প্রেম হয়ে যায়। আমি জানি, আয়োজন করে ভালোবাসা হয় না, ভালোবাসাটাও হয়ে যায়। আমি জানি, একজন আরেকজনকে নীরবে ভালোবেসে যেতে পারে। একপক্ষীয় ভালোবাসাও জগতে বহু আছে। কিন্তু ভালোবাসা হতে দুটো পক্ষ লাগে। এক হাতে তালি বাজে না। দুটো তালি যখন সমান তালে বাজে, তখনই কেবল ভালোবাসা হয়। এই দুনিয়ায় ৩০০ কোটি নারী। ৩০০ কোটি পুরুষ। এদের মধ্যে কেবল দুজনের মধ্যে কী এক আশ্চর্য রসায়ন ঘটে যায় যে তারা দুজন প্রেমের পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, এ এক বিস্ময়।

আমাদের মধ্যে সেই পবিত্র সম্পর্কটাই হয়েছিল। এটা একটা স্বর্গীয় ব্যাপার। আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম। সেটা একটা পার্থিব ব্যাপার হলেও আমার কাছে পবিত্র। কিন্তু আমি চাই না আমার পবিত্রতাকে এতটুকুন মলিনতা স্পর্শ করুক। কাজেই আমি আর তোমার সঙ্গে এতটুকুন সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি জানি, তোমাকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তার পরও আমি তোমার সঙ্গে এক ফোঁটা সম্পর্ক রাখব না। আমি বাবাকে বলছি যেন আমাদের বিয়েটা ভেঙে দেন। এখনো কার্ড ছাপানো হয়নি। এখনো বেশি লোকে জানে না। কাজেই এটা হলো সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

চারদিকে তো দেখছ। কত বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, সতেরো বছর প্রেম করে বিয়ে করার ১৭ দিনের মাথায় ডিভোর্স হলো, তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কমন বন্ধুর মধ্যেই তো ঘটনা ঘটে গেছে। এই রকম কতগুলো বিয়ে ভাঙল আমাদের চারপাশে। মহাধুমধাম করে বিয়ে করে তিন মাসের মাথায় নীরবে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার চেয়ে বিয়ের আগেই সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া সবচেয়ে ভালো। কাজেই এটা আমার ফাইনাল সিদ্ধান্ত, তুমি আর আমি আজ থেকে আলাদা। তুমি আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে না। আমিও তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। তুমি খুব ভালো ছেলে। ব্রাইট তোমার ফিউচার। তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো একটা বউ জুটবে। আন্টিও খুব খুশি হবেন ভালো পুত্রবধূর মুখ দেখে। আমি প্রাণভরে দোয়া করছি।

আমার ওপরে রাগ রেখো না। তোমার সঙ্গে যে সময়টুকুন কাটিয়েছি, তা আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি
ইভা

AMARBOI.COM

এই চিঠিটা লিখতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কাগজ ভিজিয়ে ফেলেছি। টিস্যু পেপারের দলায় ঝুড়ি গেছে ভরে।

উফ, এত পানি চোখের মধ্যে থাকে কী করে।

জানালা দিয়ে তাকাই। অন্ধকার। মাঝেমধ্যে বিজলি চমকাচ্ছে। প্রকৃতিও আজ আমার শোকে কাঁদছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে
'সে যেন এখনি চলে আসে'
হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ
পেট্রলের গন্ধ পাই এদিকে দৈবাৎ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ইভার কথা

রোজি ফিরে এসেছে। তাকে বলেছি, 'রোজি, খিচুড়ি রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছি। তুই সামলা।' রোজি সামলাচ্ছে।

বাবা-মা ফিরে এসেছেন।

বাবাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলতে হবে। তা না হলে বিয়ের প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। বোধ হয় কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করাও হয়ে গেছে। সব ক্যানসেল করতে হবে।

ওরা কুমিল্লা থেকে ফিরে এলেন ক্লান্ত হয়ে। এই সময়ে কথা বলার কোনো মানে হয় না। আগামীকাল বাবার অফিসে গিয়ে কথা বলব। আর চিঠিটাও আগামীকালই শুভর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আগে বাবার সাথে কথা বলে নিই।

বাবার অফিসে গিয়ে হাজির হলাম ১২টার দিকে।

তার আগে গেছি শুভদের বাসায়।

ওদের দারোয়ানের হাতে খামবন্দী হাতচিঠিটা দিয়েছি। আর দিয়েছি ১০০টা টাকা। বলেছি, 'এই চিঠিটা শুভ ভাইয়ার হাতে এখনই পৌঁছে দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসো। একদম ওর হাতেই দেবে। বুঝলে?'

'হ। বুঝছি।'

'কী বুঝছ?'

'চিঠিটা ভাইজানের হাতে দেব।'

'কোন ভাইজান?'

'শুভ ভাইজান।'

'কখন দিবা?'

'এখনই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। যাও।'

চিঠিটা পাঠিয়ে আমি রওনা হলাম বাবার অফিসের দিকে। সিএনজিচালিত অটোরিকশায়।

বাবার অফিসে ঢোকার মুখে মোবাইল উঠল বেজে।

শুভ। আমার গা কাঁপছে। কিন্তু আমি ফোন ধরব না। ফোন ধরলেই আমি দুর্বল হয়ে যাব। আমার দুর্বল হলে তো চলবে না।

রিংগার অফ করা আছে। ভাইব্রেশনটা চালু আছে। আমি ভাইব্রেশনও বন্ধ করে দিলাম।

না, তার পরও ফোন আসছে। আমি ফোনটাই বন্ধ করে দিলাম।

বাবার অফিসে গেছি।

নক করে ঢুকে পড়লাম।

বাবা বললেন, 'মা, তুই।'

'বাবা, তোমার সাথে একটা সিরিয়াস কথা আছে।'

'সিরিয়াস কথা?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'বল।'

'বাবা, কথাটা খুব সিরিয়াস। তুমি আগেই কোনো কথা বলবা না। আমি যা বলব তা তোমাকে শুনতে হবে। আর আমি যা বলব, তাতে তুমি না করতে পারবে না। ঠিক আছে?'

বাবা হাসলেন। বললেন, 'আগে বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তুমি আগে বলো আমি যা বলব তুমি তা শুনবে।'

'বল না তুই। তোর কোনো স্বাদ-আল্লাদ আমি অপূর্ণ রেখেছি কখনো?'

আমি বললাম, 'বাবা, একটা কঠিন জিনিস তোমার কাছে চাইব।'

বলে একটু থামলাম। বাবার চোখে হাসি। তিনি হয়তো ভাবছেন কোনো গয়নাগাঁটি চাইব।

'বাবা, শুভর সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে। আমি শুভকে বিয়ে করব না।'

বাবা চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'মা, বিয়ে ব্যাপারটা তো ছেলেখেলা নয়। তুই দোকানে গেলি। একটা জামা পছন্দ করলি। কিনে ফেললি। ভালো লাগল না। ফেলে রাখলি। ফিরিয়েও দেওয়া যায়। বদলে আনা যায়। বিয়েটা তো তা নয়। এটা একটা সারা জীবনের বন্ধন। পবিত্র বন্ধন।'

আমি অশ্রুভেজা কণ্ঠে বললাম, 'সে কারণেই, বাবা, আমি বলছি, তুমি ওদের না করে দাও।'

'কী হয়েছে, বল। ঝগড়া?'

'না বাবা, ঠিক ঝগড়া নয়। ঠিক কী হয়েছে আমি তোমাকে বলতে পারব না। তুমি বাবা জানতে চেয়ো না। তবে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, কোনো তুচ্ছ কারণে আমি এত বড় সিদ্ধান্ত নিতাম না। দুইটা ফ্যামিলিকে এত বড় বিপদে ফেলতাম না। কিন্তু এখনকার এই বিব্রতকর অবস্থাটা তবু বাবা সামলানো যাবে, বিয়ে হয়ে গেলে আর তো ফেরার অবস্থা থাকবে না। বাবা, প্লিজ।'

আমি বাবার হাত ধরে ফেললাম।

বাবা চোখে জল এনে বললেন, 'মা, তুই যা চাইবি, তা-ই হবে। মারে, তুই আমার মেয়ে। বাবার কাছে মেয়ে যে কী জিনিস তুই যদি জানতি। মা, একটা মেয়ে যদি বলে আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও, বাবা তার জীবন দিয়ে চেষ্টা করবেন আকাশের চাঁদ এনে দিতে। মেয়েটা হয়তো চাঁদটা হাতে পেয়ে দুই মিনিট খেলবে, তারপর চাঁদের কথা, বাবার পরিশ্রমের কথা ভুলে অন্য কোথাও চলে যাবে। বাবা তা জানেন, তবু ওই দুই মিনিটের হাসির জন্য বাবা সবকিছু করতে পারেন।

'আমি জানতে চাইছি না কেন তুই এই ডিসিশন নিচ্ছিস। আমি শুধু বলব, তুই আরেকটা দিন ভাব। আমার সাথে শেয়ার করতে না পারলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর মার সাথে কথা বল। এত বড় একটা ডিসিশন একা একা নেওয়ার দরকার নাই। তোর ছোট্ট কাঁধে এত বড় বোঝা তোর একা একা বহন করার দরকার নাই। তুই কারও সঙ্গে বোঝাটা ভাগ করে নে। আমরা কালকেও বিয়ের ব্যাপারটা পোস্টপন্ড করে দিতে পারব। পরশুও পারব। ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় ডিসিশন নে। তুই চা চাইবি, তা-ই হবে।'

আমি বললাম, 'আমি ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাবা।'

আমি উঠলাম। বাবা বললেন, 'কীভাবে যাবি।'

আমি বললাম, 'রিকশায় যাব, বাবা।'

বাইরে বেরিয়েছি। কাল রাতে ঝড় বয়ে গেছে। রাস্তায় এখনো গাছের ভাঙা ডাল পড়ে আছে। ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তবে ঢাকার আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার। রোদ উঠবে।

বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ কেটে যাচ্ছে।

আমি রিকশায় উঠলাম। একা একা রিকশায় ঘুরব। মোবাইল বন্ধ। বাসায় যাওয়া যাবে না। বাসায় শুভ গিয়ে হাজির হতে পারে। ও সামনে এলে আমি দুর্বল হয়ে যেতে পারি। আমার দুর্বল হওয়া চলবে না। আমি আমার বন্ধু সীমার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, 'দোস্ত, আমি আজ এখানে থাকব। তোর মোবাইলটা দে। মাকে একটা ফোন করে দিই।'

মাকে বললাম, 'মা, আমি সীমার বাসায় আছি। আমার ফোনটা নষ্ট। কী যেন প্রবলেম করছে।'

মা বললেন, 'বাসায় শুভ এসে বসে আছে।'

আমি বললাম, 'শুভকে বলো, আমি ইন্ডিয়া চলে গেছি সকালের ফ্লাইটে। ১৫ দিনের আগে ফিরছি না।'

'কী?'

'আমি ইন্ডিয়া চলে গেছি। সকালের ফ্লাইটে। ১৫ দিনের আগে ফিরছি না।'

'তুই আসলে কই।'

'আমি ইন্ডিয়া।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বাবাকে বলেছি। বাবা তোমাকে বলবে। তুমি শুভকে বিদায় করো।'

আমি সীমার ফোনটাও অফ করে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুদিকে যায়, দুদিকে যায়—একদিকে কেউ যায় না
দুটি জীবন চাখতে গেলেও একটিকে হারায় না
এমন মানুষ পাওয়া শক্ত, চতুর্দিকের বেড়ায়
বন্দী করে রাখছে এবং যে নেই তাকে এড়ায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা

AMARBOI.COM

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির আমার চেম্বারটা বেশ বড়ই। খুব বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পাশে ছোট্ট। সেখানে একটা অ্যাপল কম্পিউটার। সামনে দুটো টেলিফোন। একটা বড় সোফা। আমি মাঝেমধ্যে কম্পিউটারে গান ছেড়ে দিয়ে সোফাটায় শুয়ে পড়ি।

মাঝেমধ্যে বই পড়ি। মাঝেমধ্যে লিখি। ইচ্ছা হলে আসি, ইচ্ছা হলে আসি না। নিজে রান্না করে খেতে পারি না বলে দুপুরে এখানে-ওখানে লাঞ্চ করতে যাই। একেক দিন একেক রেস্টুরেন্টে। মেক্সিকান, চায়নিজ, থাই, ইন্ডিয়ান, ইতালিয়ান। আছি আর কী?

ইভা মেয়েটা প্রায়ই আসেন। তাঁর গল্পটা বেশ বড়। আর তিনি খুব ডিটেইল করেই গল্পটা বলছেন। তাঁর জীবনের প্রেমকাহিনি তো তাঁর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার যে খুব ভালো লাগছিল, তা নয়। তবু একটা বাঙালি মেয়ে আসেন, তাঁর সঙ্গে মাঝেমধ্যে কফি খেতে মুখোমুখি বসা যায়, মন্দ কী।

আজ তিনি পরে এসেছেন একটা সবুজ রঙের ফতুয়া। সঙ্গে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালচে চকলেট ধরনের ট্রাউজার। গলায় একটা লালচে ওড়নাও ঝুলছে। কপালে দিয়েছেন টিপ।

তাঁর গল্পটা আজকে খুব একটা ক্লাইমেক্সে এসে পৌঁছেছে।

তিনি শুভকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নাই।

তারপর আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর এক বান্ধবীর বাসায়।

এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। গল্প এখন গল্পের নিয়মে খুব একটা ক্লাইমেক্সে আছে। ইভা এখন আমার কাছে মুখ্য নয়। আমার গল্প দরকার।

আমার ঘরটার পেছনে বড় জানালা। জানালার প্লাস্টিকের পর্দা সরানো। অনেক আলো আসে জানালা দিয়ে। আকাশ দেখা যায়।

ইভা আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে জল।

আমি বললাম, 'তারপর কী হলো?'

'তারপর সম্পর্কটা ভেঙে গেল।'

'শুভ আপনাকে বোঝাতে চাইল না যে সে ভুল করেছে। বা এগুলো তাঁর চ্যাট নয়। বা আর কোনো দিনও হবে না।'

'হ্যাঁ। সে আমাকে চেজ করতে লাগল। আমার সঙ্গে সে একবার দেখা করতে চায়। আমাকে সে বোঝাতে চায় পরিস্থিতি। আমি তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু ছোট্ট শহরে এড়ানো কি যায়।'

'আমি ফেসবুক ডিঅ্যাক্টিভেট করে রেখেছি। মোবাইল নম্বর বদলেছি। বাসায় না থেকে খালা-ফুপুর বাসায় থাকছি। কিন্তু ওর সামনে পড়ে যেতেই হলো।'

ও বলল, 'তুমি আমার কথা শোনো। শুনলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি শেষবারের মতো তোমার কথা শুনব। এই আমাদের লাস্ট সেশন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে রকম তালাবন্ধ ঘরে লোভ নেই
যে-ঘরের সবগুলো চাবি
আমার পকেটে থাকবে না।

রফিক আজাদ

ইভার কথা

আমার একটা বন্ধুর বাড়িতে আমরা বসলাম।

আমি আর সে মুখোমুখি।

ও আমার হাত ধরার চেষ্টা করল।

আমি ফিরিয়ে নিলাম।

AMARBOI.COM

ওর পারফিউমের গন্ধেই আমার সমস্ত চেতনা বশীভূত হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমি কিছুতেই মচকাব না। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

শুভ বলল, 'আমি তোমাকে কোনো এক্সকিউজ দেব না। আমি শুধু তোমাকে বলব, আমাকে মাফ করে দাও। আর কোনো দিনও আমি এই সব করব না। আর তুমি একটা কথা জেনে রাখো, এই জীবনে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসব।'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ। তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না বাসো আমার কিছুই যায় আসে না। আমি সেটা জানতে চাইব না। তাতে আমার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমার ডিসিশন একদম পাক্কা। আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়ছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ কাঁদতে লাগল।

আমি বহু কষ্টে চোখের জল নিবৃত্ত করলাম।

ও বলল, 'ওকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। যেদিন তোমার মনে হবে, সেদিন তুমি এসো। তোমার জন্য আমার দরজা চিরটাকাল খোলা থাকবে।'

আমি বললাম, 'তার দরকার হবে না। তুমি তোমার অন্য গার্লফ্রেন্ডদের কাউকে নিয়ে সুখে থাকো। আসলে ওরা তোমাকে যে সুখ দিতে পারবে, আমি তা দিতে পারব না।'

'ইভা!' ও অসহায় কণ্ঠে বলে উঠল।

আমি বললাম, 'শুভ। আমি খুব সরি। আমি তোমাকে আর তোমার ফ্যামিলিকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আমার মতো সামান্য মেয়েকে যে তুমি ভালোবেসেছ। বাট পাস্ট ইজ পাস্ট। আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে। খোদা হাফেজ।'

এইভাবে তার সঙ্গে বিদায় হয়ে গেল।

আমি ইন্টারনেটে বসে দেখতে লাগলাম, বিদেশে কোথাও কোনো সুযোগ আছে কি না পড়াশোনা করার। তারপর দেখতে পেলাম রোড আইল্যান্ড স্কুল অব ডিজাইনে গ্রাফিকস ডিজাইনের ওপর কোর্স আছে। ওরা বৃত্তিও দেয়। বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য ওদের স্কলারশিপ আছে। আমি অ্যাপ্লাই করলাম।

আমাদের ইউনিভার্সিটির একজন স্যার আছেন, আইনুল স্যার, ওঁনার আবার রিসডিতে ভালো কানেকশন আছে। তিনি আমাকে একটা রিকমেন্ডেশন লেটার দিয়ে দিলেন। হয়ে গেল। আমি ভিসার অ্যাপ্লাই করলাম। ভিসাও হয়ে গেল।

কাছেই আমার কাজিনের বাসা। ব্যারিংটনে। আমি কাজিনের বাসায় থাকি। আর এখানে ক্লাস করি। এই তো চার মাস ধরে আমি ক্লাস করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনার প্রতিবেশী, দুঃখরাত্রি জাগরণে কাটে
পাশাপাশি জেগে থেকে;—একে অপরের মুখ দ্যাখে
হলুদ আভায়, দুই সহোদর : দ্বীপ ও প্রদীপ

রফিক আজাদ

আমার কথা

আমি বললাম, চলেন কফি খেতে যাই। এদের ক্যাফেটেরিয়ার কফিটাও ভালো।

আমরা এক ব্লক হেঁটে ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকদের ক্যাফেটেরিয়াতে গেলাম।

লাইনে দাঁড়িয়ে কফি নিচ্ছি। ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরাই বিক্রেতা।

আমি ইভাকে বললাম, 'দেখেন, কী লেখা।'

একটা কাগজে একটা নোটিশ। এখানে অর্গানিক টি পাওয়া যায়। দুই ডলার প্রতি কাপ। তেঁতুলিয়া টি।

আমি বললাম, 'এটা বাংলাদেশের। কাজি আর কাজি ফার্মের। মজা না?'

উনি বললেন, 'হ্যাঁ। তাহলে এই চা-ই খাই। বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া চা।'

আমরা তেঁতুলিয়া চা নিলাম। কাগজের কাপে। ক্যাফেটেরিয়াটা অনেক বড়। ছড়ানো-ছিটানো বসার জায়গা। একটা চেয়ারে বসে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি চলে যাচ্ছ, আমার কবিতাগুলো
শরবিদ্ধ সিংহের ক্ষোভ বুকে নিয়ে পড়ে আছে একা।
তুমি চলে যাচ্ছ, কতগুলো শব্দের চোখে জল।-

নির্মলেন্দু গুণ

ইভার কথা

AMARBOI.COM

সুদীপ আজ রোড আইল্যান্ড ছেড়ে ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে চলে যাচ্ছে।

আমি গেলাম তার বাসায়।

ওর এক বন্ধু একটা বড় গাড়ি এনেছে। সুদীপ সেই গাড়ি করে ওর জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা করে নিয়ে যাচ্ছে।

সকাল ১০টার মতো বাজে। ওদের বাড়ির পেছনে গাড়িটা রাখা।

পেছনের ডালা খুলে সব জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। সুদীপের বন্ধুটির নাম বীরেন্দর। আমার সঙ্গে সুদীপ পরিচয় করিয়ে দিল।

বাড়ির পেছনের সবুজ উঠানে কাঠবিড়ালি খেলা করছে।

আমিও একটা-দুটো জিনিস বহন করে সহযোগিতা করলাম।

তারপর এল বিদায়ের মুহূর্তটি। আমি ওকে আলিঙ্গন করলাম। বললাম, 'যোগাযোগ রেখো। ফোন কোরো। ফেসবুকে তো কথা হবেই।'

'আমি গিয়ে একটু সেটল হয়ে নিই', সুদীপ বলল, 'তুমি বেড়াতে এসো।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই যাব। নিশ্চয়ই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

একটা গাড়ি।

একটু আগেও এই জায়গাটায় ছিল।

এখন নাই।

কী শূন্যতা।

কী শূন্যতা।

আমার বুকজুড়ে শূন্যতা। হাহাকার।

লিজা আপার বাসায় ফিরে এলাম।

আপা বললেন, 'আজকে গেলা না কলেজে?'

'না আপা। শরীরটা ভালো না। একটু শুয়ে থাকব।'

শুয়ে রইলাম। কানে যন্ত্র দিয়ে গান শুনতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না
মোহমেঘে তোমারে অন্ধ করে রাখে তোমারে দেখিতে দেয় না...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভ্রমণ মানে আর কিছু নয়
কেবল তোমার কাছে যাওয়া

আবুল হাসান

ইভার কথা

আজ আমি যাচ্ছি বোস্টনে। বাসে করে। সুদীপের কাছে যাব। গত ১৫টা দিন আমি সুদীপকে দেখি নাই যদিও সুদীপের সঙ্গে আমার নিয়মিত কথা হয় ফোনে। ও অবশ্য স্বল্পভাষী। খুব কথা বলতে পারে না। আমারও ইংরেজি খুব ভালো নয়। কাজেই কথোপকথনটা খুব জমে না। চ্যাট করি। স্কাইপেও কথা হয়। তবে ছেলেটা আসলে লাজুক। আর হার্ভার্ডে ওর কাজটাও বেশ আধ্যাত্মিক। কাজেই ওর কথাবার্তায় আসলে একটা শালীনতা, একটা সম্ভ্রম, একধরনের দূরত্ব বজায় রাখে ও।

বাস চলছে। এদের বাসগুলোয় কোনো ভিড় নেই। সিটগুলো ফাঁকা ফাঁকা। রাস্তার দুধারে অনেক বনজঙ্গল। মাঝেমধ্যে এক্সিট দেখায়। খাবারের দোকানের সাইন। ম্যাগডোনাল্ডস বা ডানকিন ডোনাটের দোকান। গাড়ি চলে আপন গতিতে। সকাল সকাল রওনা হয়েছি। সন্ধ্যার বাসে ফিরে আসব। সুদীপের ওখানে থাকা যাবে না।

বোস্টনের কাছে গিয়ে একটু ট্রাফিক দেখা দিল।

বাস স্টপেজে নামলাম। সুদীপ নিজেই এসেছে আমাকে নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর সঙ্গে ওর বন্ধুটি। বীরেন্দর। তার গাড়ি করে আমরা সুদীপের ডরমে হাজির হলাম। বেশ উঁচু লাল রঙের বিল্ডিং। বীরেন্দর আমাদের বিদায় জানিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

কার্ড পাঞ্চ করে দরজা খুলে আমরা গেলাম লিফটের দরজায়। লিফট ছয়তলায় উঠল।

চাবি ঘুরিয়ে সুদীপ তার রুমের দরজা খুলল। একটা ফ্ল্যাট বাড়ির মতো ভেতরটা। তিনটা রুম, একটা কমন স্পেস, লিভিংয়ের মতো, সেখানে টেলিভিশন। ডাইনিং টেবিল। কিচেন আছে। বাথরুম কমন। আর তিনটা রুমে তিনজন থাকে।

আমি সুদীপের ঘরে ঢুকলাম। রুমটা বড়ই বলতে হবে। খাটটাও ছোট নয়। ঘরে পড়ার টেবিল। বই রাখার র‍্যাক। ল্যাপটপ। বইয়ের র‍্যাকে সে বুদ্ধমূর্তি সাজিয়ে রেখেছে।

আমার ১৫ দিনের অদেখা। আমার অনেক তৃষ্ণা। আমি সুদীপকে আলিঙ্গনে বাঁধলাম।

আমি বললাম, 'সুদীপ। তোমাকে এত দিন না দেখে মারা যাচ্ছিলাম। তুমি কী করে পারলে বলো তো আমাকে না দেখে এত দিন থাকতে।'

ও বলল, 'কষ্ট হয়েছে। তবে ধরো এখানে আসা, নতুন জায়গা, নতুন কাজের পরিবেশ, এই সব সামলাতে সামলাতে সময় চলে গেছে।'

'আমার সময় একদমই যাচ্ছিল না, সুদীপ। তোমাকে ছাড়া আমার সময় আটকে গেছে।'

সুদীপ সুন্দর করে হাসল। আশ্চর্য। তার হাসিটা ঠিক শুভর মতো। আমার কেমন কেমন মায়া মায়া লাগছে। জগৎটা কি আসলেই মায়া!

বলল, 'তুমি কী খাবে? আমি তোমার জন্য রাঁধব। নিরামিষ খেতে পারবে তো!'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই পারব।'

সুদীপ রাঁধছে। নিরামিষ। আমাদের পরিচিত মসলা দিচ্ছে প্যানে। সেই গন্ধ। মসলার। তেলের। পেঁয়াজের। আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। যেদিন আমি খিচুড়ি রাঁধতে গিয়েছিলাম। যেদিন আমরা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিচুড়ি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। যেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল দেশে। যেদিন থেকে আমি শুভকে হারিয়ে ফেলেছি।

সুদীপ বলল, তুমি খিচুড়ি পছন্দ করো।

আমি কেঁপে উঠলাম। আমার মনের মধ্যে কু ডাক। আবারও খিচুড়ি।

বললাম, করি। রাঁধো তুমি।

ওর খিচুড়ি রান্নাটা সত্যিই মজার হলো। ভালো করেই খেলাম দুজনে। সবজিটাও হয়েছে দারুণ।

খাওয়ার পরে আমি ওর কমনরুমের সোফায় শুয়ে পড়লাম। রেস্ট নিই।

সুদীপ বলল, 'তুমি আমার ঘরে শোও। অন্য ছেলেরা এসে পড়বে।'

আমি ওর ঘরে গিয়েই শুয়ে পড়লাম।

ও আমার পাশে বসে রইল।

আমি ওর হাতটা কোলে নিয়ে বললাম, 'সুদীপ, তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে পারো?'

সুদীপ বলল, 'তুমি চাইলে নিশ্চয়ই পারি। তবে তুমি সময় নাও। তুমি ভেবে দেখো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না।'

'ভেবে দেখার কী আছে?'

'আমাদের দেশ আলাদা। আমাদের এথনিসিটি আলাদা। আমাদের বিশ্বাস আলাদা।'

'দুটো আলাদা মানুষই তো পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হবে, তাই না।'

'হয়তো।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো না, সুদীপ?'

'বাসি।'

'কতখানি বাসো।'

'ভালোবাসার কোনো পরিমাপ হয় না, ইভা। কারও ভালোবাসা গেলাসের সমান, কারও ভালোবাসা পুকুরের সমান, কারও ভালোবাসা সমুদ্রের সমান হয় না।'

'তুমি শুধু আমাকেই ভালোবাসো তো, সুদীপ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা জীবনে মানুষ শুধু একজনকেই ভালোবাসে না, ইভা। মানুষের জীবনটা নানা জনের সঙ্গে নানা আঠায় লাগানো।'

'না না। আমি সবারে বাসো রে ভালো, সর্বজীবে দয়া করো—এই অর্থে বলছি না। নারী-পুরুষের মধ্যে একটা ভালোবাসা হয়। একজন নারী একজন পুরুষকে ভালোবাসে। তারা পরস্পরকে পেতে চায়। তারা সারাটা জীবন পাশাপাশি থাকতে চায়। সেই ভালোবাসাটা তুমি শুধু আমাকেই বাসো কি না, সেইটা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'হ্যাঁ। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি, ইভা।'

'তুমি?'

'আমি? আমার গলার স্বর কেঁপে উঠল। আমি বললাম, আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি, শু...'

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভেঙে দেখি শুভ আমার পাশে ঘুমুচ্ছে। আমি শুভর মাথাটা আমার হাতের মধ্যে রাখলাম। আমি ওর চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলাম, 'শুভ শুভ। তুমি শুধু আমার। শুভ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, শুভ। তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালোবাসি না।'

ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ও বলল, 'শুভ কে?'

আমি আত্মস্থ হলাম। এ তো শুভ নয়। এ তো সুদীপ।

'না, কেউ না। তুমিই শুভ। তুমিই সুদীপ।'

সুদীপ হাসল, 'আমার মনে আছে ইভা, তুমি বলেছিলে, তোমার এক বন্ধুর মতো আমি দেখতে। তাই না?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'ওর নাম তো শুভ। তাই না?'

আমি কথা বলছি না।

তারপর আমি ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে তেমনি করে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমি একটা অগাধ সমুদ্রে ভাসছি। আমার কোনো আশ্রয় নাই। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। এই জীবনে তুমিই আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। আমাকে তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল বোঝো না।'

আমার দুচোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে।

ও বলল, 'আমি তোমাকে ভুল বুঝছি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, ইভা। আই এম ইন লাভ উইথ ইউ। আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।'

সান্ত্বনা পেলাম।

যেতে হবে। যাওয়ার সময় হলো বিহঙ্গ। উঠলাম। বাথরুমে গেলাম। শাওয়ার নিলাম। হট ওয়াটার দিয়ে। তারপর বেরিয়ে এলাম।

দেখি সুদীপ কাঁদছে। ছেলেমানুষের মতো কান্না।

আমি বললাম, 'সুদীপ, কী হয়েছে। সুদীপ।'

সুদীপ আমার আইফোনটা দেখাল।

বলল, 'তোমার ফটো দেখার জন্য তোমার ফোনটাতে হাত দিয়েছিলাম। তোমার ফেসবুকে ঢুকে পড়েছিলাম। খুবই অন্যায় করেছি। কিন্তু আমি যে তোমার সবকিছু জেনে গেছি, ইভা। তুমি আসলে আমাকে ভালোবাসো না। তুমি ভালোবাসো শুভকে।'

আমি বললাম, 'ওগুলো ছয় মাস আগের চ্যাট। সে চ্যাপ্টার তো আমি ক্লোজ করেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। আমি তো আর দেশে ফিরে যাচ্ছি না, সুদীপ। সোনাবাবু, তুমি আমাকে ভুল বোঝো না। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। শুধু তোমাকে।'

সুদীপ বলল, 'তুমি আমাকে বলেছিলে, আমি দেখতে শুভর মতো। আজ আমি তোমার ফেসবুক পাতায় শুভর ছবি দেখেছি। ও আসলেই আমার মতো দেখতে। তুমি যাকে ভালোবাসো, সে তো আমি নই। সে তো অন্য কেউ। আমি শুভর মেসেজগুলো দেখেছি। ও তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। তুমি ওকে ভুলে থাকার জন্য স্টেটসে এসেছ। কিন্তু আসলে তো তুমি ওকে ভোলোনি। একমুহূর্তের জন্য ভোলোনি।'

আমি বললাম, 'সুদীপ। মানুষের মন একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সে একজনকেই সারা জীবন ভালোবাসে না। আবার আরেকজনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসে বলেই প্রথম জনের জন্য তার ভালোবাসা কমে না। আবার প্রথম জনকে ভুলতে পারে না বলেই সে দ্বিতীয় জনকে একটুও কম কিছু ভালোবাসা দেয় না। শোনো, প্রতিটা প্রেমই প্রথম প্রেম। প্রতিটা প্রেমই খাঁটি। মানুষ তার বর্তমানকে ভালোবাসে, অতীতকে নয়।'

সুদীপ বলল, 'হয়তো তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আমি তোমাকে অন্তর থেকে আর কোনো দিনও গ্রহণ করতে পারব না। হয়তো তোমাকে করুণা করতে পারব। কিন্তু করুণা আর ভালোবাসা তো এক জিনিস নয়, ইভা। তুমি কেন করুণা চাইবে। তোমার প্রাপ্য হলো ভালোবাসা।'

আমি বললাম, 'আমি তোমার কাছে করুণাই চাই।'

সে বলল, 'তা হয় না, ইভা।'

আমি বললাম, 'এই যে তোমার জন্য আমি দিনের পর দিন বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করেছি, তুমি আসোনি বলে ছুটে গেছি তোমার রেস্টুরেন্টে, তোমাকে খুঁজে বের করে তোমার বাসায় গেছি, আজকে এখানে ছুটে এসেছি, ভালোবাসা না থাকলে একটা মেয়ে এসব পারে, বলো।'

শুভ বলল, 'শোনো, ওই যে দেখছ ভগবান গৌতম বুদ্ধের মূর্তিটা, আমি ওটাকে প্রণাম করি, নিবেদ্য দিই, কিন্তু ওটা তো একটা বিগ্রহ। আসলে আমি আরাধনা করি ভগবানের। ওই মূর্তিটা কিন্তু ভগবান নয়। আমার ভালোবাসা সবকিছু ভগবানের জন্য। তেমনি তুমি যে আমার জন্য এতটা করেছ, এসব তুমি আসলে করেছ ওই শুভ লোকটার জন্য, আমি তার বিগ্রহ মাত্র। আমাতে শুভর প্রাণ প্রতিষ্ঠিত নয়। শুভর প্রাণ শুভতেই। তুমি যাও, ইভা। আমি তোমাকে মর্যাদা দিতে পারব না। আমার কাছে থাকলে তুমি অপমানিত হবে।'

আমি বললাম, 'তোমার উদাহরণটা শুনতে সত্য। কিন্তু বাস্তব নয়। বাস্তবে একটা মানুষের মনের মধ্যে অনেকগুলো কুঠুরি থাকে। তার হৃদয়ের থাকে অনেকগুলো স্তর। মানুষের মনে চেতনায় অবচেতনে অচেতনে অনেকেই থাকতে পারে বটে, কিন্তু বর্তমানে যাকে সে ভালোবাসে তাকে সর্বস্ব দিয়েই বাসে। আমি তোমাকেই কেবল ভালোবাসি, সুদীপ। এইটাই সত্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদীপ বলল, 'তুমি চলে যাও, ইভা। আমি হয়তো মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলব। প্লিজ, তুমি চলে যাও।'

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলাম রোড আইল্যান্ডে। বাসে করে। জিকু ভাই প্রভিডেন্স বাসস্ট্যান্ড থেকে আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গেলেন বাসায়। অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি ফিরছি। হেডলাইটের আলো জ্বলছে। দুপাশের দোকানের আলো। রাস্তার সাইন। শুধু আমার মনের মধ্যে কী যে বয়ে যাচ্ছে আমিই সেটা জানি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ের খুব কাছে পড়েছিল জ্বলন্ত রুমাল
তার অগ্নি স্পর্শ করে শুভ্র মুখ পাগলের মতো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা

আমি বললাম, 'তারপর?'

ইভা বললেন, 'গল্প শেষ হয়নি। আরও আছে।'

আমরা বসে আছি ব্রাউন ইউনিভার্সিটির থিয়েটার ডিপার্টমেন্টের সামনের লনে। দুপুরবেলা। বেশ আরামদায়ক রোদ। এখানে-ওখানে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে আছে।

AMARBOI.COM

আমি বড় একটা শ্বাস ছাড়লাম।

ইভা বললেন, 'আমার কাহিনি আপনার বোরিং লাগছে না তো?'

আমি বললাম, 'না। আপনার গল্পে মেরিট আছে। জীবন আসলেই একটা জটিল জিনিস। অ্যান্ড রিলেশনশিপ। ইটস কমপ্লিকেটেড।'

ইভা ম্লান হেসে বললেন, 'ইট ইজ। ইট ইজ।'

সুদীপের সঙ্গে পরে আপনার আর যোগাযোগ নাই?

গল্প তো শেষ হয় নাই।

আচ্ছা, বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নিকট থেকে
যত দূর দেশে
আমি চলে যাই
তত ভালো।

জীবনানন্দ দাশ

ইভার কথা

এরপর সুদীপ একদিন আমাকে ফোন করে বলল, ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি তার সঙ্গে দেখা করব কি না সে জানতে চাইল।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দেখা করব না কেন। করব।'

সুদীপ প্রভিডেন্সে চলে এল। আমরা মুখোমুখি বসলাম।

ওই যে দেখছেন ভাস্কর্যটা। এই জায়গাতে।

আচ্ছা।

কারণ, ও কোনো রুমে বসতে চায় না। সে আমার সঙ্গে খোলা আকাশের নিচে বসতে চায়।

আচ্ছা।

আমরা বসলাম। সুদীপ আমার হাত ধরল। বলল, 'আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। তুমি না করবে না।'

আমি বললাম, 'কী।'

সে বলল, 'তুমি শুভর কাছে ফিরে যাও, ইভা।'

আমি বললাম, 'অসম্ভব। যেই ছেলে আমার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কাছে ফিরে যেতে পারি না। আর ওই চ্যাপ্টার আমি চিরদিনের মতো ক্লোজ করে এসেছি। আমি পারব না।'

সুদীপ বলল, 'ইভা, তুমি আমাকে যেসব যুক্তি দিয়েছ, সেসব তো তুমি বিশ্বাস করো, তাই না।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে সেই একই যুক্তি শুভর বেলাতেও খাটে। তুমি আমাকে বলেছিলে, মানুষের মনটা বিচিত্র। মানুষের মনের প্রাসাদে নানা ঘরদোর অলিন্দ বারান্দা। সিঁড়িগুলোও খুব প্যাঁচানো। তুমি যদি শুভকে ভালোবেসেও আমাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারো, সে তুলনায় শুভ তো তেমন কিছুই করেনি। চ্যাট করেছে মাত্র। ভার্চুয়াল জগৎটা আসলে ভার্চুয়াল। এইটা রিয়ালিটির কোনো পার্টই না। তুমি ফেসবুক বন্ধ করে রাখো, দেখবে ভার্চুয়াল জগৎটা রিয়াল লাইফে এক্সিস্ট করে না। শুভর ভার্চুয়াল বন্ধু ভার্চুয়াল অ্যাফেয়ার ভার্চুয়াল লিবিডো—এগুলোর সঙ্গে বাস্তব দুনিয়ার কোনোই সম্পর্ক নাই। তুমি অবশ্যই শুভর কাছে ফিরে যাবে। ছয় মাসের বিরতি কোনো বিরতিই না। তুমি দেখো সে এখনো তোমাকে ভালোবাসে কি না। এখনো তোমাকে চায় কি না। যদি মনে করো, আগের মতোই তোমার প্রতি তার টান আছে, তুমি অবশ্যই তাকে গ্রহণ করবে।'

আমি বললাম, 'শুভ আমাকে কোনো দিনও ভুলতে পারবে আমার মনে হয় না। শুভ এখনো আমাকে ই-মেইল করে। কোত্থেকে আমার মোবাইল নম্বর পেয়েছে, আমাকে টেক্সট করে। কিন্তু তবু আমি ফিরে যেতে পারি না।'

'কেন পারো না?'

'আমি ওদের ফ্যামিলিকে বিপদে ফেলে চলে এসেছি। একটা বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল। সেটা কেচে গেছে। এরপর আমি কী করে যাব ওখানে। ওর মা-ই বা আমাকে কী বলবেন।'

সুদীপ বলল, 'তুমি তো ওর মাকে বিয়ে করবে না, ইভা, তুমি বিয়ে করবে শুভকে। তোমার অবশ্যই শুভর কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। এবং সেটা করা উচিত তোমার নিজের যুক্তি মেনেই। যে যুক্তি তুমি আমাকে দিয়েছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'শুধু এই কথা বলার জন্য এত দূর থেকে তুমি এসেছ, সুদীপ?'

ও বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু শুধু এই কথা, এইভাবে আমার কথাটাকে ছোট করে দেখো না। আমি খুব একটা বড় কথা বলতে এসেছি। তুমি অবশ্যই শুভর কাছে ফিরে যাচ্ছ। তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছ, ইভা।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি। কিন্তু আমি তোমার এই আসাটাকে হাই রেট করছি, কারণ তুমি আমার ওপরে রাগ রাখোনি। বরং খুব যত্ন নিয়ে আপন মানুষের মতো আমার ব্যাপারটা ভেবেছ। তোমার এই আন্তরিকতাটুকু আমি গ্রহণ করছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, সুদীপ।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সই কে বলে পিরিতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল

চণ্ডীদাস

ইভার কথা

আমি সারা রাত সুদীপের কথাগুলো ভাবলাম।

আমার কাছে তার কথাগুলো জলের মতো সহজ বলে মনে হতে লাগল।

তাই তো। আমি যদি সুদীপকে পেতে চাইতে পারি, শুভ কেন আমাকে পেতে পারে না। শুভ চ্যাট করেছে। হয়তো একটু অন্তরঙ্গ চ্যাটই করেছে। কিন্তু তাই বলে সে আমাকে ভালোইবাসে না, এটা তো না-ও হতে পারে। বরং সেটাই সত্য। শুভ আমাকে অনেকবার বলেছে, সে আমাকে ভালোবাসে এবং এই জীবনে সে আমাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসে না। বাসবেও না। সে সারাটা জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

আমি রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলাম। বালিশ ভিজে যাচ্ছে। আমি উঠে বসলাম। শুভ, শুভ...

আমি কী ভুল করেছি! আমার অবশ্যই শুভর কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি বিয়েটা ভেঙে দিয়ে ভুল করেছি। কিন্তু ভুলের সংশোধন আছে। আমি যাব শুভর কাছে ফিরে। সে আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ে করব। দরকার হলে ও চলে আসবে আমেরিকায়। অ্যাডমিশন নিয়ে। আমরা আমেরিকায় যৌথ জীবন যাপন করব।

আমি ফেসবুক অ্যাকটিভেট করলাম। শুভকে খুঁজে বের করলাম। ওর রিলেশনশিপে লেখা, ইটস কমপ্লিকেটেড।

আমি ওর ইনবক্সে লিখলাম, 'শুভ, তুমি কি এখনো আমাকে মনে রেখেছ?'

উত্তরের জন্য অপেক্ষা। বারবার চেক করি ফেসবুকের ইনবক্স। শেষে রিপ্লাই এল, 'হ্যাঁ, ইভা, আমি তোমাকে মনে রেখেছি। তোমার জন্য আমার হৃদয়ে যে জায়গা আছে, তা কেউ কোনো দিনও নিতে পারবে না।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি তো?'

'হ্যাঁ।'

আমি আইফোন হাতে নিয়ে কাঁদছি। আমার শুভ আমাকে ভোলেনি। সে বলেছে, সে আমার জন্য চিরকাল অপেক্ষা করবে। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমিই তাকে ভুল বুঝেছি। যত দোষ আমার।

AMARBOI.COM

আমি পরের দিনের ফ্লাইট ধরলাম। নিউ ইয়র্ক থেকে। টার্কিস এয়ারলাইনসের ফ্লাইট। কারণ ওই ফ্লাইটটাই ঢাকায় পৌঁছায় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। জিকু ভাই আমাকে জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

আমি বোর্ডিং পাস নিলাম।

দুটো বোর্ডিং পাস। নিউ ইয়র্ক টু ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুল টু ঢাকা। আমি ডিএসি লেখা বোর্ডিং পাসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঢাকা। আমার শহর। যে শহরে শুভ আছে। আমার জীবন। আমার ভালোবাসা।

ইস্তাম্বুলে ট্রানজিটের সময় অল্পই ছিল। তবু দৌড়ে আমি শুভর জন্য একটা পারফিউম কিনলাম। আমি তো জানি কোন পারফিউম ওর পছন্দ। শুধু পারফিউম কম হয়ে যায় ভেবে একটা ঘড়িও কিনলাম। রিসডির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া ডলারের একটা সদগতি হলো। ইরশানের জন্য, মা-বাবার জন্য ছোটখাটো উপহারও কিনে ফেললাম ধমাধম করে।

দৌড়ে এয়ারপোর্টের কম্পিউটারে বিনিপয়সার ইন্টারনেট ব্রাউজ করলাম। শুভকে লিখলাম, 'শুভ আমি তোমার কাছে আসছি। এখন আমি ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে। আর মাত্র ১০ ঘণ্টা পরেই আমি নেমে পড়ব ঢাকায়। কালই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তোমাকে না দেখে আমি এক দণ্ডও আর স্থির থাকতে পারছি না। সোনাবাবু, আই লাভ ইউ।'

এখন এখানে বাজে বিকেল চারটা। তার মানে বাংলাদেশে রাত দশটা। শুভ কি দেখবে না এই বার্তাটা?

রিপ্লাই এসে গেল। 'আসো। আই লাভ ইউ টু।'

ঢাকার ফ্লাইটে ওঠার পরই কেমন যেন একটা ভালো লাগায় মনটা স্নিগ্ধ হয়ে রইল।

আচ্ছা, শুভর সামনে হঠাৎ হাজির হলে ও কী করবে। ওর মুখখানা কী রকম দেখার মতো হতে পারে?

সারা রাত ভালো করে ঘুম হলো না। নানা রকমের স্বপ্ন দেখলাম। এর মধ্যে ছোটবেলার ওই পিকনিকের ঘটনাটাও আছে। আমরা দুজনে হারিয়ে গেছি। দুজনের হাত ধরে দুজনে কাঁদছি।

ঘুম ভেঙে গেলে দেখলাম প্লেনের সিটে বসে আছি। বিমান থেকে ঘোষণা আসছে অবতরণের জন্য সিটবেল্ট বেঁধে নেওয়ার।

ঢাকার আকাশে প্লেন চক্কর দিচ্ছে। সকাল বেলা। মেঘগুলোকে কী যে সুন্দর দেখা যাচ্ছে। মেঘের ওপরে সূর্যের আলো এসে পড়েছে।

আমার কী যে ভালো লাগছে।

ওই যে আশুলিয়া দেখা যাচ্ছে।

ওই যে উত্তরা।

কবির সুমনের একটা গান আছে:

দমদম ছোঁয়া বোয়িং বিমানগুলো
আসলে কিন্তু তোমার জন্য নামে
নামলে বিমান রানওয়ের মসৃণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোয়িং কিংবা রুশ কি ইলুইশিন
ককপিট থেকে পাইলট বুঝে নেন
এসে গেল তার তোমাকে দেখার দিন।

তোমাকে দেখার দিন এসে গেল, শুভ। তোমাকে দেখার জন্যই আমি আসছি। আমি তোমার জন্যই জন্মেছিলাম। তোমার জন্যই আমি বড় হয়েছি। এখন আমি তোমার কাছেই আসছি। এই পাঁচটা মাস আমি এক দিনের জন্য তোমাকে ভুলিনি। আমি যে সুদীপের কাছে গিয়েছিলাম, সে তো তোমার বিকল্প হিসেবে। তোমাকে না পেয়ে তোমার লুক অ্যালাইকের কাছে গিয়েছিলাম। ওকে যে আমি ভালোবাসার চেষ্টা করলাম, সে তোমাকে ভালোবাসি বলেই। মাঝখানে কিছুটা দিন গেছে তোমাকে না দেখার। ভুল বোঝার। আমি কাউকে দোষ দেব না। আমি তোমাকে দোষ দেব না। আমি বিশ্বাস করি ডেসটিনিতে। নিয়তিতে। আমার নিয়তি তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছিল। আমার নিয়তি তোমার কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আমার নিয়তি আবার তোমার কাছে ফিরিয়ে আনছে। মধ্যখান থেকে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা হলো। বিদেশে কলেজের একটা ওয়ার্কশপে হাজির হওয়ার সুযোগও তো হলো।

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।

আমি আসছি, শুভ।

প্লেন ল্যান্ড করল। ইমিগ্রেশন পার হলাম। ঢাকা এয়ারপোর্টটা একটু অন্ধকার অন্ধকার, তবু ঢাকার মাটিতে পা রেখেই মনের অজান্তে হেসে উঠছি। এই তো আমার দেশ। মা গো, আমি ফিরে এসেছি।

এয়ারপোর্টে বাবা এসেছেন আমাকে নিতে। বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। বাবা অনেক শুকিয়ে গেছেন। বাবা কি আমাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করেন?

উফ। কত দিন পরে নিজের ঘরে ফেরা। উফ, কত দিন পরে হাত দিয়ে দেশি চালের ভাত দেশি ডাল দিয়ে খাওয়া। লিজা আপার বাড়িতেও তো ভাতই খেতাম। তবু দেশের চাল তো নয়। দেশের ডাল। দেশের পেঁয়াজ। আমেরিকার পেঁয়াজগুলো কী বড় বড়। একেকটা ফুলকপির সমান। ওসবে তো স্বাদ নাই। সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক হচ্ছে আমেরিকার কাঁচা মরিচ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনিতেই কি আর তেঁতুলিয়ার অর্গানিক চায়ের এত কদর। আমেরিকার সবই তো হাইব্রিড। কিন্তু দেশি জিনিসের আদি স্বাদের কি কোনো তুলনা হয়? আমি নিজের ঘরটাতে গেলাম। মা বিছানা সাজিয়ে রেখেছেন। রোজি এসে বারবার হাসিমুখে উঁকি দিচ্ছে, 'আফা, কিছু লাগব?'

হায়। আমার সেই বিছানা। হায়, এই বিছানাতেই গত শীতে একটা নীল কম্বলের নিচে আমরা দুজনে রচনা করেছিলাম আমাদের বিরহপর্ব। আমার চোখে পড়েছিল ওর সেই অভিশপ্ত আইফোনটা।

মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মার গায়ের গন্ধ শুঁকছি। উফ। মায়ের গায়ের গন্ধের মতো কোনো পারফিউম নেই।

আমি টেক্সট করলাম শুভকে।

'শুভ, আমি এসে গেছি।

তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

তোমার বাসায় যেতে চাই না। আন্টির সামনে যেতে সংকোচ হচ্ছে।

তুমি বলো, কোথায় গেলে তোমার দেখা পাওয়া যাবে। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছি, জনাব।'

শুভর টেক্সট এসে গেল।

'কালকে আসো। ধানমন্ডি ৮ নম্বরের ঢাকা আর্ট সেন্টারে।'

'কখন?'

'সকাল দশটায়। পারবে?'

'পারব।'

'জেট ল্যাগ হবে না?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য হবে না।'

সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। শুধু ছটফট ছটফট করি। অথচ নিজের বিছানায় ঘুমানোর মতো শান্তি কি আর কিছু আছে?

শুভর মুখটা মনে পড়ে।

শুভ দেখতে কেমন হয়েছে এখন? সে কি শুকিয়ে গেছে?

সে কি মোটা হয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে আটটা। ভাগ্যিস, মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম।

মা বললেন, 'কী নাশতা করবি?'

বললাম, 'রুটি আর আলুভাজি খাব, মা। বহুদিন রুটি-ভাজি খাই না।'

মা হাসলেন। রোজি হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। 'আফা, রুটি-ভাজি খাইতে আইছেন। আমেরিকা থাইকা আইসা কেউ রুটি-ভাজি খায়।'

ড্রেসিং টেবিলে বসলাম। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। সুন্দর করে সাজতে হবে। কত দিন পর শুভর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

কাপড়চোপড় তো সব এলোমেলো। একমাত্র উপায় হলো শাড়ি পরে যাওয়া। আমার ওয়ার্ডরোবে অনেক শাড়িই আছে।

আমি শুভর প্রিয় নীলরঙের শাড়িই বেছে নিলাম।

ম্যাচিং করে ব্লাউজ।

গয়না। গলার। কানের। নাকের। হাতের।

আমি শাড়ি পরে চোখে কাজল দিলাম। কপালে নীল টিপ। গয়নাগাঁটি পরে নিয়ে নিজেকে বারবার দেখতে লাগলাম আয়নায়। সুগন্ধি মাখলাম।

তারপর বেরোলাম ঘর থেকে।

মা বললেন, 'কই যাস?'

'ঢাকা আর্ট সেন্টারে যাই, মা। কাজ আছে।'

'ও আচ্ছা। যাহ।' মা কী ভাবলেন তিনিই জানেন। হয়তো ভেবেছেন আর্টিস্ট মেয়ে আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। এসেই আর্ট সেন্টারে যাচ্ছে।

রিকশা পাওয়া কঠিন হলো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আমেরিকায় বৃষ্টি হলেও অসুবিধা হয় না। ছাতা থাকে। এই দেশে কেউ ছাতা হাতে বের হয় না। দারোয়ান চাচাকে বললাম একটা রিকশা ডেকে দিতে।

হা। কত দিন পরে হুডতোলা রিকশায় ওঠা। কত দিন পরে পর্দাঘেরা রিকশায় বসা।

শাড়িটা একটু ভিজে গেল।

রিকশা চলছে।

আর্ট সেন্টার বেশি দূরে না। তবু পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। আর্ট সেন্টারের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। একটা গ্রুপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্সিবিশনের প্রস্তুতি চলছে।

শুভকে কোথাও দেখলাম না। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। তবে কি শুভ আসেনি?

শুভ সাধারণত অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করে না। ও তো সাধারণত দেরি করে কোথাও যায় না।

আমি মোবাইল ফোনটা বের করে ফোন করলাম। 'শুভ, তুমি আসোনি?'

'এসেছি তো।'

'তাহলে তুমি কই?'

'এই তো। তুমি কই?'

'আমি দোতলার গ্যালারিতে।'

'না না। গ্যালারিতে না। তুমি নেমে পাশের গেটটা দিয়ে রেস্টুরেন্টটাতে এসো।'

'আচ্ছা। আসছি।'

বুকের ভেতরে কাঁপুনি। একটা একটা সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে গেলাম রেস্টুরেন্টের দিকে। ওই যে শুভ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। বৃষ্টিভেজা আলোয় তাকে একটা কাঁঠালচাপা ফুলের মতো লাগছে। আমার পেটের ভেতরে দুন্দুভি বাজছে। আমার চোখে জল চলে আসছে। যাকে আমি জীবনের সমার্থক বলে জানি, কত দিন পরে তাকে দেখলাম।

আমি একটা পাষাণ।

না হলে কী করে আমি এতটা দিন ওকে না দেখে থাকতে পারলাম।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ও রেস্টুরেন্টের দারোয়ানের ছাতাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাকে এগিয়ে নিতে এল।

সংকোচ সংকোচ লাগছে। তা না হলে হয়তো এখনই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। একে তো এটা আমেরিকা নয়। তারপর ওর সঙ্গে যেভাবে ছাড়াছাড়ি করে গেছি, যেরকম ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, তাতে হঠাৎ করে কি আর সহজ হওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বসলাম।

শুভ বলল, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'থ্যাংক ইউ।'

'কী খাবে?'

'কিছু না। তেঁতুলিয়া চা পাওয়া যাবে?'

'না। আরল গেরে আছে।' বলল ওয়েটার।

আমি বললাম, 'ইস্পাহানি চা আছে না? গরম পানিতে একটা ইস্পাহানি টি-বক্স ভাসিয়ে দাও। বহুদিন দেশি চায়ের গন্ধ পাই না।'

'দাও দু'কাপ', বলল শুভ।

'তারপর, তোমার কোর্স শেষ হয়ে গেল?'

'না, আরও এক মাস আছে।'

'তাহলে হঠাৎ চলে এলে যে।'

'আমি আর থাকতে পারছিলাম না, শুভ। আসলে তোমাকে ছাড়া থাকা আমার জন্য অসম্ভব। নানা অভিজ্ঞতা হলো তো। নানা চড়াই-উতরাই। শেষে বুঝতে পারলাম মানুষ এক জীবনে শুধু একজনকেই ভালোবাসতে পারে। আর তাকে ছাড়া সে থাকতে পারে না। তোমার খবর বলো। আমাকে ছাড়া ভালোই তো ছিলে?'

'তোমাকে ছাড়া আমি মোটেও ভালো ছিলাম না। আমি সব সময়ই তোমাকে মিস করেছি। এখনো করি। তুমি সেদিন ফেসবুকে লিখেছ, আমি তোমাকে এখনো ভালোবাসি কি না। আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি। এটা একেবারে আমার অন্তরের কথা।'

'সে কারণেই আমি চলে এসেছি, শুভ। আর যাব না। আর যদি যাই, চলো, তুমি আমেরিকায় অ্যাডমিশন নাও। একবারে দুজন চলে যাই।'

'ইয়ে মানে, আমি ভেবেছি তুমি জানো। ফেসবুকে তো ছবিও আছে। আমাদের এনগেজমেন্টের।'

'আমাদের মানে?'

'আমাদের মানে আমার আর শান্তার। আমাদের বিয়ের দিন-তারিখ হয়ে গেছে। কার্ড বিলিও হয়ে গেছে।'

আমার পৃথিবী এবার সত্যি সত্যি ভেঙে পড়ল। শান্তা মানে সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা, যার সঙ্গে শুভ চ্যাট করত। যে চ্যাট দেখে আমি ওকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

'কার্ডটা কিন্তু আমি তোমার পছন্দেরটাই কিনেছি। দেখো।'

আমি কিছুই দেখছি না। আগুনের হলকা বয়ে যাচ্ছে আমার কানের ওপর দিয়ে। আমার চোখের ওপর দিয়ে।

'আমি ওকে বিয়ে করছি বটে, কিন্তু আমি তোমাকে রিঅ্যাসুয়োর করতে পারি, আই লাভ ইউ। এই জীবনে আমি একজনকেই ভালোবেসেছি। আর সেটা তুমি। আমাদের বিয়ে আটাশ তারিখ। শুক্রবার। পামভিউ রেস্টুরেন্টে। তুমি আসতে পারবে?'

আমি বললাম, 'কংগ্রাচুলেশনস, শুভ। অল দ্য বেস্ট। তোমাদের নতুন জীবন সুন্দর হোক। তোমরা সুখী হও।'

'আমি শুনেছি, বোস্টনের একটা নেপালি ছেলের সঙ্গে তোমার অ্যাফেয়ার হয়েছে। তোমাদের জীবনটাও সুখী হোক। এইটা আমি আর্নেস্টলি চাই। অনেস্টলি।'

আমি বললাম, 'তোমার জন্য পারফিউম এনেছিলাম। আর একটা ঘড়ি। ঘড়িটা তোমার পছন্দ হবে কি না জানি না। পারফিউমটা হবে। এটা আমি জানি।' প্যাকেটটা আমি রাখলাম টেবিলের ওপরে।

তারপর বললাম, 'উঠি, শুভ। একটা জরুরি কাজ আছে। যেতে হবে।'

'কীভাবে যাবে। বৃষ্টি তো। আমি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিই।'

'না না, লাগবে না। আমেরিকাতে তো সারাক্ষণ গাড়িতেই চড়তাম। আর বাংলাদেশের রিকশা মিস করতাম। এই বৃষ্টিটাও খুব মিস করেছি।'

'বৃষ্টিতে ভিজে যাবে তো!'

'আমি একটু বৃষ্টিতেই ভিজব। হুডখোলা রিকশায় চড়ে বৃষ্টিতে ঘুরব। উঠি।'

উঠছি। এই সময় বেয়ারা চা নিয়ে এল। 'আপা, আপনার ইস্পাহানি চা।'

আমি বললাম, 'চায়ের কাপটা নিয়ে একটু বাইরে যাই। আমার না বৃষ্টির ভেতরে বৃষ্টির পানি মাখা চা খেতে খুব ভালো লাগে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা যান।' ওয়েটার বলল।

আমি চায়ের কাপটা নিয়ে খোলা আকাশের নিচে এলাম। সিঁড়িটা নেমে গেছে নিচের দিকে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। চায়ের কাপের মধ্যেও পড়ছে। সেই চা আমি চুমুক দিয়ে খাচ্ছি।

শুভ হেসে বলল, 'তুমি আগের মতোই পাগলি রয়ে গেছ।'

চায়ের কাপটা রেলিংয়ে রেখে আমি বললাম, 'শুভ, ভালো থেকো।'

আমি একটা একটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম।

AMARBOI.COM

ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে আমি ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'এই রিকশা, যাবেন?'

'কই যাবেন।'

'কোথাও না। জাস্ট একটু রিকশায় বসে বৃষ্টিতে ভিজব। নেবেন।'

রিকশাওয়ালা এক লাখ টাকা দামি একটা হাসি দিলেন। 'ওঠেন আপা।'

আমি রিকশায় উঠে বসলাম। জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। আমার চোখের জল বৃষ্টিতে ধুয়ে যেতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে

জীবনানন্দ দাশ

আমার কথা

আমার আমেরিকার পাট উঠে যাচ্ছে। একটা মাস থাকলাম। কিছু কবিতা ছাড়া আর তেমন কিছু লিখতে পারলাম না। তবে সময়টা মন্দ গেল না। ইভা মেয়েটা প্রায় প্রতিদিনই তাঁর গল্প শোনাতেন।

'ব্যাপারটা অনেকটা শেহেরজাদে আর শাহরিয়ারের গল্পের মতো হয়ে গেল না?'

আমি ইভাকে বললাম। আমরা আজ বসেছি কফিশপে। বাইরে রোদের মধ্যে চেয়ারটেবিল পাতা আছে। সেখানটায়।

'কী রকম?' ইভা জিজ্ঞেস করলেন।

'ওই যে আরব্য রজনীর গল্প। এক হাজার এক রজনী। বাদশা শাহরিয়ার রোজ একজন করে কুমারীকে বিয়ে করেন। সকালবেলা মেরে ফেলেন।

তেমনি করে এলেন শেহেরজাদি। উজিরের কন্যা। শেহেরজাদি গল্প বলতে শুরু করলেন। রোজ রাতে গল্প এমন জায়গায় শেষ করেন যে বাদশা জানতে চান এরপর কী হবে। ফলে শেহেরজাদিকে আর মারা হয় না। রাতের পর রাত চলতে থাকে গল্প। এক হাজার একটা গল্প।'

'হুঁ। তার সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার এই গল্প। আপনার জীবনের প্রেমকাহিনি রোজ আমি একটু একটু করে শুনি। তাতে আমার লাভ হলো, আমার এই নির্জন প্রবাসটা ভালোই কেটে গেল। আমরা, লেখকেরা বিশ্বাস করি, গল্প জীবন বাঁচাতে পারে। শেহেরজানের জীবন যেমন করে বাঁচিয়েছিল।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম কি না আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে এই গল্পটা বলে আমার কিছুটা হালকা লাগছে। আমি হয়তো এখন বাঁচার কোনো প্রেরণা খুঁজে পাব।'

'হ্যাঁ। গল্প বলার জন্যও বেঁচে থাকা যায়। গল্প বলতে পারলেও বাঁচার উপকরণ পাওয়া যায়। এগুলো অবশ্য লেখকেরা বলে থাকেন। সব মানুষই নিশ্চয় তাঁর পেশার খুব গুণগান করেন। লেখকেরাও হয়তো যতটা প্রাপ্য নয়, তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেন গল্পের কথককে।'

'আপনার ফ্লাইট কবে?'

'এই তো। এই শুক্রবার পর্যন্ত আমি আছি। তারপর নিউ ইয়র্ক চলে যাব। রোববার রাতে ফ্লাইট ধরব।'

'তাহলে তো আমার গল্পটা শেষ করতে হয়।'

'জি করুন। প্লিজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পায় না কেনে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইভার কথা

কেঁদে কেঁদে ধানমন্ডি ৮ নম্বর থেকে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় ফিরে আসার পর আমার জ্বর হলো। আমার আমেরিকা ফেরা অনিশ্চিত হয়ে এল। এই সংগত কারণে আমার মন ভালো নাই। শরীরটা তো ভালো নাই।

কী করব বুঝছি না। একটা উপায় হলো, আমেরিকায় ফ্লাই করা। রিসডির কোর্সটা শেষ করা। একটা অফার আছে, ওয়ার্কশপ প্রোডাকশনগুলো নিয়ে নিউ ইয়র্কে যাওয়া হবে। ওখানে এক্সিবিশন হবে।

আর না হলে দেশে থাকা। বাচ্চাদের কোনো একটা স্কুলে আর্ট টিচার হিসেবে জয়েন করা।

জীবনটা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ল। একেবারে সুতা ছাড়া ঘুড়ির মতো।

ঠিক সময় এক রাতে শুভর ফোন।

শুভ বলল, 'ইভা, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুব দরকার।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, কালকে সন্ধ্যার পরে বাসায় আসো।'

শুভ বলল, 'আচ্ছা।'

আমি নয়নকে ফোন করলাম। নয়ন আমার প্লেনের টিকিট করে দেয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম, 'নয়ন, কালকে দিনের বেলা কোনো ফ্লাইট আছে? নিউ ইয়র্ক যাওয়া যাবে?'

নয়ন বলল, 'চেক করে বলি।'

তারপর বলল, 'এমিরেটসের পাওয়া যাবে। কাল সকালবেলা ফ্লাইট।'

আমি বললাম, 'টিকিট করো। আমি কালই যাব।'

আমি বাক্সপেটরা গুছিয়ে ভোরবেলা বাসা থেকে বের হলাম।

সকাল নটায় ফ্লাইট ছেড়ে দিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হাতের কাজ আজ রাত্রে গিয়াছে ফুরায়ে,—
আমার এ ক্লান্ত পায়ে
নাই আর পথের পিপাসা!
যে ভালোবাসার ভাষা
মানুষ শুনিতে চায়,— সেই প্রেম নিয়া
মানুষ চলিতে চায় পৃথিবীর পথে পথে প্রিয়া,—
তাহার সন্ধানে
তোমারে ডেকেছি আমি বারবার!

জীবনানন্দ দাশ

AMARBOI.COM

আমার কথা

'তারপর?'

'বাকিটা আপনি বানিয়ে নেন।'

'আমি বানিয়ে নেব?'

'ও মা আপনি লেখক না?'

'আমি তো আমার গল্প বানাবই। আপনার গল্পের কী হলো শেষে।'

'এই যে আমি আপনাকে আমার জীবনের প্রেমকাহিনি শোনাচ্ছি। বোঝেন না।'

'না, বুঝি না। সেদিন আষাঢ় মাস। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। এত বৃষ্টি ঢাকা শহরে কোনো দিনও হয়নি। সব ডুবে যাচ্ছে। সব। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে হাঁটু পানি। বিমানবন্দরে এক কোমর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সব ফ্লাইট ক্যানসেল।

'আপনার মোবাইলে কল আসছে।

'শুভ বলল, ইভা, তুমি কই।

'আপনি বললেন, আমি এয়ারপোর্টে।

'শুভ বলল, একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।

'শুভ আর এয়ারপোর্টেও যেতে পারে না। রাস্তাঘাটে থইথই করছে পানি। গাড়ি না নিয়ে বেরিয়ে সে একটা নৌকা নিয়ে বেরোলে ভালো করত।

'কিন্তু আপনিও তো ফিরতে পারছেন না।

'ফ্লাইট আসবে না। জরুরি ফ্লাইট কলকাতা চলে গেল। দিল্লি চলে গেল। ঢাকায় আর নামল না।'

ইভার মুখে ম্লান হাসি। বললেন, 'আপনি লেখক, আপনি চাইলে বৃষ্টি নামাতে পারেন। আপনার ইচ্ছা। আমি আমার গল্প শেষ করতে চাই না।'

'কেন চান না?'

'গল্প শেষ হলেই শাহরিয়ার শাহেরজাদিকে মেরে ফেলতে পারে। কোনো লেখক যদি বেঁচে থাকতে চান, তাঁর উচিত নয় গল্প শেষ করা।'

'ভালো বলেছেন। আপনার সঙ্গে কি আমার আর কোনো দিনও দেখা হবে?' আমি বললাম।

'জানি না। মাঝেমধ্যে মনে হয় দুনিয়াটা খুব বড়। কারও সঙ্গে কারও দেখা হবে না। মাঝেমধ্যে মনে হয় দুনিয়াটা খুব ছোট। সবাই সবার সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে।'

আমি ঘড়ি দেখছি। আমার একটা প্রেজেন্টেশন আছে পোয়েট্রি ক্লাসে। এটাই শেষ ক্লাস। আবার প্রফেসর গেইল আর লরি বেকারের কাছ থেকে বিদায়ও নিতে হবে। এই দুজন আমার জন্য অনেক করেছেন।

'আপনার সঙ্গে আমার আপাতত তাহলে আর দেখা হচ্ছে না। আপনি ভালো থাকবেন।'

'আপনিও ভালো থাকবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদায় নেব বলে আমি তাঁর হাত দুটো ধরলাম। ইভা বললেন, 'আপনাকে আরেকটা কথা বলার ছিল আমার। আপনাকেই। বলব?'

'বলেন।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'না, বলব না।'

'কেন, বলেন।'

তিনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি লেখক, মানুষের মন নিয়ে আপনার কারবার। আপনার এমনিতেই বোঝার কথা। যা আপনি এমনিতে বোঝেন না, বলে আপনাকে তা বোঝানো আমার উচিত নয়।'

ক্রিয়েটিভ আর্টস বিভাগটা পাহাড়ের নিচের দিকে। হাঁটছি। পেছন দিকে একবার তাকালাম। ইভার দুচোখের কোণে দুটো সূর্যবিন্দু টলমল করছে বলে মনে হলো।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের গান। মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে! ক্লাসে আমেরিকান ছেলেমেয়েদের সামনে বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে ইংরেজিতে কথা বলছি, কিন্তু মনের মধ্যে এই গানের বেজে চলা আর থামে না। এই রকম তো অনেক সময়ই হয়। একটা গান আপনাকে পেয়ে বসে। জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়। আপনি তারে পারেন না এড়াতে।

নিজের হোটেল রুমে ফিরেই ইউটিউবে সার্চ দিয়ে গান বাজাতে লাগলাম, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে :

মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে
সেদিন ভরা সাঁঝে যেতে যেতে দুয়ার হতে
কী ভেবে ফেরালে মুখখানি
কী কথা ছিল যে মনে

আকাশে উড়িছে বকপাঁতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনা আমার তারই সাথী
বারেক তোমায় শুধাবারে চাই
বিদায়কালে কী বলো নাই
সে কি রয়ে গেল গো সিক্ত যূঁথীর গন্ধ বিজনে

এই লাইনটা আমাকে নাছোড়ের মতো আটকে ধরেছে: বারেক তোমায় শুধাবারে চাই, বিদায়কালে কী বলো নাই। কেন?

ইভা। ইভা কথাটা এসেছে ইভ থেকে, আমি বিড়বিড় করি: বিদায় ইভ।

আকাশে বকপঙ্‌ক্তি উড়ছে সত্য বটে, কিন্তু বেদনা আমার আকাশময় বিস্তৃত হতে চাইছে।

কোনোই কারণ নাই। কী জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়। সবই অকারণ? সবই অব্যাখ্যাত?

মানুষ তার সব বেদনার কারণ জানে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~